Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 2/150

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/150

Holy Mother Anandamayi

1.10.60

1.10.60

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/130

প্রাচ্যবাণী
গবেষণা গ্রন্থমালা
পঞ্চম পুষ্প

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
কর্তৃক সংশোধিত ও বঙ্গভাষায় অনূদিত

প্রাচ্যবাণীর মনীষিবৃন্দ-লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা
ও গীতাপাঠোপযোগী বিষয় সংবলিত

কলিকাতা, ১৩৫৯

মূল্য তিন টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
যুগ্মসম্পাদক, প্রাচ্যবাণী-মন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান ঃ
প্রাচ্যবাণী-মন্দির
৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯
দাশগুপ্ত কোম্পানী
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
চক্রবর্তী, চাটার্জী এণ্ড কোং
১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ডি. এম. লাইব্রেরী
৩৮।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সংস্কৃত-পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সত্যব্রত লাইব্রেরী
১৯।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ও
লেক্ বুক ষ্টল
৫১ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীউপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, এম্. এ. (কম্.), বি. এল্.
আই. এন্. এ. প্রেস
১৭৩নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

প্রবন্ধাবলী

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-বেদান্ততীর্থ—শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ... ১

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীচিন্নস্বামী শাস্ত্রী —শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। ... ৫

(৩) অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী—কর্মযোগ ... ৯

(৪) অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—ভক্তিযোগ ১৮

(৫) প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী —গীতা ও ভক্তিবাদ ... ৪৭

(৬) পণ্ডিত শ্রীতারানাথ তর্কতীর্থ—জ্ঞানযোগ ৫৫

(৭) ডক্টর শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত —গীতার বাণী ... ৬০

(৮) ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী —গীতায় অদ্বৈতবাদ ... ৭০

যুগে যুগে গীতাপ্রচার

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য ও টীকাকারগণ

১। মহাভারত ও ভগবদ্গীতা ৮২

২। গীতাশাস্ত্র—বিভিন্ন টীকা ও ভাষ্যকারগণের নাম, গ্রন্থসূচী ও মুদ্রণকাল ৮৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়				পৃষ্ঠা
৩। কেবলাদ্বৈতবাদ—				
	(ক) শঙ্কর ও (খ) আনন্দগিরি		....	৮৯
	(গ) সদানন্দ	....	...	৯০
	(ঘ) দৈবজ্ঞ পণ্ডিতবর্ষ সূর্য	...	....	৯২
	(ঙ) হনুমান্	...	....	৯২
	(চ) শঙ্করানন্দ	....	...	৯৩
	(ছ) ধনপতি সূরি	...	....	৯৫
	(জ) অন্যান্য টীকাকারগণ	...	...	৯৬
৪। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—				
	(ক) যামুনাচার্য	...	...	৯৭
	(খ) রামানুজাচার্য	....	...	৯৮
	(গ) বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য	...	...	১০০
৫। দ্বৈতবাদ—				
	(ক) মধ্বাচার্য	...	...	১০১
	(খ) জয়তীর্থ	...	...	১০৩
	(গ) রাঘবেন্দ্র	...	...	১০৩
৬। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—				
	(ক) দ্বিতীয় বল্লভ ও পুরুষোত্তম।		...	১০৪
৭। দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ—				
	(ক) কেশবকাশ্মীরিভট্ট	....	....	১০৬
৮। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ—				
	(ক) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর		...	১০৭
	(খ) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ	...	...	১০৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠা
৯। বঙ্গীয় আরো দুজন টীকাকার—			
(ক)	শ্রীমধুসূদন সরস্বতী	... ...	১১১
(খ)	শ্রীধরস্বামী	... ...	১১৪
১০। গীতার আধুনিক ভাষ্যকারগণ—			
(ক)	মহাত্মা তিলক	... .	১১৫
(খ)	মহাত্মা গান্ধী	... ...	১১৭
(গ)	শ্রীশ্রীঅরবিন্দ	... .	১১৯
১১। গীতাপাঠোপযোগী বিষয়			
(১)	গীতাপাঠের প্রণালী	... ...	১২৩
(২)	গীতাধ্যান	... ...	১২৫
(৩)	মঙ্গলাচরণ	... ...	১২৬
৪। মূল ও বঙ্গানুবাদ—			
প্রথম অধ্যায়		... ...	১
দ্বিতীয়	„	... ...	১০
তৃতীয়	„	... ...	২৭
চতুর্থ	„	... ...	৩৬
পঞ্চম	„	... ...	৪৫
ষষ্ঠ	„	... ...	৫১
সপ্তম	„	... ...	৬১
অষ্টম	„	... ...	৬৮
নবম	„	... ...	৭৫
দশম	„	... ...	৮৩
একাদশ	„	... ...	৯২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃ।
দ্বাদশ অধ্যায়	...	...	১০৭
ত্রয়োদশ „	...	...	১১১
চতুর্দশ „	...	...	১১৯
পঞ্চদশ „	...	...	১২৬
ষোড়শ „	...	...	১৩১
সপ্তদশ „	...	...	১৩৬
অষ্টাদশ „	...	...	১৪৩
৫। শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য ও বঙ্গানুবাদ		...	১৫৯
৬। গীতার শ্লোকসূচী	...	...	১৬৫
৭। বিশেষ শব্দসূচী	...	...	১৭৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখবন্ধ

এই গীতাবিপ্লাবিত বঙ্গদেশে পুনরায় আর একটী গীতার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করা কেন—এ হয়ত অনেকে জানতে চাইবেন। তার উত্তরে আমরা আমাদের বক্তব্য বল্‌ছি।

(১) গীতার সংস্করণ অনেক আছে বটে, কিন্তু গীতার এমন কোনও সংস্করণ নেই যাতে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যুগে যুগে গীতা-প্রচার বিষয়ে ধারাবাহিক পর্যালোচনা আছে। গীতার উপদেশ, উপদিষ্ট বিভিন্ন মার্গ, বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে প্রচারিত গীতার্থ—এর একটী ধারাবাহিক পর্যালোচনা সংবলিত গীতার সংস্করণ প্রকাশের অনেক দিন থেকে আমাদের ইচ্ছা ছিল। যাঁর যে বিষয়ে বিশেষ অধিকার, তিনি সেই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন বলে, আমাদের সে মৌলিক অভিপ্রায় অনেকাংশে সিদ্ধ হয়েছে—এ আমাদের বিশ্বাস।

(২) বিভিন্ন ধর্মমার্গাবলম্বীরা স্ব স্ব মার্গানুসারী ব্যাখ্যা প্রদান করে বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতার্থ গ্রন্থকারের স্বকীয় ভাবভারে প্রপীড়িত। আমাদের মতে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা স্বকীয় দিব্যালোকে পাঠক ভক্তের নিকট ভাস্বর হয়ে উঠা অত্যাবশ্যক। তজ্জন্য আমরা আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ মাত্র প্রদান করেছি। অনুবাদকের স্বকীয় ব্যাখ্যার চাপে অনুবাদ কোনও ক্ষেত্রে ভারাক্রান্ত হয়নি। শ্রীধরের সুবোধিনী টীকা সাম্প্রদায়িক মতানুগ নয় বলে অনেক স্থলে এই টীকানুসারেই আমি বঙ্গানুবাদ করেছি। আশা করি, পাঠক স্বীয় বুদ্ধি, রুচি ও শক্তি অনুসারে ব্যাখ্যা গ্রহণ করে, সাধনমার্গে অগ্রসর হয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অবলোকনে সমর্থ হবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী প্রভৃতি বিশিষ্টতম গ্রন্থাগারে গীতার দুই হাজারেরও অধিক সংস্করণ, অনুবাদ প্রভৃতি আছে। এতদ্ব্যতীত গীতাবিষয়ক পুস্তিকা, প্রবন্ধাদির অন্ত নেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ টীকাকার, ভাষ্যকার প্রভৃতির মতাবলীর সারনিষ্কর্ষ একত্রে কোনও ভাষায় লিখিত হয়নি। এ গ্রন্থে 'যুগে যুগে গীতা প্রচার' শীর্ষক অংশে সে অভাব পূর্ণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশের জন্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিন্নস্বামী শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, ডক্টর শ্রীবিনোদ বিহারী দত্ত, এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীতারানাথ তর্কতীর্থ সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রদান করে আমাদের গ্রন্থের অশেষ গৌরব বর্ধন করেছেন, তজ্জন্য তাঁদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

প্রাচ্যবাণীমন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট
দোলপূর্ণিমা
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩
(১৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৯)

শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী
যুগ্মসম্পাদক, প্রাচ্যবাণী-মন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

ভূমিকা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ

মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মমহাপর্বে ভগবদ্গীতাপর্ব নামক একটী পর্ব উল্লিখিত আছে। এই গীতাপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে গীতা আরম্ভ হইয়াছে। যদিও ভগবদ্গীতা মহাভারতেরই অন্তর্গত, তথাপি ইহা মহাভারতের এবং ভারতীয় শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের সার। ভগবদ্গীতায় কিঞ্চিৎ অধিক সাত শত শ্লোক আছে। ভীষ্মপর্বের ৪৩ অধ্যায়ে গীতার পরিচয় বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—

৬২০	ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
৫৭	অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিন্তু সঞ্জয়ঃ ॥
৬৭	ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে ॥ ৪ ॥
১	
৭৪৫	

যদিও মহাভারতে গীতাকে সর্বশাস্ত্রময়ী বলা হইয়াছে, আবার ভারতামৃত-সর্বস্ব বলা হইয়াছে, তথাপি মনে হয়—গীতার মহিমা ইহা অপেক্ষাও অধিক। মহাভারতে নানাস্থানে গীতার শ্লোকগুলি বিক্ষিপ্ত-ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। বিষ্ণুস্মৃতির বিংশ অধ্যায়ে ৪৮—৫৩ শ্লোক পর্যন্ত যে শ্লোকগুলি বলা হইয়াছে, সে সমস্তই গীতার শ্লোক। গীতার মহিমা এতাদৃশ সর্বাতিশায়ী বলিয়া বিভিন্ন প্রস্থানের ভারতীয় আচার্যগণ স্ব স্ব সিদ্ধান্তানুসারে গীতার ভাষ্য-টীকা প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় গীতাশাস্ত্র ভারতীয় সর্বসম্প্রদায়েরই উপজীব্য। গীতার বহুবিধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ বর্তমানে উপলব্ধ হইলেও আদি শঙ্করাচার্য-কৃত গীতাভাষ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। গীতার ভাষ্যটীকা প্রভৃতির মধ্যে বাঙ্গালী টীকাকার শ্রীধর স্বামীর টীকাই সর্বাপেক্ষা সরল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও গীতার অক্ষরানুযায়ী। গীতার যে সমস্ত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে মধুসূদন সরস্বতী-প্রণীত টীকা অতি বিস্তৃত ও নানাশাস্ত্রের আলোচনায় পরিপূর্ণ। মধুসূদন সরস্বতীর টীকা সুকঠিনও বটে। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীতাশাস্ত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এইজন্য গীতাশাস্ত্র তিনটী ষট্‌কে বিভক্ত। প্রথম ষট্‌কে কর্ম, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তি এবং তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞানের আলোচনা করা হইয়াছে।

গীতাশাস্ত্র যে দার্শনিক আলোচনায় পরিপূর্ণ, তাহা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় মধুসূদন সরস্বতীর টীকার সহিত পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ তাঁহার গীতাব্যাখ্যায় প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্‌গুরূন্।
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥

ইহার অভিপ্রায়—ভগবৎপাদ আদিশঙ্করাচার্য এবং শ্রীধরাচার্য প্রভৃতি সদ্‌গুরুগণকে প্রণাম করিয়া সম্প্রদায় অনুসারে গীতার ব্যাখ্যা করিতেছি। তারপর নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—

কর্মোপাস্তি-জ্ঞানভেদৈঃ শাস্ত্রং কাণ্ডত্রয়াত্মকম্। আবার বলিয়াছেন—

কর্মোপাস্তি-জ্ঞানকাণ্ডত্রিতয়াত্মা নিগদ্যতে॥

ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদ প্রমেয় নিরূপণ প্রসঙ্গে আত্মাদি অপবর্গ পর্যন্ত দ্বাদশটী প্রমেয় স্থির করিয়াছেন। আদি ও অন্ত প্রমেয় দুইটী উপাদেয়রূপে ও মধ্যের দশটী হেয়রূপে কীর্তন করিয়াছেন। প্রমেয়দের মধ্যে আত্মা উপাদেয় প্রমেয়। শ্রুতিতেও "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। আপস্তম্ব স্মৃতিতেও "আত্মলাভান্ন কিঞ্চিৎ পরং বিদ্যতে" বলা হইয়াছে। সুতরাং অক্ষপাদ যে আত্মাকে উপাদেয় বলিয়াছেন, তাহাও শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারেই বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহাদির সহিত আত্মার অভেদজ্ঞানই আত্মার বন্ধের কারণ। আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ইহাই ভারতীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। দেহাদি হইতে ভিন্নরূপে আত্মার সাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ বলিয়া নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রেও দেখা যায়—আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বহুকথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩॥

এই শ্লোকদ্বারা দেহ হইতে আত্মা যে ভিন্ন, তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিকগণ সর্বথা এককণ্ঠ। গীতাতেও বলা হইয়াছে—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ২।১৮

আবার বলা হইয়াছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, ইত্যাদি,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।২।২০

এই আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে বহু কথা বলা হইয়াছে। যেমন

অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২। ২৪

এইরূপ গীতার প্রত্যেকটী উক্তি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভগবান্ ভারতযুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া নিখিল বিশ্ববাসীকে তাঁহার উপদেশরাশি শ্রবণ করাইয়াছেন। এইজন্যই গীতার উপদেশ কোনও কালে কোনও মানুষের কাছে পুরাতন বলিয়া মনে হইবে না। প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই এই গীতার উপদেশ অতি উপাদেয় বোধ হইবে। পৃথিবীতে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার প্রায় সমস্ত ভাষাতেই গীতা অনূদিত হইয়াছে। ইহার দ্বারাই গীতার উপাদেয়তা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘ দিন পরাধীন থাকা সত্ত্বেও ভারতের এই অমূল্যগ্রন্থ গীতা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় আদরের সহিত অনূদিত হইয়াছে। পৃথিবীর লোক যাহার আদর করে, এতাদৃশ অমূল্য বস্তুর যথোপযুক্ত সমাদর বর্তমানে ভারতবাসী করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বের কল্যাণের জন্য যে গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার আলোচনায় ভারতবাসীর পরাঙ্মুখতা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। বর্তমান সময়ে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে প্রাচ্যবাণীর কর্তৃপক্ষ এই গীতা মুদ্রণ করিয়া শ্রীধর স্বামীর দৃষ্টি অনুসারে তাহার ব্যাখ্যা সংযোজন করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের যত অধিক প্রচার হয়, ততই বিশ্বজগতের কল্যাণ হইবে। ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। পরিশেষে ভগবচ্চরণে আমার ইহাই প্রার্থনা যে, প্রাচ্যবাণীর কর্তৃপক্ষ যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া গীতার প্রচারে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তাহা ভগবৎ-করুণায় সার্থক্য-মণ্ডিত হউক।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/150

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মহামহোপাধ্যায়ঃ অ০ চিন্নস্বামি-শাস্ত্রী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভারতীয়ানাং জাতীয়মাধ্যাত্মিকং চ জীবনং যুগে যুগে যথা প্রাচোদয়দ্ উদবোধয়চ্চ, তাদৃশপ্রভাবং মন্যে অন্যঃ কোঽপি গ্রন্থো বিস্তারয়িতুং নালমভূৎ। স্মরণাতীতকালাদারভ্য বর্তমানকালপর্যন্তম্ অগণিতা মহর্ষয়ঃ সাধকা মনীষিণশ্চ ভগবদ্গীতাম্ আদর্শীকৃত্যৈব স্বং জীবনং পরিচালয়িতুং ঘটমানাঃ সার্থকজন্মানো বভূতিরে। প্রতিদিনং ভাগবত-জীবনযাপনস্যাত্যুচ্চৈরাদর্শোঽপি ভগবদ্গীতায়াঃ প্রতিপত্রং প্রত্যক্ষরশ্রেণি প্রতিবর্ণং চ প্রতিবিম্বিতো বর্ততে। জাতীয়ধর্মস্য জাতীয়দর্শনস্য চ শ্রেষ্ঠতমো গ্রন্থো ভগবদ্গীতা। প্রকৃত্যা চ "ভারতদর্শনসার" ইত্যুক্তে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতৈব পরামৃশ্যতে। বেদোপনিষদাদিষু গ্রন্থেষু যে যে দার্শনিকাস্তত্ত্বনিচয়াঃ প্রপঞ্চিতাঃ সমভূবন্ তেষামভূৎ পরিপূর্ণঃ সমন্বয়োঽস্যাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্।

যদা ভ্রাতৃদ্রোহদাবানলেন দগ্ধপ্রায়মাসীদ্ জাতীয়ং জীবনং, যদা ধর্মনাম্না অধর্মঃ প্রত্যূহশূন্যতয়া শির উন্নময্য স্থিত আসীৎ, যদা আর্যা অনার্যা ব্রাহ্মণাশ্চাণ্ডালাশ্চ প্রস্বৃতা প্রাতিস্বিকং ভেদবৈষম্যং বর্ণাশ্রমপ্রথাং বিবর্ণাম্ অপ্রথয়ন্, যদা চ ভারতস্য দিশি দিশি তারতরম্ অতাড্যত ভেদনীতি-পটহঃ তদা সাধূনাং পরিত্রাণায় দুষ্কৃতিনাং বিনাশায় চ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-রূপেণাবাতরৎ। শ্রীমতস্তস্য শ্রীমুখনিঃসৃতা বাণী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যদা যদৈব জাতীয়জীবনযমুনাস্রোতো মান্দ্যমবিন্দত তদা তদৈব শ্রীকৃষ্ণস্য মুরলীধ্বনিনা সা পরিপূর্ণা বভূব, জলবিগমকাল এব জলস্ফীতি-রতিবেলমবর্তিষ্ঠ, ততশ্চ যুগে যুগে শঙ্কর-রামানুজ-নিম্বার্ক-মধ্ব-বল্লভ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতয়ো ধর্মনেতারঃ, কিং বহুনা বর্তমানেঽপি যুগে তিলকারবিন্দগান্ধীমুখা রাজনীতিচতুরা নেতারোঽপি যুগোপযোগি গীতাভাষ্যমরচয়ন্। তৎফলেন চ ভারতস্য অনলে অনিলে নভোনীলে শৈলাগ্রে সলিলাশয়ে চ প্রোদ্ভিদ্যত জ্ঞানস্য ভক্তেঃ কর্মণশ্চ পুলকাঙ্কুরঃ।

আপুঙ্খমাচূড়মালোচ্যমানায়াং ভগবদ্গীতায়াশ্চিন্তাধারায়ামেতৎ স্বত এব মনস্যাপততি যদ্ ভগবান্ গ্রন্থমিমং দ্বারীকৃত্য নিষ্কামং কর্মযোগম্ এব প্রাচীকশৎ। গীতাসৃষ্টের্মূলবৃত্তান্তেন সহ নিষ্কামকর্মবাদস্য যথাস্তি নিরবদ্যমেকং যোগসূত্রমনুস্যূতং তথৈব জ্ঞানভক্ত্যোরুৎকর্ষবর্ণনয়া সহ নিষ্কামকর্মণামপরিহার্যতাপি তত্র তত্র সুব্যক্তৈব গীতায়াম্। বস্তুতস্তু নিষ্কামকর্মবাদং বিনা ব্যাক্রিয়মাণা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সুতরাং রূপকসাপেক্ষৈব ভবতীতি কঃ সন্দেহঃ।

ভক্তিপ্রবণা বঙ্গাঃ। শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্ভাবানুপ্রাণিতবঙ্গদেশস্য মধুসূদনসরস্বতী-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-বলদেববিদ্যাভূষণপ্রমুখা মহাপ্রাণা ধর্মনায়কা গীতায়া অষ্টাদশাধ্যায়ীং সমং ত্রিধা বিভজ্য রসাস্বাদবিষয়ে ভক্তানামপূর্বং সৌকর্যমজনয়ন্। তাদৃশরসাস্বাদবিবশানাং বঙ্গানাং সমীপে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়া অমৃতময়মাহাত্ম্যমাশ্রিত্য কিমপি বক্তুং মমায়ম্ অল্পোঽবসরো নোপযুজ্যতে। পরম্ উপসংহারে প্রাচ্যবাণীমন্দিরস্য মহানয়ং গীতাপ্রচারোদ্যমঃ সর্বথা সার্থকতয়াত্মানং যথা প্রকাশয়েৎ তদর্থং ভগবন্তং গীতাস্বামিনং কায়েন মনসা বচসা চ প্রার্থয়ে। ইতি শম্।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

(পূর্ব প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীচিন্নস্বামী শাস্ত্রী

যুগে যুগে ভগবদ্গীতা ভারতীয় জাতীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন যে ভাবে প্রচোদিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাদৃশ প্রভাব অন্য কোন গ্রন্থ বিস্তার করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্মরণাতীত কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অগণিত ঋষি, সাধক, মনীষী ভগবদ্গীতার আদর্শেই জীবন গঠন করিবার চেষ্টা করিয়া জগতে সার্থকজন্মা হইয়াছেন। দৈনন্দিন ভাগবত-জীবন যাপনের অতি উচ্চ আদর্শও ভগবদ্গীতার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। জাতীয় ধর্ম ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভগবদ্গীতা। ফলতঃ ভারতদর্শনসার বলিতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাকেই বুঝায়। বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে যে যে দার্শনিক তত্ত্বনিচয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছে এই ভগবদ্গীতায়।

ভ্রাতৃদ্রোহের দাবানলে যখন জাতীয় জীবন দগ্ধপ্রায়, ধর্মের নামে যখন অধর্ম পূর্ণভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর্য অনার্য ব্রাহ্মণ চণ্ডাল যখন নিজেদের ভেদ-বৈষম্য ভুলিয়া বর্ণপ্রথাকে বিবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, ভারতবর্ষের দিগ্‌দিগন্তরালে যখন ভেদনীতির ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে তখন সাধুদিগের পরিত্রাণের এবং দুষ্কৃতদের বিনাশের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁরই শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা।

জাতীয় জীবনের স্রোতস্বতীতে যখনই ভাটা পড়িয়াছে তখনই শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনিতে যমুনা উজানা চলিয়াছে, ভাটাস্রোতেই উত্তাল তরঙ্গে জোয়ার ফরিয়াছে, তজ্জন্য যুগে যুগে শঙ্কর রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব বল্লভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি ধর্মনেতা, এমন কি বর্তমান যুগে মহাত্মা তিলক, শ্রীঅরবিন্দ ও জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীও যুগোপযোগী গীতাভাষ্য প্রচার করিয়াছেন। ফলে, ভারতের অনলে অনিলে নভোনীলে পর্বতাগ্রে নদীগর্ভে জাগিয়াছে কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের পুলক শিহরণ।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভগবদ্গীতার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিলে স্বতই যেন মনে হয় শ্রীশ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের মাধ্যমে নিষ্কাম কর্মবাদই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। গীতাসৃষ্টির মূল ঘটনার সঙ্গে নিষ্কাম কর্মবাদের যেমন একটা অনবদ্য নিগূঢ় যোগসূত্র আছে অব্যাহত, তেমনই জ্ঞান ভক্তির উৎকর্ষ বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর নিষ্কাম কর্মের অপরিহার্যতাও গীতার সর্বত্র সুপ্রকট। ফলতঃ, নিষ্কাম কর্মবাদ ব্যতীত ভগবদ্গীতার বিশ্লেষণ আত্যন্তিকভাবে রূপকসাপেক্ষ হইয়া পড়ে।

বঙ্গদেশ ভক্তিপ্রবণ। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবে পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত বঙ্গদেশের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধর্মনায়কেরা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়কে সমান তিন পুটকে বিভক্ত করিয়া ভক্তজনের রসাস্বাদনে অপূর্ব সুযোগের অবতারণা করিয়াছেন। এই রসাস্বাদনে বিহ্বল বঙ্গবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট শ্রীশ্রীভগবদ্গীতার অমিয় মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমার এই স্বল্পাবসরে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল উপসংহারে যাহাতে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের ভগবদ্গীতা প্রচারের মহান্ উদ্যম সর্বথা সার্থকতায় আত্মপ্রকাশ করে তজ্জন্য শ্রীশ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মযোগ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

ভারতে আবহমান কাল থেকে মোক্ষোপায়রূপে তিনটী প্রধান সাধন স্বীকৃত হয়েছে—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। অবশ্য এই তিনটী সাধন—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—পরস্পর বিরোধী নয়, উপরন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত—এই তথ্যটী ভারতবর্ষে সর্বদাই সানন্দে পরিগৃহীত হয়েছে। তবে এদের মধ্যে কোন্‌টী সর্বশ্রেষ্ঠ; কোন্‌টীই বা মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়—এ নিয়ে যে ভারতীয় দর্শনে নানারূপ বাগ্‌বিতণ্ডা নেই, তা নয়। তা সত্ত্বেও, মতবিশেষে একটীকে অন্য দুটীর তুলনায় অধিক মূল্য দেওয়া হলেও, কোনোটীকেই কোনো মতবাদে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বলে পরিবর্জন করা হয়নি।

'কর্ম' শব্দটীকে অভিধান গ্রন্থাদিতে "যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম",—যা করা হয় তাই কর্ম—এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ডাশ্রয়ী মীমাংসাদর্শনের মতে, যাগযজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপই 'কর্ম' বা 'ধর্ম'। সাধারণ ক্রিয়া বা বৈদিক ক্রিয়া অর্থে, কর্ম তিন প্রকার—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এইভাবে কর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন: "শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ কর্ম শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধং ধর্মাখ্যম্" (১-১-৪)। কর্মের দুটী লক্ষণ—"কর্তুঃ ক্রিয়াব্যাপ্যম্" ও "ক্রিয়াজন্যফলশালিত্বম্" (ক্রমদীশ্বর ও সারমঞ্জরী)। অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক প্রত্যেক কর্মেরই একজন কর্তা থাকে, যিনি সেই কর্মের দ্বারা একটী পূর্বে অপ্রাপ্ত ফল লাভ করেন। এরূপে, প্রত্যেক কর্মেরই একটী অবশ্যম্ভাবী ফল থাকে। যে কর্ম কর্তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও বিচারবুদ্ধি-প্রসূত, সেই কর্মের জন্য কর্মকর্তা অবশ্যই নিজেই সম্পূর্ণ দায়ী। সেজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারে, সেই কর্মের ফল কর্তাকে নিজেই ভোগ করতে হয়। ভোগ ব্যতীত কর্মফলের নাশ হতে পারে না। এই হল ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি সুবিখ্যাত "কর্মবাদ"। কিন্তু একই জন্মে শত শত কৃতকর্মের ফলভোগ সম্ভবপর নয় বলে, সেই সব অভুক্ত কর্মের ফলভোগের জন্য জীবকে পুনরায় সংসারে জন্মপরিগ্রহ করতে হয়। কিন্তু সেই নূতন জন্মেও সে স্বভাবতঃ পুনরায় নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাদের সব ফলভোগ পূর্ববৎ সম্ভবপর হয় না বলে তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় —এইভাবে, কর্মঃ জন্মঃ কর্মঃ জন্মান্তরের প্রকোপে জীব ক্রমান্বয়ে বিঘূর্ণিত হয়, এরই নাম অনাদি "সংসারচক্র"। এরূপে "কর্মবাদ" থেকে ভারতীয় দর্শনের আরেকটী প্রসিদ্ধ মতবাদ—"জন্মান্তরবাদের" উৎপত্তি। ভারতীয় দর্শনের মতে, এই সংসারচক্র থেকে মুক্তিলাভই মোক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু উপরি উক্ত কর্ম ও জন্মের অবশ্যম্ভাবী পারম্পর্য অনুসারে মোক্ষ ত সুদূরপরাহত মনে হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ কর্মের দ্বিবিধ ভেদের উল্লেখ করেছেন :—সকাম-কর্ম ও নিষ্কাম-কর্ম। ফলভোগের ইচ্ছাসহকারে কৃতকর্মের নাম সকাম-কর্ম, এদের বলা হয় 'কাম্য কর্ম'। যথা, নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তানকামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, এবং সেই কর্মের ফলস্বরূপ অভীষ্ট বস্তু নিজেই লাভ ও ভোগ করেন। এরূপ সকাম কর্মের ফলই কর্মকর্তাকে বারংবার ভোগ করতে হয়, কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে, ভোগ ব্যতীত এরূপ কর্মের বিনাশ নেই, জীবের মুক্তিও নেই। কিন্তু ফলভোগেচ্ছাশূন্য, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম কর্মের ফল কর্তাকে ভোগ করতে হয় না, এবং তার ফলে, জন্ম-জন্মান্তরও তার নেই। যথা, শাস্ত্রোপদিষ্ট তর্পণ প্রভৃতি নিত্য, ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম, দান, পরসেবা প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

এই নিষ্কাম কর্মই মুক্তির অন্যতম সাধন বা সাধনাঙ্গ—অর্থাৎ, এই হল "কর্মযোগ"। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে কর্মযোগের এই সংজ্ঞা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছেন : "নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহাণপূর্বকমীশ্বরারাধনার্থং কর্মযোগম্" (২—৩৯)। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, কৃতকার্যতা অকৃতকার্যতা প্রমুখ সমস্ত দ্বন্দ্ব বা বিপরীত অবস্থার মধ্যেও স্থৈর্যসহকারে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য কৃতকর্মই কর্মযোগ বা মোক্ষের উপায়।

"কর্মযোগ" বা নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের প্রথম কথা। ভারতীয়, তথা জগৎ-সভ্যতার প্রাচীনতম প্রতীক ঋগ্‌বেদেও এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য, একথা স্বীকার করতে হয় যে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, বিশেষভাবে কর্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম প্রধানতঃ সকাম কর্ম, অর্থাৎ, দেবতাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হোম প্রভৃতির বিনিময়ে ঐহিক বা পারলৌকিক সুখভোগেচ্ছাই এই কর্মসমূহের কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেদে নিষ্কাম কর্মেরও বহু বিধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১৭ সংখ্যক সূক্তটীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সমগ্র সূক্তটীতে দান ও পরহিতব্রতের অতি সুন্দর স্তুতি করা হয়েছে। যেমন, ঋষি বলছেন—

"উতো রয়িঃ পৃণতো নোপ দস্যত্যুতাপৃণন্ মর্ডিতারং
ন বিন্দতে"। (১০—১১৭—১)

"য আধ্রায় চকমানায় পিত্বোঽন্নবান্ সন্ রফিতায়োপজগ্মুষে।
স্থিরং মনঃ কৃণুতে সেবতে পুরোতো চিৎস মর্ডিতারং
ন বিন্দতে॥" (১০—১১৭—২)

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস
তস্য।" (১০—১১৭—৬)

"দানশীল পুরুষের ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ; যিনি দানবিমুখ, তাঁর সুখ নেই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যিনি অন্নবান্ হয়েও ক্ষুৎক্লিষ্ট জনকে এবং গৃহে সাহায্যার্থ আগত দারিদ্র্যপীড়িত অতিথিকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, এমন কি, তাদের সম্মুখেই ভোগে লিপ্ত হন, তাঁর সুখ নেই।"

"যিনি দানবিমুখ, তাঁর অন্নলাভ ব্যর্থ—সত্যই এ তাঁর মৃত্যুরই তুল্য।"

উপনিষদেও বহু স্থানে সকাম কর্মের ব্যর্থতা ও নিষ্কাম কর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে মনোরম বিবৃতি আছে। মুণ্ডকোপনিষদের এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটী উপনিষদ্ কর্মযোগের একটী সুন্দর প্রমাণ—

"প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি।" (১-২-৭)

"যা'তে—হেয়, অশ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের বিবৃতি আছে, সেই অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ ভেলা সমস্তই অদৃঢ়,—অর্থাৎ, সংসারসমুদ্র পার করতে অক্ষম। যে সব মূর্খ ব্যক্তি একেই শ্রেয়ঃ মনে করে প্রশংসা করে, তারা পুনরায় জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।"

মহাভারতেও এই একই কর্মযোগের কথা বারংবার ঘোষিত হয়েছে। যথা :—"তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ধর্মান্ ইমান্ সর্বান্ নাভিমানাৎ সমাচরেৎ"
(বনপর্ব ২—৭৪)।

"তস্মাৎ কর্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।"
(অশ্বমেধ পর্ব ৫১—৩২)

"কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর—এই উভয়ই বেদাজ্ঞা। অতএব, অভিমান-শূন্য ভাবে এই সব কর্ম করবে।"

"সে হেতু তত্ত্বদর্শিগণ নিষ্কামভাবে কর্ম করেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতদর্শনসার গীতায় কর্মযোগের পূর্ণতম, প্রকৃষ্টতম দ্যোতনা দৃষ্ট হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষার্ধ এই কর্মযোগেরই শ্রেষ্ঠ বিবরণ। যুদ্ধবিমুখ অর্জুনের নিকট স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মকে মোক্ষের উপায়রূপে উপদেশ দিচ্ছেন—

"কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥" (২—৫১)

"সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মের ফল ত্যাগ করে বা নিষ্কামভাবে কর্ম করে জন্মরূপ বন্ধ থেকে মুক্ত হন এবং সর্ব উপদ্রবরহিত ব্রহ্মপদ লাভ করেন।"

পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিক-মতবাদ সমূহেও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি, মীমাংসাদর্শনের মূল বিষয়বস্তু "ধর্ম" বা বেদের কর্মকাণ্ডে বিহিত যাগযজ্ঞাদি হলেও, ক্রমশঃ এই মতবাদে স্বর্গের স্থলে মোক্ষ এবং সকাম কর্মের স্থলে নিষ্কাম কর্মই যথাক্রমে চরম লক্ষ্য ও তার উপায়স্বরূপ বলে পরিগণিত হয়। বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন করতে হবে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে, কোনোরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধি, এমন কি, স্বর্গ লাভের জন্যও নয়। এরূপে, পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্টের মত, শত শত বৎসর পূর্বে, মীমাংসকগণও "কর্তব্যের প্রচোদনাতেই কর্তব্য পালন" বা "Duty for duty's sake"—এই সু-উচ্চ নীতি প্রচারিত করেন।

বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটীতেই কর্মযোগের উপর ন্যূনাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। শঙ্করের মতে, স্বর্গের উপায়স্বরূপ সকামকর্ম ও মোক্ষের উপায়স্বরূপ জ্ঞান পরস্পরবিরোধী হলেও, সাধন-মার্গে নিষ্কাম কর্মের মূল্য অল্প নয়, কারণ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিষ্কাম কর্মের যথাবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং এরূপ নির্মল চিত্তেই কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হতে পারে। রামানুজ প্রমুখ অন্যান্য বৈদান্তিকদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতেও, কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান মুক্তির প্রথম সোপান। যথা, রামানুজের মতে, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম, এবং তৎপরে সপ্তসাধন—বিবেক (অশুদ্ধ পানাহার বর্জন), বিমোক (বৈরাগ্য), অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন), ক্রিয়া (পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান), কল্যাণ (সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা, নির্লোভতা), অনবসাদ (মানসিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহ) এবং অনুদ্ধর্ষ (চিত্তের স্থৈর্য)—চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন করে, ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছার উদ্রেক করে ও ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক হয়।

উপরের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই প্রতীয়মান হবে যে, কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মসাধনই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম মূল মন্ত্র। ভারতীয় "কর্মবাদের" ভুল অর্থ করে, বিদেশী পণ্ডিতগণ কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে কর্মত্যাগকেই ভারতীয় আদর্শ বলে প্রচার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় দর্শনের মতে, একদিকে সকাম কর্ম যেমন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য ; অন্যদিকে ঠিক তেমনি কর্মবিমুখতা, অলসতা ও নিশ্চেষ্টতাও সমভাবে নিন্দনীয়। কর্ম করবে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, ফলভোগেচ্ছাশূন্য-ভাবে—এই হল ভারতীয় কর্মযোগের মূল কথা। ভারতদর্শনসার গীতা সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকে অতি সুন্দরভাবে এই তথ্যটী বুঝিয়ে বল্‌ছেন—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥" (২—৪৭)

"কেবলমাত্র কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাপি নয়। সেজন্য সকাম কর্ম করে কর্মফল প্রাপ্তির হেতু হয়ো না। অপর পক্ষে, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।"

এই জ্ঞানবান্ নিষ্কাম কর্মীকেই গীতায় বলা হয়েছে 'স্থিতপ্রজ্ঞ" বা "স্থিতধী"। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে গীতা বল্‌ছেন—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥" (২—৫৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, লোভ-ভয়-ক্রোধ-হীন মুনি বা মননশীল জ্ঞানীই স্থিতপ্রজ্ঞ।"

একটী সুন্দর উপমা দিয়ে গীতা একটী ব্যাখ্যা করছেন—

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥" (২—৭০)

অর্থাৎ, অসংখ্য নদ-নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিলেও সমুদ্র স্বয়ং উচ্ছ্বসিত বা চঞ্চল হয়ে উঠে না। একই ভাবে, রূপরসাদি পার্থিব ভোগ্যবস্তু ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষে প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যায়, তাঁকে বিচলিত কর্‌তে পারে না।

এরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষ পৃথিবীর সর্বত্রই সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই দর্শন ও উপলব্ধি করেন। জগতে বাস করেও তিনি জগৎকে পার্থিব ভোগের বস্তু বলে কদাপি মনে কর্‌তে পারেন না, কারণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁর কাছে ব্রহ্মসত্তাময়। সেজন্য শুক্লযজুর্বেদ (১৪—১,) এবং ঈশোপনিষৎ (১,) বল্‌ছেন—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"

"জগতের সমস্ত চঞ্চল, চঞ্চলশীল বিষয়কে ঈশ্বরের দ্বারাই আচ্ছাদিত করতে হবে; ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর, কারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করো না।"

এই ত্যাগের দ্বারা ভোগের আদর্শ ভারতের আদর্শ, ভারতেরই একান্ত নিজস্ব। একপক্ষে, সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অরণ্যে বাস বা সন্ন্যাস অবলম্বন; অন্যপক্ষে, সম্পূর্ণ সাধারণ গৃহি-জীবন যাপন—এই হচ্ছে অন্যান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতবাদের কথা। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য জীবন, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে একটী সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে—যা' অন্যত্র বিরল। সেজন্য ভারতীয় দর্শনে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের অপূর্ব সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে "জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়"বাদের। এই মতবাদই বিশেষ করে গীতা ও ঈশোপনিষৎ প্রচার করেছেন। এর অর্থ হল এই যে, নিষ্কাম কর্ম-সাধনের পথে যে আত্মবিদ্ পরমপদ (গীতা ২—৫১), পরমা শান্তি (২—৭১), ব্রাহ্মী স্থিতি (২—৭২) লাভ করেন, তাঁর অবশ্য আর কোনো কর্তব্য কর্ম নেই—

"আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে" (গীতা ৩—১৭)। কিন্তু, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য, জনহিতের জন্য, তিনি সর্বদাই আসক্তিশূন্যভাবে কর্মে রত থাকেন।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর॥" (গীতা ৩—১৯)

ঈশোপনিষৎ আরো স্পষ্ট করে বল্‌ছেন :—

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥" (১)

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥" (৯)

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥" (১১)

অর্থাৎ কেবল কর্ম করেই মনুষ্য শত বৎসর জীবিত থাকতে ইচ্ছা করুক, কিন্তু এই কর্ম হতে হবে সম্পূর্ণ নিষ্কাম। যাঁরা কেবল অবিদ্যা বা কর্মের অনুসরণ করেন, তাঁরা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন; আর যাঁরা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁরা ততোধিক গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যারা কর্ম ও জ্ঞানকে পৃথক্ করেন না, তাঁরা কর্মের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে, জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মসাধন নানাবিধ নৈতিক সাধনের সমাহার। তা'র মধ্যে "পঞ্চমহাব্রত" প্রধান;—অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাসাধন। এর প্রত্যেকটীরই দুটী দিক —negative বা নিষেধমূলক, ও positive বা বিধিমূলক। নিষেধে আরম্ভ, বিধিতে শেষ; যেমন, "অহিংসা" বল্‌তে প্রথমে বোঝায় হিংসার অভাবই মাত্র, কিন্তু পরে অহিংসা পরসেবারূপ ভাবরূপে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। একই ভাবে, "সত্যের" অর্থ প্রথমে অসত্যভাষণ থেকে বিরতি, পরে সর্বকালে, সর্ব অবস্থায়, জীবনবিনিময়েও সত্যভাষণ। "ব্রহ্মচর্য" কেবল দৈহিক ভোগেচ্ছা দমন করাই নয়, সেই সঙ্গে আত্মিক, পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষার অনুশীলন;—কেবল জীবনের নিম্নদিকের পরিবর্জন নয়, উচ্চদিকেরও পরিবর্ধন।

এইরূপে, ভারতীয় দর্শনে কর্মযোগের স্থান অতি উচ্চে। এই সেই পথ, যাকে কঠোপনিষৎ বলেছেন:—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ" (৩—১৪),

শাণিত ক্ষুরের ধারার মত দুর্গম পথ, তাই হল মুক্তির পথ। এই নীতির, নিষ্কাম কর্মের পথ ছাড়া অন্য পথ নেই। সেজন্য ভারতীয় দর্শন যে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির জনক ও পরিপালক—একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শ্রুতি বলেছেন—

"কলিঃ শয়ানো ভবতি, সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি, কৃতং সংপদ্যতে চরন্।
চরৈবেতি চরৈবেতি।"

"নিদ্রাই কলিকাল, জাগরণই দ্বাপর, দণ্ডায়মান হলেই ত্রেতা ও চলতে আরম্ভ করলেই সত্যযুগ। অতএব কেবল চল্‌তেই থাক, কেবল চল্‌তেই থাক।"

চলার—অন্ধভাবে, বিভ্রান্তভাবে নয়—কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে, নিরাসক্তির সঙ্গে চলার এই সত্যযুগই ভারতের তথা গীতার শাশ্বত আদর্শ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিযোগ

অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

আমাদের চতুর্দ্দিকে আমরা পৃথিবীকে দেখি, পৃথিবীস্থ জীবমণ্ডলীও দেখি; আর উর্দ্ধে দেখি গ্রহ-নক্ষত্রাদি। ইহাই আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ। পণ্ডিতগণ এবং শাস্ত্র আর একটী বস্তুর কথা বলেন; এই বস্তুটী আমরা দেখিতে পাই না; এই বস্তুর নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না এবং থাকিলে সেই সম্বন্ধটীর স্বরূপ কি, তাহাই দার্শনিক পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের বিষয়।

ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের যে একটা সম্বন্ধ আছে, এসম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই; কিন্তু এই সম্বন্ধের স্বরূপসম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিত-দিগের বিভিন্ন মত। এইরূপ মতভেদ হইতে ভারতবর্ষে কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার চরণানুগত গোস্বামিপাদগণ—বিশেষতঃ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ—অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ নামক একটী অভিনব মতবাদের প্রচার করিয়াছেন; ইহাই বোধ হয় সর্ব্বশেষ দার্শনিক মতবাদ।

শ্রীজীবগোস্বামি-প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে; এই হিসাবে তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদটী বাঙ্গালার একটী গৌরবের বস্তু। আবার পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদপ্রচারক আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন দক্ষিণ ভারতে, উত্তর ভারতের কোনও মতবাদ পূর্ব্বে ছিল না; বাঙ্গালার এই মতবাদটীকে সমগ্র উত্তর ভারতের সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক মতবাদও বলা যায়; এই হিসাবে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতবাদটীকে সমগ্র উত্তর ভারতের গৌরবের বস্তু বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

যাহা হউক, ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্বন্ধবিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের মূল ভিত্তি হইল প্রস্থানত্রয়—শ্রুতিপ্রস্থান বা উপনিষৎ, ন্যায়প্রস্থান বা ব্রহ্মসূত্র এবং স্মৃতিপ্রস্থান বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এই প্রস্থানত্রয় কিন্তু পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে; ব্রহ্মসূত্রে বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়সাধনের প্রয়াস, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেছে সর্ব্বোপনিষৎসার; সুতরাং তিনটী প্রস্থানই বস্তুতঃ একই শ্রুতির কথাই প্রকাশ করিতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্বোপনিষৎসার বলিয়া ইহার অবশ্য একটা বিশেষ মূল্য আছে।

যাহা হউক, গীতার উক্তির আলোকে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে গীতার মতে জীব কি বস্তু, জগৎ কি বস্তু এবং ব্রহ্মই বা কি বস্তু—তাহা আগে জানা দরকার। এসকল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ **জীবতত্ত্ব**। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষাদি সকলকেই আমরা জীব বলিয়া মনে করি; ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ দেহ আছে; এই দেহের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দেহটী থাকে জীবিত বা চেতনাময়; মৃত্যুর পরে সেই দেহই হইয়া পড়ে চেতনাহীন। ইহা হইতে বুঝা যায়, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেহের মধ্যে এমন একটী বস্তু থাকে, যাহার প্রভাবে দেহটী চেতনাময় হয় এবং মৃত্যুর পরে দেহে সেই বস্তুটী থাকে না বলিয়া দেহটী তখন চেতনাহীন হইয়া পড়ে। যে বস্তুটীর উপস্থিতিতে দেহটী চেতনাময় থাকে এবং যাহার অনুপস্থিতিতে দেহটী চেতনাহীন হইয়া পড়ে, সেই বস্তুটীই বাস্তবিক জীব বা জীবস্বরূপ; ইহাকে জীবাত্মা বলে এবং দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকে বলিয়া তাহাকে দেহীও বলে। এই জীবাত্মা বা দেহীর তত্ত্বই আমাদের আলোচ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুর পরিচয় হয় তাহার স্বরূপ লক্ষণে এবং তটস্থ লক্ষণে। জীবের স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণ সম্বন্ধে গীতার উক্তি কি, তাহাই দেখিতে হইবে।

জীবের তটস্থ লক্ষণ সম্বন্ধে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—দেহী অবিনাশী (১৭শ শ্লোক); ইহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, দেহ হত হইলেও দেহী হত হয় না (২০শ শ্লোক); দেহী অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্ব্বগত (দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি সর্ব্বদেহগত), (অতি সূক্ষ্ম বলিয়া) অব্যক্ত, (অতি সূক্ষ্মত্ব সত্ত্বেও সর্ব্বদেহে ইহার চৈতন্য ব্যাপ্ত হয় বলিয়া) অচিন্ত্য, ইহা অবিকারী (২৪-২৫শ শ্লোক), ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গে দেহের ধর্ম্মও কথিত হইয়াছে; দেহের জন্ম আছে মৃত্যু আছে (১২শ শ্লোক); কৌমার, যৌবন ও জরা আছে (১৩শ শ্লোক, সুতরাং দেহ বিকারী), ইহা অবিনাশী নহে, বিনাশী (১৮শ শ্লোক), ইহা হত হইতে পারে (২০শ শ্লোক); দেহকে শস্ত্র ছেদন করিতে পারে, অগ্নি দাহ করিতে পারে, জল আর্দ্র করিতে পারে, বায়ু শোষণ করিতে পারে (সুতরাং দেহ অচ্ছেদ্য নয়, অদাহ্য নয়, অক্লেদ্য নয়, অশোষ্য নয়—২৪শ শ্লোকের ধ্বনি); ইত্যাদি।

এইরূপে জানা গেল, দেহীর ধর্ম্ম দেহে নাই, দেহের ধর্ম্মও দেহীতে নাই। বস্তুর ধর্ম্ম বা তটস্থ লক্ষণ তাহার স্বরূপ লক্ষণেরই অনুগত; চিনি এবং লবণ দেখিতে প্রায় একরূপ হইলেও চিনি মিষ্ট হয়, লবণ মিষ্ট হয় না; চিনি ও লবণের স্বরূপ-লক্ষণের পার্থক্যই ইহার হেতু। তদ্রূপ দেহ ও দেহীর স্বরূপ লক্ষণের পার্থক্যই তাহাদের তটস্থ লক্ষণের পার্থক্যের হেতু।

দেহীর স্বরূপ লক্ষণসম্বন্ধে গীতা কি বলেন, তাহাই প্রথমে দেখিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পরিচ্ছেদে "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এক রকম শক্তির কথা বলিয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী পঞ্চম শ্লোকে অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—যে শক্তির কথা বলা হইল, তাহা হইতেছে আমার "অপরা" শক্তি; ইহা অপেক্ষা "পরা" আমার অন্য একটী শক্তি আছে, তাহার কথা শুন; এই "পরা" শক্তিটী হইতেছে "জীবভূতা শক্তি (জীবশক্তি)", যাহা দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়া আছে অর্থাৎ যাহার চেতনায় এই জগৎ স্বভোগার্থ চেতনকে গ্রহণ করিয়াছে: ("যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ চেতনং ধার্য্যতে স্বভোগার্থং গৃহ্যতে"—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭।৫॥"

"ভূমিরাপো" ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকে যে শক্তিটীর কথা বলা হইয়াছে, সে শক্তিটীকে বলা হইল "অপরা"; আর "অপরেয়মিত্যাদি" পঞ্চম শ্লোকে যে জীবশক্তিটীর কথা বলা হইয়াছে, সেই শক্তিটীকে বলা হইল "পরা"। ইহাতে বুঝা যায়, এই শক্তি দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবা। যাহা "পরা" নহে, তাহাই "অপরা"। কিন্তু এস্থলে "পরা"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—"ইয়ং প্রকৃতির্বহিরঙ্গা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাশক্তিং জীবভূতাং পরামুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ।" অর্থাৎ জীবশক্তি (যাহার অপর নাম তটস্থা শক্তি, তাহা) হইতেছে চৈতন্যময়ী শক্তি; আর পূর্ব্বশ্লোকে যে শক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—এই মায়াশক্তি জড় বলিয়া অপরা বা অনুৎকৃষ্টা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্মও এইরূপই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে জীবসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জড়ো ন বিকারী॥১৯॥"" আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্। আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥"—এই শ্রীমদ্‌ভাগবতের (৩।২৬।১৯) শ্লোকের টীকায় "বীর্য্যং" শব্দের অর্থে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"জীবশক্ত্যাখ্যং চৈতন্যম্", শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিম্" এবং শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"চিচ্ছক্তিম্।" এইরূপে জানা গেল জীবশক্তি চৈতন্যস্বরূপ, চিদ্রূপা শক্তি। সময় সময় ইহাকে কেহ কেহ চিচ্ছক্তিও বলেন; কিন্তু ইহা স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—গীতার ৭।৫ শ্লোকে যে জীবশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা চিদ্রূপা; ইহা জড়ও নয়, সুতরাং বিকারীও নয়। আর তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৪ শ্লোকে যে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জড়রূপা; জড় হইল চিদ্‌বিরোধী—অচিৎ; আর চিৎ হইল জড় বিরোধী—'অজড়', চিৎ হইল চৈতন্যময়, আর জড় হইল চৈতন্যহীন; তাই জড় অপেক্ষা চিৎ হইল উৎকৃষ্ট এবং এজন্যই চিদ্রূপা জীবশক্তি হইল জড়রূপা মায়াশক্তি হইতে উৎকৃষ্টা।

এইরূপে গীতাবাক্য হইতে জানা গেল—জীব হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, চিদ্রূপা শক্তি; ইহাই জীবের স্বরূপ লক্ষণ।

জগতের তত্ত্ব। এক্ষণে দেখা যাউক, জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে গীতা কি বলেন।

আমরা জগতে এই কয়টী জিনিস দেখিতে পাই—ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এসমস্তের বিকারস্বরূপ জীবদেহ। গীতার ৭।৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥—ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আট ভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত।" চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—এই শ্লোকে ভূম্যাদি শব্দসমূহদ্বারা পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম), এবং পঞ্চ সূক্ষ্মভূত (রূপ-রস-গন্ধ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শ-শব্দ). বুঝাইতেছে; অহঙ্কার শব্দে তৎকার্যভূত ইন্দ্রিয়বর্গকে বুঝাইতেছে এবং তাহাদের কারণভূত মহত্তত্ত্বকেও বুঝাইতেছে। আর প্রকৃতি-শব্দে বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকে বুঝাইতেছে।

পরবর্ত্তী ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণী-ত্যুপধারয়। ৭।৬॥"—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীর কারণই হইল উক্ত শক্তিদ্বয়—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং চিদ্রূপা জীবশক্তি। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যে জড়রূপা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এইরূপে গীতা হইতে জানা গেল—জড়-জগতের কারণ হইল শ্রীকৃষ্ণের জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।

তাহা হইলে ইহাই পাওয়া গেল যে, এই জড়-জগৎ হইল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা শক্তি এবং এই শক্তি জড়রূপা। ইহাই জগতের স্বরূপ লক্ষণ।

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে—জড়া প্রকৃতি হইতে এই অনন্তবৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না; ইহা কোনও চেতনাময়ী শক্তিরই কার্য্য। বস্তুতঃ তাহাই সত্য। অগ্নির শক্তিতে যেমন লৌহও দাহিকা শক্তি লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবানের কোনও এক চিদ্রূপা শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই জড়া প্রকৃতি জগতের সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়; মূল কারণ ভগবানই। এ সম্বন্ধে এ স্থলে বিস্তৃত আলোচনা দিতে গেলে প্রবন্ধ-কলেবর অনেক বর্দ্ধিত হইবে। পরবর্ত্তী ব্রহ্ম-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় গীতাবাক্য হইতে যাহা পাওয়া গেল, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই—জীব এবং জগৎ উভয়েই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু? ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁহারই বা কি সম্বন্ধ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মতত্ত্ব। শ্রুতি বলেন—"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ॥ প্রশ্নোপনিষৎ॥ ৫।২॥—হে সত্যকাম! যাহা ওঙ্কার (প্রণব) বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম।"

মাণ্ডুক্য উপনিষৎ বলেন—"ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব॥ ১॥—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ "ওম্" এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই।"

"সর্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম॥ ২॥—এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম; এই আত্মাও ব্রহ্ম।"

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষঃ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ ৬॥—ইনি (এই ওঙ্কার) সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি যোনি (সমস্তের কারণ); ইনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান।"

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্॥ ১।৮॥—ওঙ্কারই ব্রহ্ম। ওঙ্কারই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ॥"

কঠোপনিষৎ বলেন—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥২।১৫॥

নচিকেতা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই ব্রহ্মই ওঙ্কার।"

উল্লিখিত এবং অন্যান্য শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—ওঙ্কার বা প্রণবই ব্রহ্ম; প্রণবই সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা, প্রণবই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী; প্রণবই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য।

গীতাবাক্য হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ। গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ৯।১৭-১৮॥—আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; আমিই জ্ঞেয় পবিত্র ওঙ্কার এবং ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ। আমিই গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, ; আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, স্থিতিকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা; আমিই অবিনাশী বীজ।" দশম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকেও (অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে) শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়াছেন। আবার অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন—"ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। ১১।২॥" "পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য। ১১।৪৩॥"

উল্লিখিত ৯।১৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন, তিনি "ওঙ্কার"; অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন, তিনিই প্রণব। "প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু। ৭।৮॥"; আবার অর্জ্জুনও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম। ১০।১২॥"

তিনি যে অন্তর্য্যামী, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—। "অহমাত্মা গুড়াকেশ। ১০।২০॥"; "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। ১৫।১৫॥"

তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহাও গীতা হইতে জানা যায়। "তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি। ৪।৫॥"; "বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি। ৭।২৬॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিই যে সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, তাহাও গীতা হইতে জানা যায়। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ। ১৫।১৫ ॥"

এ-সমস্ত গীতাবাক্য হইতে জানা গেল, শ্রুতি যাঁহাকে ওঙ্কার, প্রণব বা ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। তিনি সর্ব্ববেদের একমাত্র বেদ্য। একথা শ্রুতিও স্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন।

"ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।

নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥—গোপালতাপনীশ্রুতি"। শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম গোপাল; গোপালতাপনীশ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণপূজার মন্ত্রে তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। "ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ ॥ উত্তরতাপনী। ৯৪ ॥"

প্রশ্ন হইতে পারে, গীতায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের "মানুষরূপ (১১।৫১ শ্লোক)"; তিনি অর্জ্জুনের রথে বসিয়া সারথিত্বও করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি হইলেন পরিচ্ছিন্ন; তিনি কিরূপে সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম হইতে পারেন?

উত্তরে বলা যায়, পূর্ব্বোল্লিখিত যে শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণকে "ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ" বলিয়াছেন, সেই শ্রুতিই তাঁহাকে "দ্বিভুজ" বলিয়াছেন।

"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।

দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ পূর্ব্বতাপনী। ২।১ ॥"

এই শ্রুতির অনুরূপভাবে বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন—

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্ ॥ ৪।১১।২ ॥" যখন তাঁহাকে নরাকৃতি বলিয়াও শ্রুতি পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, নরাকৃতিতে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ তিনি অপরিচ্ছিন্ন, ব্যাপক; ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাপকত্ব হইল তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম; কোনও বস্তুই কোনও সময়ে তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণেরই ব্যাপকত্বের কথাও গীতার একাধিক শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৯।৪॥
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ১০।৪২॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। ১৫।১৫॥" ইত্যাদি।

এ সমস্তই পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কথা বেদান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। "আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ হি। ২।১।২৮॥" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলেন—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুরিতি॥"

কিন্তু যাঁহারা মায়ামুগ্ধতা বশতঃ তাঁহার তত্ত্ব জানেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে করেন; একথা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১॥"

তাঁহার তত্ত্বসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিও মনে করেন, প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই মায়িক দেহে বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদিগকেও বুদ্ধিহীন বলিয়াছেন।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ৭।২৪॥"

তাহাকে চিনিতে না পারার হেতু সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫॥"।

তিনি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত বলিয়াই তাঁহাকে সকলে জানিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিবার একমাত্র উপায় হইতেছে ভক্তি।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। গীতা ১৮।৫৫॥"

তাঁহাকে তত্ত্বতঃ দর্শন করিবার উপায়ও হইতেছে অনন্যা ভক্তি।

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ গীতা ১১।৫৪॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। ৭।২৫॥" শ্লোকোক্ত "যোগমায়ার" স্বরূপ বিচার করিলেই ইহার হেতু জানা যাইবে। এই যোগমায়া কি?

পূর্ব্বে এক মায়ার কথা পাওয়া গিয়াছে; সেই মায়া হইতেছে "বহিরঙ্গা মায়া।" এই বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে ত্রিগুণময়ী—সত্ত্বরজস্তম-আত্মিকা। কিন্তু এই ত্রিগুণময় ভাব—সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ-ও—যে শ্রীকৃষ্ণকে সমাবৃত করিতে পারে না, তাহা শ্রীকৃষ্ণই গীতাতে বলিয়াছেন।

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭।১২॥" যোগমায়া কিন্তু তাঁহাকে সমাবৃত করিয়াছেন; সুতরাং যোগমায়া ও বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এক নহে। বহিরঙ্গা মায়া জড় বলিয়া সচ্চিদানন্দব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শও করিতে পারে না; কিন্তু যোগমায়া তাঁহাকে সমাবৃত করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং যোগমায়া যে অজড় বা জড়বিরোধী একটা বস্তু—চিদানন্দঘন পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়া, সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া চিদ্রূপ একটা বস্তু—তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা চিন্মহাবস্তু পরব্রহ্মের একটী স্বাভাবিকী শক্তি, যাহাকে শ্রুতি "পরাশক্তি" বলিয়াছেন। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। ৮।৩।৮" এই শক্তিটী ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে স্বরূপ শক্তিও বলে, অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে এবং চিচ্ছক্তিও বলে। কিন্তু ইহা চিচ্ছক্তি হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বোল্লিখিত চিজ্রূপা জীবশক্তি নহে; যে হেতু, জীব বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা মোহিত হয় এবং নিজের শক্তিতে এই বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকে অপসারিত করিতে পারে না।

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা ৭।১৩—১৪॥"

কিন্তু এই চিচ্ছক্তিকে বহিরঙ্গা মায়া কবলিত করিতে পারে না, বরং এই চিচ্ছক্তিই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে—আলোক যেমন অন্ধকারকে অপসারিত করে, তদ্রূপ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকোক্ত "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। বৈদিক গায়ত্রীর "ভর্গো দেবস্য ধীমহি" বাক্যও তাহাই প্রকাশ করিতেছে। সেই দেবের ভর্গঃ বা তেজের ধ্যান করি। তেজ না বলিয়া ভর্গঃ কেন বলা হইল, শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে তাঁহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ভ্রস্জ্ ধাতু হইতে ভর্গস্ শব্দ নিষ্পন্ন (ভ্রস্জ+অসুক্); ভ্রস্জ্ ধাতুর অর্থ ভাজা; খোলাতে যেমন ধান ভাজা হয়; যে ধান ভাজা হয়, তাহা অঙ্কুরিত হয় না; সেই দেবের যেই তেজঃ এই ভাবে ভাজিয়া দিতে পারে, তাহাই ভর্গঃ; কাহাকে ভাজিবে? অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যকে। "ভর্গঃ অবিদ্যাতৎকার্যয়োর্ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ।" এই তেজই ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। এজন্যই শ্রীমদ্‌ভাগবতের "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্"—বাক্যের অর্থে বলা হইয়াছে—স্বেন ধাম্না তেজসা স্বরূপশক্ত্যা।

পরব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ জানাও যায় এই স্বরূপশক্তির কৃপায়। অনন্যা ভক্তির অনুষ্ঠানেই স্বরূপশক্তির কৃপা লাভ করা যায়; কারণ, ভক্তি হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপশক্তিরই বিলাস বিশেষ। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি।" যোগমায়াও এই স্বরূপ-শক্তিই।

পূর্ব্বে বহিরঙ্গা মায়া শক্তির এবং চিদ্রূপা জীবশক্তির কথা জানা গিয়াছে। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য" বাক্যে স্বরূপশক্তিরও পরিচয় পাওয়া গেল। বিষ্ণুপুরাণেও এই তিন শক্তির কথা জানা যায়।

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৬।৭।৬১॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি নাম॥"

গীতাতে ভগবদ্ধামের কথা পাওয়া যায়; সেই ধাম প্রাকৃত চন্দ্র-সূর্য্যাদির দ্বারা যে প্রকাশিত হয় না, তাহাও জানা যায়।

"ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ১৫।৬॥"

মায়া মুক্ত হইলেই জীব এই ধামে যাইতে পারে; সুতরাং এই ধামটী যে মায়াতীত, তাহাই বুঝা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই এই ধাম। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। স্বে মহিম্নীতি। শ্রুতি॥—সেই ভগবান্ কোথায় থাকেন? নিজের মহিমায়।" নিজের মহিমা বলিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির মহিমাকেই বুঝাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গও তাঁহারই স্বরূপশক্তির মূর্ত্ত রূপ। গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে রুক্মিণী, ব্রজস্ত্রী প্রভৃতি পরিকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, তাহাও দেখা যায়।" কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিঃ রুক্মিণী। ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতঃ শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ॥ উত্তর তাপনী। ৫৭॥" এস্থলে মূলপ্রকৃতিশব্দে মূলশক্তি বা স্বরূপশক্তিকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝাইতেছে; প্রপঞ্চাতীত ভগবদ্ধামে জড় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—স্বরূপতঃ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইল পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, জীব হইল স্বরূপতঃ তাহার চিদ্রূপা জীবশক্তি এবং ভগবদ্ধাম ও ভগবৎ পরিকরাদি হইল স্বরূপতঃ তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি; সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের সহিত যে সম্বন্ধ, জীব, জগৎ এবং ভগবদ্ধামাদির সহিতও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্বন্ধ। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধের স্বরূপটী কি?

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধ

শক্তি আগন্তুকীও হইতে পারে, স্বাভাবিকীও হইতে পারে। অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তি হইল লৌহে আগন্তুকী শক্তি; লৌহকে অগ্নিতে স্থাপিত করার পূর্ব্বে ইহা থাকে না, অগ্নি হইতে অপসারিত করিয়া শীতল করিলেও লৌহে তাহা থাকে না; বস্তুতঃ সাময়িকভাবে যে শক্তি কোনও বস্তুতে সঞ্চারিত হয়, তাহাকে সেই বস্তুর শক্তিও বলা হয় না; অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তিকে বাস্তবিক লৌহের দাহিকা শক্তি বলা হয় না। আর যে শক্তি নিত্যই শক্তিমানে অবস্থিত থাকে, তাহাকে বলে স্বাভাবিকী শক্তি; যেমন, দাহিকা শক্তি হইতেছে অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি; গন্ধ হইতেছে কস্তুরীর স্বাভাবিকী শক্তি। স্বাভাবিকী শক্তির বিশেষত্ব হইল শক্তিমান্ হইতে তাহার অবিচ্ছেদ্যত্ব। শক্তিমান্ হইতে শক্তির অবিচ্ছেদ্যত্বই হইল শক্তিমানের শক্তির পরিচায়ক। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।৮৪—॥" কস্তুরীর গন্ধকে কস্তুরী হইতে পৃথক্ করা যায় না, শত চেষ্টাতেও অগ্নি হইতে অগ্নির দাহিকা শক্তিকে পৃথক্ করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় না। কোনও কোনও স্থলে অগ্নিস্তম্ভনের কথা শুনা যায়; অগ্নিতে নাকি মহৌষধ বিশেষ প্রক্ষিপ্ত করিলে অগ্নির ঔজ্জ্বল্যাদি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও দাহিকাশক্তি প্রকাশ পায় না। এস্থলে মহৌষধের প্রভাবে অগ্নির দাহিকা শক্তিটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সুতরাং দাহিকা শক্তিটী অগ্নি হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, পৃথক্ ভাবেই নষ্ট হইয়াছে—এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে; মহৌষধের প্রভাবে দাহিকা শক্তিটী স্তম্ভিত হইয়াছে মাত্র, প্রকাশ পাইতে পারে নাই; স্তম্ভিত অবস্থায় তাহা অগ্নিতেই আছে।

যাহা হউক, শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়া শক্তি এবং শক্তিমান্—এই উভয়ে মিলিয়াই এক বস্তু। বস্তুটী হইল বিশেষ্য, আর শক্তি হইল বস্তুর বিশেষণ। বিশেষ্য এবং বিশেষণ মিলিয়াই হইল বস্তুটী।

গীতাতে আমরা ব্রহ্মের শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ব্রহ্মের এই শক্তি হইল স্বাভাবিকী, আগন্তুকী নয়। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির কথা স্পষ্টভাবেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দৃষ্ট হয়। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"

ব্রহ্ম হইলেন আনন্দস্বরূপ; ব্রহ্মের আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর স্বাভাবিকী (অবিচ্ছেদ্যা) শক্তি হইল তাহার বিশেষণ। ব্রহ্ম হইলেন শক্তিমান্ আনন্দ; শক্তি এবং আনন্দ এই উভয়ের অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলনে ব্রহ্ম একটীমাত্র বস্তু। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, শক্তিকে যদি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ই না করা যায়, তাহা হইলে পৃথক্‌ভাবে শক্তিকে স্বীকার করারই বা কি প্রয়োজন? কেবল বস্তু বলিলেই তো চলিতে পারে? শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনী নামক গ্রন্থে এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন। "বস্তুতোঽত্যন্তাব্যতিরেকেণ তস্য নিরূপ্যত্বাভাবান্ন ততঃ পৃথক্ত্বমস্তীত্যভিপ্রায়েণৈব তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্ত্বেবাস্ত—কা তত্র শক্তির্নাম (৩৬ পৃষ্ঠা, সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ)।" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব বলেন—"ইতি তু ন বেদান্তিনাং মতম্। সত্যপি বস্তুনি মন্ত্রাদিনা শক্তিস্তম্ভাদিদর্শনাৎ, যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ। সর্ব্বসম্বাদিনী। ৩৬ পৃঃ।—ইহা বেদান্তীদের মত নহে। মন্ত্রাদির প্রভাবে কোনও বস্তুর শক্তিমাত্র স্তম্ভিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু বস্তুটী থাকে; সুতরাং শক্তির পৃথক্ নাম না থাকা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।" অগ্নিস্তম্ভনের ব্যাপারে শক্তির অনুভবের অভাব হইলেও শক্তিমান্ অগ্নির অনুভব হয়। সুতরাং অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তিকে পৃথক্ নামে অভিহিত করাই সঙ্গত।

একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জড়জগৎ ব্রহ্মের মায়াশক্তি, জীব তাঁহার জীবশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছেদ্য হইলে ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

উত্তরে বলা যায়, জগদাদি শক্তিমদ্‌বিরহিত কেবল শক্তি নয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "পরম্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ। ১১।২২।৭॥" ইত্যাদি শ্লোকপ্রমাণ বলে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে শক্তি ও শক্তিমান্—এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ প্রমাণ করিয়াছেন (পরমাত্মসন্দর্ভ। ৩৪)। তদনুসারে জানা যায়—ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি এই তিনটী শক্তির প্রত্যেকটীর সঙ্গেই ব্রহ্মের পরস্পরানুপ্রবেশ আছে। এইরূপে সর্ব্বত্রই শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজিত। "নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥ শ্রীভাগবত ১০।১৫।৩৫॥,

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।

অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥ শ্রীভাগবত ১০।৪৬।৩১॥,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ গীতা ১০।৪২॥" ইত্যাদি প্রমাণবলে মায়াশক্তিতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা জানা যায়।

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে যদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ শ্রীভাগবত ১।১১।৩৯॥
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ গীতা ৯।৪-৫॥"—

ইত্যাদি প্রমাণবলে ইহাও জানা যায় যে, মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও ব্রহ্ম মায়াদ্বারা অস্পৃষ্টই থাকেন। জীবসম্বন্ধেও শ্রীজীব বলেন—জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব। শ্রীমদ্ভাগবতের বেদস্তুতির

"স্বকৃতপুরেষমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥ ১০।৮৭।২০॥"

শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (৩১) বলিয়াছেন—"অংশকৃতমিত্যর্থঃ অখিলশক্তিধৃতঃ সর্বশক্তিধরস্য ইতি বিশেষণং জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশঃ।" এই প্রমাণবলে জানা যায়—জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব বা জীবাত্মা। শ্রীমদ্ভাগবতের

"পরম্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্॥ ১১।২২।৭॥"-

শ্লোকের প্রমাণেও শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সর্বেষামেব তত্ত্বানাং পরম্পরানুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রেতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাত্মসন্দর্ভ। ৩৪॥" এই উক্তি হইতে জানা যায়—শক্তিমান্ পরমাত্মাতে জীবশক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এই অনুপ্রবেশ বশতঃই ভগবান্ জীবশক্তিবিশিষ্ট হইয়াছেন এবং এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। গীতা।১৫।৭॥" আর, ব্রহ্মের আনন্দ ও স্বরূপশক্তি এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট বস্তুর বিকাশই অনন্ত ভগবদ্ধামাদি।

এস্থলে বলা প্রয়োজন, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্মেও স্বরূপশক্তি আছে, তবে সেস্থলে স্বরূপশক্তি ক্রিয়াহীনা বা স্তম্ভিতা। তদ্রূপ, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট কৃষ্ণেও তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ক্রিয়াহীনা; এজন্য জীবে বা মায়িক বস্তুতে স্বরূপশক্তির অভাব। প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাদি দেওয়া হইল না।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদই বর্তমান, না কি অভেদই বর্তমান?

কস্তুরীর দৃষ্টান্ত ধরিয়াই আলোচনা করা যাউক। কস্তুরীর গন্ধকে কস্তুরী হইতে পৃথক্ করা যায় না বলিয়া মনে হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদই নাই। আবার ইহাও দেখা যায়, যেস্থলে কস্তুরী দৃষ্টিগোচরে নহে, কিঞ্চিদ্দূরে অলক্ষিতভাবে আছে, সেস্থলেও কস্তুরীর গন্ধ অনুভূত হয়। এইরূপে কস্তুরীর বহির্দ্দেশেও যখন কস্তুরীর গন্ধ অনুভূত হয়, তখন তাহারা যে একেবারে অভিন্ন, তাহাও মনে করা চলে না। আবার কস্তুরীর বহির্দ্দেশে তাহার গন্ধ অনুভূত হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে করা যায় না। কারণ, ভেদ আছে মনে করিতে গেলে কস্তুরী ও তাহার গন্ধকে দুইটী পৃথক্ বস্তু মনে করিতে হয়, যেমন জলের অম্লজান ও উদকজান। পৃথক্ মনে করিলে, কস্তুরী ও তাহার গন্ধকে—জলের অম্লজান ও উদকজানের ন্যায়—সগন্ধ কস্তুরীর দুইটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাদান মনে করিতে হয়। উপাদান মনে করিলে, গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কস্তুরীর ওজন কমিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, তাহাতে কস্তুরীর ওজন কমে না (২।৩।২৬-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য)। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে করা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—কস্তুরী এবং তাহার গন্ধের মধ্যে ভেদ-মনন যেমন দুষ্কর, অভেদ-মননও তেমনি দুষ্কর।

এ বিষয়ে শ্রীজীবগোস্বামীও উক্তরূপ দুষ্করত্বের কথাই বলেন; তিনি বলেন, শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয়; আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়; তাই শক্তি ও শক্তিমানের যুগপৎ ভেদ এবং অভেদই স্বীকার করিতে হয় এবং এই ভেদাভেদ যে অচিন্ত্য, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। "তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি। সর্ব্বসম্বাদিনী। ৩৬-৩৭ পৃঃ।"

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ চিন্তা করা কেন অসম্ভব, তাহাও শ্রীজীব বলিয়াছেন।

কেবল অভেদ-মননে যে দোষ জন্মে, সর্ব্ব-প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকের (৬।৮৭ শ্লোকের) উক্তির আলোচনা করিয়া শ্রীজীব তাহা দেখাইয়াছেন। এই শ্লোকে মৈত্রেয় পরাশরকে বলিয়াছেন—"গুরুদেব! আপনার নিকট আমি ঈশ্বরের চতুর্ব্বিধ রূপের কথা অবগত হইলাম; সেই চতুর্ব্বিধ রূপ হইতেছে এই—পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিশ্বরূপ এবং লীলামূর্ত্তি। ইত্যাদি।" এস্থলে চতুর্ব্বিধরূপে পরতত্ত্ব-বস্তুর স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। শক্তির প্রভাবেই পরতত্ত্ব-বস্তুর এই চতুর্ব্বিধ বৈচিত্র্য। শক্তিকে যদি শক্তিমান হইতে আত্যন্তিক ভাবে অভিন্ন মনে করা হয়, তাহা হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত চতুর্ব্বিধ রূপের মধ্যেও আত্যন্তিক অভেদ মনে করিতে হইবে, অর্থাৎ উক্ত চতুর্ব্বিধরূপ-সূচক শব্দচতুষ্টয়কে একার্থবোধক মনে করিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে একার্থবোধক চারিটী শব্দ প্রয়োগের কোনও সার্থকতা থাকে না; পুনরুক্তিদোষ আসিয়া পড়ে; কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে পুনরুক্তিদোষ স্বীকার করা যায় না।

ইহার পরে শ্রীজীব শ্রুতিবাক্যেরও আলোচনা করিয়াছেন। "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম॥ বৃ. আ. ৩।৯।২৯॥—ব্রহ্ম বিজ্ঞান এবং আনন্দ।" বিজ্ঞান-শব্দে জড়বিরোধিত্ব এবং আনন্দ-শব্দে দুঃখ-বিরোধিত্ব বুঝায়। শ্রুতি-বাক্যটীর তাৎপর্য্য হইল এই—ব্রহ্মবস্তু হইলেন বিজ্ঞান (জড়বিরোধী—অজড়, চিন্ময়) এবং আনন্দ বা সুখ (দুঃখবিরোধী—তাঁহাতে দুঃখের ছায়াও নাই)। এই দুইটী তাঁহার গুণ বা ধর্ম্ম—স্বরূপশক্তির ক্রিয়ায় উদ্ভূত। শক্তি ও শক্তিমানের আত্যন্তিক অভেদ মনে করিতে গেলে এই দুইটী শব্দের ব্যঞ্জনাতেও আত্যন্তিক অভেদ—অর্থাৎ এই দুইটী শব্দকেও সম্যক্‌রূপে একার্থবোধক মনে করিতে হয়। তাহাতেও পুনরুক্তিদোষ অনিবার্য্য; কিন্তু শ্রুতিতে এইরূপ পুনরুক্তিদোষ স্বীকার করা যায় না।

এইরূপে শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—শক্তি ও শক্তিমানে অত্যন্ত অভেদ আছে মনে করিতে গেলে অপরিহার্য্য দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

শ্রীজীব আরও বলেন—কেবল ভেদ স্বীকার করিলেও অপরিহার্য্য দোষ দেখা দেয়। এস্থলেও তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত বৃহদারণ্যকের "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" বাক্যটী নিয়া বিচার করিয়াছেন। এস্থলে বিজ্ঞান এবং আনন্দকে সম্যক্‌রূপে অভিন্ন মনে করিলে যে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার সম্যক্‌রূপে ভিন্নার্থ-সূচক মনে করিলেও ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহাও দোষের; যেহেতু, ব্রহ্ম হইলেন সর্ব্ববিধ ভেদরহিত অদ্বয়-তত্ত্ব। "কিমিহ বিজ্ঞানানন্দশব্দৌ একার্থৌ ভিন্নার্থৌ বা? নাদ্যঃ পৌনরুক্ত্যাৎ। অন্ত্যশ্চেৎ বিজ্ঞানত্বমা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দত্বঞ্চ তত্রৈকস্মিন্নেব ইতি তাদৃশস্বগতভেদোপত্তিঃ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী। ৩৮ পৃঃ॥"

শ্রীজীব গোস্বামী ভেদ এবং অভেদ সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন; শেষ কালে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যেও কেবল ভেদ আছে মনে করিলেও অনেক দোষ দেখা দেয়, আবার কেবল অভেদ মনে করিতে গেলেও অনেক দোষ দেখা দেয়। তর্কের দ্বারাও নির্দ্দোষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাই শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ সাধন করা যেমন দুষ্কর, অভেদ সাধন করাও তেমনি দুষ্কর। এজন্য কেহ কেহ ভেদাভেদ সাধনে চিন্তার অসমর্থতাপ্রযুক্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদই স্বীকার করেন। "অপরে তু তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্য-ত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদমপি সাধয়ন্তো-ঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৯ পৃঃ॥"

এস্থলে "অচিন্ত্য"—শব্দের তাৎপর্য্য কি, বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ॥১।৩।২॥—সমস্ত ভাববস্তুরই শক্তিসমূহ অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর।" যে জ্ঞান কোনও যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অথচ সুপ্রসিদ্ধ সত্য বলিয়া যাহাকে অস্বীকারও করা যায় না, তাহাই হইল অচিন্ত্য-জ্ঞান। ইহাকে অর্থাপত্তি-জ্ঞানও বলে। মিশ্রী মিষ্ট; কিন্তু কেন মিষ্ট? যবক্ষার তিক্ত; কিন্তু কেন তিক্ত? বিষ খাইলে মানুষ মরে, দুধ খাইলে মরে না। কিন্তু কেন? এসমস্ত কেন'র কোনও উত্তর নাই; এসকল সমস্যার কোনও সমাধান নাই। কিন্তু উত্তর নাই বা সমাধান নাই বলিয়া মিশ্রীর মিষ্টত্ব, যবক্ষারের তিক্তত্ব, বিষের প্রাণঘাতকত্ব অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ, মিশ্রীর মিষ্টত্বের জ্ঞানকে, যবক্ষারের তিক্তত্বের জ্ঞানকে বলা হয় অচিন্ত্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান বা অর্থাপত্তি-জ্ঞান। মিষ্টত্ব হইল মিশ্রীর শক্তি, তিক্তত্ব হইল যবক্ষারের শক্তি। তাই মিশ্রী-আদির শক্তিসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইল অচিন্ত্য-জ্ঞান। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—সমস্ত শক্তির জ্ঞানই হইল অচিন্ত্য—অচিন্ত্য-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর।

আধুনিক বিজ্ঞানও বস্তুর এই জাতীয় শক্তির হেতু নির্ণয় করিতে পারে না; বস্তুর ধর্ম্ম বা শক্তি আবিষ্কার মাত্র করিতে পারে। বিষরূপে কোন্ বস্তু মারাত্মক, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে; কিন্তু কেন মারাত্মক, তাহা বলিতে পারে না।

শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, তাহাও এইরূপই অচিন্ত্য-ব্যাপার। ভেদ এবং অভেদ—এই উভয়ের যুগপৎ-বিদ্যমানতা দেখা যাইতেছে,—সুতরাং তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না; অথচ কোনওরূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহার কারণ নির্ণয় করা যায় না। তাই, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধটী হইল অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ যে শ্রীজীবগোস্বামীরও নিজস্ব মত, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন। "স্বমতে তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদাবেব অচিন্ত্য-শক্তিময়ত্বাদিতি। সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৯ পৃঃ॥" "অচিন্ত্য-শব্দে তিনি যে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোকের অচিন্ত্য-শব্দের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের "সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ" ইত্যাদি ১১।৩।৩৭ শ্লোকের তৎকৃত ক্রমসন্দর্ভ-টীকা হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকের টীকায় বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানাম্" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"লোকে সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্য উষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈঃ চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলম্ অর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ।" —অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় প্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুতেই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তি আছে। ভিন্নরূপে বা অভিন্নরূপে চিন্তা করার দুষ্করতাই অচিন্ত্যতা;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা কেবল অর্থাপত্তিজ্ঞানগোচর।" সর্ব্বসম্বাদিনীতেও তিনি উক্ত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ, পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ৫৯ পৃঃ॥" ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তির মধ্যেও যে এইরূপ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, তাহাই শ্রীজীব এস্থলে বলিলেন।

শ্রীজীবগোস্বামীর এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত—উভয় রাজ্যেই ইহার ব্যাপ্তি আছে, উভয় রাজ্যের শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

জীব-জগদাদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া জীব-জগদাদির সঙ্গেও ব্রহ্মের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়াই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু কোনও কোনও দার্শনিক পণ্ডিত তো ব্রহ্মের শক্তির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন, শক্তি স্বীকার করিলেই ভেদ স্বীকার করিতে হয়; ভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব কিরূপে সম্ভব হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে; শ্রুতিও ব্রহ্মের শক্তির কথা বলেন এবং সেই শক্তি যে স্বাভাবিকী, তাহাও বলেন। এই অবস্থায় শক্তি স্বীকার না করা, আর গীতাবাক্য এবং শ্রুতিবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা একই কথা। আর, শক্তি স্বীকার করিলে যে কিছু ভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও সত্য। শ্রুতিতে ভেদবাচক বাক্য যথেষ্ট আছে; তৎসত্ত্বেও ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলা হইয়াছে। ইহার কোনওরূপ সমাধান অবশ্যই আছে। কিন্তু কি সেই সমাধান?

শক্তিসূচক এবং ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলির পারমার্থিক মূল্য নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ ইহারা ব্রহ্মের তত্ত্বনির্ণায়ক নহে—এইরূপ কথা বলিয়া যাঁহারা সমাধানের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের পন্থাকে শ্রৌত পন্থা বলা যায় বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ইহাতে কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ করা হয়; বিশেষতঃ শক্তিসূচক এবং ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলির যে পারমার্থিক মূল্য নাই, এরূপ কথা শ্রুতিতে কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা ঐরূপ কথা বলেন, তাঁহাদের নিজেদের যুক্তিমাত্রই তাঁহাদের উক্তির সমর্থক প্রমাণ।

সকল শ্রুতিবাক্যেরই সমান মূল্য; যেহেতু, তাহারা স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণশিরোমণি শ্রুতির বাক্য। সকল শ্রুতিবাক্যের সমান মর্য্যাদা রক্ষা-পূর্ব্বক যে সমাধানে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই বাস্তবিক শ্রুতিসম্মত সমাধান। ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কোনও সমাধানের চেষ্টা করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে—শ্রুত্যুক্ত ভেদ সত্ত্বেই ব্রহ্ম অদ্বয়তত্ত্ব। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব?

ভেদ-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই বুঝা যাইবে—শ্রুত্যুক্ত ভেদ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্ম অদ্বয়তত্ত্ব হইতে পারেন।

ভেদ কাহাকে বলে? দুইটী বস্তু যদি সম্যক্‌রূপে পৃথক্ তত্ত্ব হয়, একটী যদি কোনও বিষয়ে অপরটীর কোনওরূপ অপেক্ষা না রাখে, প্রত্যেকটীই যদি অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু হয়, তাহা হইলেই একটীকে অপরটির ভেদ বলা যায়। শ্রুতিতে বা গীতায় যেসমস্ত ভেদাত্মক বস্তুর কথা দৃষ্ট হয়, তাহাদের কোনওটীই স্বয়ংসিদ্ধ বা ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে। সুতরাং তত্ত্বতঃ তাহাদের কোনওটীই ব্রহ্মের প্রকৃত ভেদ নহে।

ভেদ তিন রকমের—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। জীব চিদ্‌-বস্তু; ব্রহ্মও চিদ্‌বস্তু; সুতরাং জীবকে ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া, ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে বলিয়া অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে—সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মের সজাতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেদও নহে। জগৎ চিদ্ বিরোধী জড় বস্তু বলিয়া চিদ্বস্তু ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া ব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে—সুতরাং বস্তুতঃ ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদও নহে। গোপালতাপনী শ্রুতি হইতে জানা যায়—"একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি"; গীতা হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্মই অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্। এইরূপে জানা যায়—অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম এবং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ। পরব্রহ্ম আশ্রয়তত্ত্ব বলিয়া এই সমস্ত প্রকাশের আশ্রয়ও তিনিই। তাঁহাদিগকে কেহ কেহ হয়তো তাঁহার স্বগত ভেদ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই পরব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহেন বলিয়া বস্তুতঃ পরব্রহ্মের স্বগত ভেদ হইতে পারেন না। আর, পরব্রহ্ম আনন্দঘন, চিদ্ঘন বস্তু বলিয়া তাঁহাতে উপাদানভূত স্বগত ভেদের কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং সশক্তিক এবং সবিশেষ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে ত্রিবিধ-ভেদহীন অদ্বয়তত্ত্ব, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ শ্রীভা ১।২।১১॥"

শ্লোকেও এই তত্ত্বই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আবার যদি কেহ বলেন—শ্রুত্যুক্ত ভেদসমূহ যে ব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ ভেদ নহে, তাহা না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগদাদি ভেদরূপে পরব্রহ্মই তো পরিণতি লাভ করিয়াছেন; এই সমস্তও যে ব্রহ্ম "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যে শ্রুতিও তো তাহাই বলেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম তো বিকারী হইয়া পড়েন; কিন্তু ব্রহ্ম যে অবিকারী।

উত্তরে বলা যায়—পরিদৃশ্যমান ভেদরূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অবিকারীই থাকেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম কূটস্থ, অবিকারী; ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আবার, শ্রুতি ইহাও বলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।—এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম" তাহা হইলে, এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডই কি ব্রহ্মের রূপ? তাহাও নহে; যেহেতু, এই ব্রহ্মাণ্ড কালত্রয়ের অধীন, সুতরাং বিকারী; ব্রহ্ম কূটস্থ বলিয়া কালত্রয়ের অতীত, অবিকারী। তবে কি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যটীর কোনও মূল্যই নাই? তাহাও নহে, ইহারও মূল্য আছে; যেহেতু, ইহা শ্রুতিবাক্য। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।" তবে ইহার সমাধান কি?

সমাধান পাওয়া যায়, বেদান্তের "আত্মকৃতে পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥" সূত্রে। এই সূত্রে ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণাম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়াই কার্য্য-কারণের অভেদ-দৃষ্টিতে এই জগৎকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

কিন্তু কূটস্থ ব্রহ্ম কিরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইলে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও কূটস্থ থাকিতে পারেন? এই পরিণামটীর স্বরূপ কি?

মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হয়, স্বীয় আকার ত্যাগ করিয়া অন্য আকারে—ঘটরূপে পরিণত হয়। তাহাতে বুঝা গেল—মৃত্তিকার নিজস্ব আকার হইতে অন্য আকারের প্রাপ্তিই তাহার পরিণাম। তদ্রূপ, ব্রহ্মেরও নিজস্ব রূপ হইতে অন্যরূপ প্রাপ্তিই তাহার পরিণাম। কিন্তু যে মৃত্তিকা ঘটরূপে অন্য আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার আর নিজস্ব রূপ—স্ব-রূপ—থাকে না; মৃত্তিকা স্ব-রূপ হইতে বিচ্যুত হয়। ব্রহ্ম কূটস্থ বলিয়া স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না। তাহা হইলে ব্রহ্মের পরিণাম হইল কেবল স্বরূপ হইতে অন্যরূপে অবস্থিতি; স্বরূপের বিচ্যুতি নহে; স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। বিশেষ আলোচনাপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীজীবগোস্বামীও একথাই বলিয়াছেন—"তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ ইতি এবং লক্ষণং ন তু তত্ত্বস্যেতি। দৃশ্যতে চাপি মণিমন্ত্রমহৌষধিপ্রভৃতীনাং তর্কালভ্যং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রৈকগম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বম্॥ সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪৩ পৃঃ॥—তত্ত্ব হইতে অন্যরূপ ভাবই পরিণাম, তত্ত্বের অন্যরূপ ভাব নহে। অর্থাৎ, মূলবস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যদি অন্যরূপ ধারণ করে, তবে সেই অন্যরূপকে তাহার পরিণাম বলে। মণিমন্ত্র-মহৌষধি-আদির এইরূপ অচিন্ত্যশক্তি দৃষ্ট হয়। তর্কের দ্বারা এইরূপ অচিন্ত্যশক্তির সমাধান পাওয়া যায় না। শাস্ত্র বাক্যই ইহার প্রমাণ।"

কিন্তু স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াও অন্যরূপ প্রাপ্তি—ইহা যে পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য। ব্রহ্ম যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়, শ্রুতিই তাহা বলেন। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতৌ॥ অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্ব্বকর্তৃ নির্ব্বিকারঞ্চ ব্রহ্মেতি শ্রবণাদেব। তথাহি বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপমিতি মুণ্ডকে অলৌকিকত্বাদি শ্রুতম্। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্, বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠ-মেধসে। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীতি শ্রীগোপালোপনিষদি জ্ঞানাত্মকত্বাদি। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিব ইতি মাণ্ডব্যোপ-নিষদি নিরংশত্বেঽপি সাংশত্বম্। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত ইতি কাঠকে মিতত্বেঽপি অমিতত্বঞ্চ। দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ সর্ব্বকৃত্ত্বেঽপি নির্ব্বিকারঞ্চ ইত্যেতৎ সর্ব্বং শ্রুত্যনুসারেণৈব চ স্বীকার্য্যং নতু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি॥ ২।১।২৭—বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য॥" স্থূলার্থ হইতেছে এই—"ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, জ্ঞানস্বরূপ; মূর্ত্ত ও জ্ঞানবান্; একেই বহু; অংশশূন্য এবং অংশবিশিষ্ট; অমিত এবং মিত; সর্ব্বকর্ত্তা এবং নির্ব্বিকার; বৃহৎ, দিব্য, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; আসীন হইলেও বহুস্থানে গমন করেন। শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট। ইত্যাদি।" এসমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—অলৌকিক অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম পরিণামী হইয়াও নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন। কোনও লৌকিক যুক্তিদ্বারা ইহার সমাধান করা যায় না; না গেলেও ইহাকে মিথ্যা বলা যায় না; যেহেতু, এসমস্ত শ্রুতির উক্তি। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥ ২।১।২৭ —বেদান্তসূত্র।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের তিনটী প্রধান শক্তি; মায়াশক্তি, জীবশক্তি এবং স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি। এই তিনটী শক্তিই স্বাভাবিকী হইলেও কেবলমাত্র পরাশক্তি বা স্বরূপশক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত; মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকিলেও ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত নহে। স্বরূপশক্তি স্বীয় সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর সহিত পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত আছে পরব্রহ্মে; স্বরূপশক্তির পূর্ণতম বিকাশময় স্বরূপই হইল পরব্রহ্মের স্বরূপ; এই স্বরূপেই তিনি কূটস্থ।

ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—তত্ত্বসমূহের পরস্পর অনুপ্রবেশ বশতঃ মায়াশক্তিতে এবং জীবশক্তিতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ আছে। সুতরাং সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মায়াশক্তি বলিলে ব্রহ্মকর্ত্তৃক অনুপ্রবিষ্ট মায়াশক্তিই বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এইভাবে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম যে অব্যক্ত-স্বরূপশক্তিক, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের অধিষ্ঠানেই মায়া জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সৃষ্টিব্যাপারে, বস্তুতঃ এতাদৃশী মায়াই পরিণতি প্রাপ্ত হয়, পরব্রহ্ম স্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন না। মায়াও পরব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-দৃষ্টিতে, বিশেষতঃ মায়াতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ আছে বলিয়া, মায়ার পরিণতিকেই ব্রহ্মের পরিণতি বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের

"প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্ত্রিতয়ং ত্বহম্॥ ১১।২৪।১৯॥—

এই শ্লোকটী হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—কেহ প্রকৃতিকে (বহিরঙ্গা মায়াকে) জগতের উপাদান বলেন, পুরুষকে অধিষ্ঠান কারণ বলেন ; এবং যে কাল গুণক্ষোভ দ্বারা অভিব্যঞ্জকহয়, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলেন। (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন)—প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিনই ব্রহ্মরূপ আমি। এইরূপে প্রকৃতি জগতের উপাদান বলিয়াই আমি জগতের উপাদান। কিন্তু প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হইলেও আমি বিকার প্রাপ্ত হই না ; যেহেতু, প্রকৃতি আমার শক্তি হইলেও আমার স্বরূপশক্তি নহে ; আমার বহিরঙ্গা শক্তি মাত্র। আমি মায়াতীত বলিয়া আমার বহিরঙ্গা শক্তির বিকারে আমি বিকারপ্রাপ্ত হই না।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্ম-সন্দর্ভেও একথাই বলিয়াছেন—"তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া তয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাভাসমানস্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্য-শক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপেণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ ॥৭৩॥"

এইরূপে দেখা গেল—জগদ্রূপে ব্রহ্মের পরিণতি বলিতে বস্তুতঃ তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণতিই বুঝায় ; ব্রহ্মের স্বরূপের পরিণতি নহে। পরিদৃশ্যমান অন্যান্য ভেদসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তও এইরূপই। এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা ও প্রমাণ-প্রয়োগ সম্ভব নহে।

সুতরাং শ্রুত্যুক্ত পরিদৃশ্যমান ভেদ সত্ত্বেও পরব্রহ্ম কূটস্থই থাকেন।

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা ও ভক্তিবাদ

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

গীতাশাস্ত্র—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা"। বিচিত্র অনুভবসম্পৎ-সংগৃহীত হইলেও ঋষিপ্রাণের কোন একটি নিগূঢ় বিষয় গীতা ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে। রহস্য-বর্ণনায় পরোক্ষবাদপ্রিয় কবির আনন্দ—বেদ বাক্যের অলৌকিকতা-ঔপনিষদ জ্ঞানের সার্থকতা। সত্যদ্রষ্টার বহুমুখী প্রতিভার সঙ্কলন হইলেও গীতাশাস্ত্রে এরূপ অন্তরঙ্গ উপদেশ অন্বেষণীয় যে-টি অপর কোন শাস্ত্রে বলা হয়নি অথবা প্রধানতম আদর্শ বক্তব্য নয়। শুধু বেদ উপনিষদ্ নয়, সমগ্র আর্য-সভ্যতার প্রাচীনতম মানবের সত্যসন্ধান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন সাপেক্ষ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উৎসমুখ উৎসারিত উপদেশামৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সাধারণ পল্লবগ্রাহী সমালোচনার মুখে বিরোধবহুল ও শঙ্কা-সঙ্কুল বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য সংশ্লেষাত্মক ও বিশ্লেষাত্মক উভয় প্রকার বিচার প্রয়োজন।

সঙ্গতি—

কোন্ বিশেষ প্রশ্ন বা সন্দেহে গীতার সূত্রপাত উহাই উপক্রম। দ্বিতীয়তঃ চিন্তনীয় পরিসমাপ্তির সঙ্গে উপক্রমণিকার সংযোগসিদ্ধির রীতিটি কিরূপ সার্থক হইয়াছে বা উপসংহার কোথায়? তৃতীয়তঃ পরীক্ষণীয় কোন্ বিশেষ ভাবটি প্রসঙ্গক্রমে বারবার প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে বা অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। চতুর্থতঃ সমশ্রেণীর অপর শাস্ত্রাদির সঙ্গে কোথায় ইহার পার্থক্য, বিশেষত্ব বা অপূর্ব্বতা। এমন কোন্ উপদেশ পূর্বে অনুপদিষ্ট অথচ এই শাস্ত্রে উপদিষ্ট। গীতা অনুশীলনের ফল কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল? অন্যান্য উপনিষদের সঙ্গে গীতোপনিষদের সঙ্গতি কোথায়? এইগুলি অনুসন্ধান করিয়া তবেই গীতার মর্ম গ্রহণ প্রচেষ্টা সফল হয়। মনগড়া সিদ্ধান্তে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যাহত। উত্তরসাধক পরম্পরা প্রাপ্ত জ্ঞানোপদেশ বঞ্চিত হইলে সাধনা, অনুভূতি ও জ্ঞানের প্রসার রুদ্ধ হইয়া যায়।

গীতামৃত

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

এই অতি অল্পকথায় প্রাচীনেরা গীতার রস সঙ্কেত করিয়াছেন। রসময় ভগবান্ গীতারসে পরিণত। উপনিষৎ সাহিত্য গাভীর মত অমৃত দান করে। সেই গাভী দোহনে গোপনন্দন কৃষ্ণ অত্যন্ত নিপুণ। গো-দোহনে বৎসের প্রয়োজন; পার্থ সেই বৎস—প্রশ্ন করিয়া কথামৃত দোহনে সহায়ক। অভিলষিত দুগ্ধামৃত শ্রীগীতা। যাঁহাদের মন সুপবিত্র, বুদ্ধি শুদ্ধ সেই সাধুগণেরই ভোগ্য এই অমৃত।

কত যুগান্তর হইল সমাজে, রাষ্ট্রে বিচিত্র বিপ্লব পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, কত পরিবর্জন-পরিবর্দ্ধনের মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানে, ধর্মে, আচরণে কত বিপরিণাম—তবু এই গীতামৃত চমৎকৃতি ও নবীনতায় সঞ্জীবিত হইয়াই রহিয়াছে। পণ্ডিত, জ্ঞানী, সাধক, যোগী, ভক্ত কত ভাবে গীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যাখ্যার অন্ত নাই—গীতা যোগশাস্ত্র—গীতা জ্ঞানশাস্ত্র—গীতা ভক্তিশাস্ত্র—গীতা ত্রিধারার মিলন প্রয়াগ—গীতা কর্মযোগ—গীতা নীতিশাস্ত্র—গীতা অধ্যাত্মবিদ্যা—গীতা অনাসক্তিযোগ—গীতা ঐতিহাসিক মহাসত্য—গীতা নিছক রূপক কাব্য—গীতা গায়ত্রীর রহস্য—গীতা কথাসুরধুনী—গীতা ব্রহ্মবিদ্যা—গীতা মোক্ষ-মন্দিরের নিরর্গল দ্বার; আরও কত সুন্দর অনুভূতির অভিব্যঞ্জক শব্দে এই গীতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে অতি প্রাচীনকাল হইতেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা পূজারী কাহারও দর্শন অস্বীকার করিতে পারেন না, কেননা দৃষ্টিকোণ পার্থক্য হেতু এই সত্যকেই নানারূপ দেখা যায়। পূর্বোক্ত ভাব লইয়া যাঁহারা গীতার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রাণে রহিয়াছে অফুরন্ত উচ্ছ্বাস আর অনির্বচনীয় ভাবাবেগ, উহাই লীলায়িত হইয়াছে বাণীর চিত্রে। গীতারসায়ন সাধকপ্রাণে অভিনব বল সঞ্চার করিয়াছে যোগ্যতানির্বিশেষে।

দুঃখবাদ—

দার্শনিকের সংশয় ও দুঃখবাদ অর্জুনের বিষাদযোগ। বিষাদের কালো পটভূমিকায় গীতার প্রতিটি চিত্র ভাবসমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বজননিধন যুদ্ধ আশঙ্কায় বিষণ্ণ অর্জুন। বিশ্বরহস্য-জিজ্ঞাসুর চিরন্তন দৈন্য জড়সম্বন্ধী বিচারহীনতা এবং দেহাত্মবোধের তিরস্কৃত দুঃখ রূপায়িত হইয়াছে অর্জুনের কাতরতায়। দেহ অবশ বদন মলিন রোমাঞ্চিত অঙ্গ হস্তচ্যুত গাণ্ডীব ভগ্নোৎসাহ অর্জুন যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্তন দর্শন করিয়া সন্দেহ দূর করিবার জন্য উপদেশ করেন গীতা। কেহ বলেন গীতা বিশ্বমঙ্গল সঙ্গীত আর কেহ ভাবেন গীতা যুদ্ধের ডাক। যাহাই হউক গীতার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে আর নাই। বাস্তব সংশয় নিরসনে অথবা দার্শনিক যুক্তির প্রাচুর্যে গীতা অদ্বিতীয়। যদি বল জীবন যুদ্ধটাকেই এই রূপকে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতেই বা কি? ভিন্ন মন ভিন্ন ভাব। গীতাতো চিরদিনই আকাঙ্ক্ষিত রসই পরিবেশন করিয়াছে।

রথ ও রথী—

দেহ রথ, আত্মা রথী, ইন্দ্রিয় অশ্ব, মন প্রগ্রহ, বুদ্ধি সারথি। শরীর-রথ রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ভোগের পথে চলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযত না করিলে রথের অশ্ব বিপথে লইয়া যায়। কঠোপনিষৎ বলেন—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।

মানবাত্মা রথী। তাহার শরীর রথ। কৃষ্ণ পরমাত্মা বুদ্ধির চালক। পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। কুরুক্ষেত্র কর্মভূমি বিষয় ভোগের পথ। মনই প্রগ্রহ। কৌরব মানুষের কুপ্রবৃত্তি। তাহাদের পরাজয়ের অভিযান-কুরুক্ষেত্র। পবিত্র সাধক সুবুদ্ধি সারথির সহায়তায় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া চলিতে পারে। বিজ্ঞান-সারথি পথের শেষ তাহাকে সদ্গতি প্রদান করেন। অর্জুন সেই আদর্শ মানব।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

উপনিষদের এই কথা পরিষ্কার ভাবে অর্জুনকে বলা হইয়াছে।

যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

উপনিষদে দেখা যায়। জ্ঞানোপদেশে উদ্বুদ্ধ করিয়া গুরু শিষ্য ছাত্রকে জড়ভাব কাতরতা ও দৈন্যত্যাগে উৎসাহিত করেন; আনন্দস্বরূপ পরম আত্মা বলবীর্যহীন কখনও লাভ করিতে পারে না; গীতায় শিষ্য অর্জুনের প্রতি জগদ্গুরু কৃষ্ণেরও সেই প্রাচীন সুরেই উপদেশারম্ভ—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

ব্রহ্মবিদ্যা—

অজ্ঞানই দুর্বলতা। জ্ঞানই সেই দুর্বলতা দূর করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই জ্ঞানের কথাই সাংখ্যযোগ বা আত্মানাত্মবিবেক যেটি প্রাথমিক চিকিৎসা সেটি আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যায়ের সঙ্গতি অনুসরণ ভিন্ন গীতা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে প্রবেশ কঠিন। স্থিতপ্রজ্ঞ বা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কর্মানুষ্ঠান দোষশূন্য হয়; তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের প্রসঙ্গে তাহার বিশ্লেষণ। কর্মবিচারে কোথায় কেমন করিয়া দোষ প্রবেশ করিতে পারে এবং সন্ন্যাসের সুমহৎ আদর্শে অনুপ্রেরণা চতুর্থ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। কর্মসন্ন্যাস পূর্ণরূপে বিবৃত পঞ্চমাধ্যায়ে অথচ উপায় সম্বন্ধে সংশয় হইয়াছে বলিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাসযোগের শিক্ষা। এই ভাবে একটির পর একটি অধ্যায়ে বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া অর্জুনকে চরম অনুভূতির দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। গীতা পূর্ণাঙ্গ সাধনসমীক্ষা।

প্রথম ছয়টি অধ্যায় কর্মবাদ বলিয়াই খ্যাত। নিষ্কাম কর্ম কিভাবে অভিলষিত মোক্ষ ফল দান করে তাহার সুন্দর ক্রম প্রদর্শিত কৃষ্ণবাক্যে। সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ছয়টি অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জুনকে ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ। শ্রদ্ধা ভিন্ন জ্ঞান হয় না। গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। জগদ্‌গুরু কৃষ্ণে অর্জুনের শ্রদ্ধা হইয়াছিল; তাহাতেই দেখা যায়—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ২।৭

অর্জুন শিষ্যভাবেই প্রপন্ন হইয়াছেন, তখন তাহার মনে অন্য কোনো অভিমান নাই। গুরু শিষ্যের হিতে নিজের জীবনের সাধনা ও অনুভূতি দান-যজ্ঞ করেন। এই জ্ঞানযজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীকৃষ্ণ তাই জগদ্‌গুরু। গুরু করুণার মূর্ত্তি। তাঁহার এই অকুণ্ঠ ভাবের কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে নিম্নোক্ত মন্ত্রে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ৪।১১

যাহারা আমাকে যে ভাবে প্রপন্ন হয় আমি তাহাদিগকে সেইভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কর্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানাপ্রকারে পূজা করিলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে। গীতোক্ত এই বাণী পুরুষোত্তমের যে প্রসাদ অনুগ্রহ বা কৃপার কথা ঘোষণা করিয়াছেন উহাই ভক্তির প্রধান উপজীব্য। ভক্ত কখনো কখনো ঐশ্বর্য দর্শনে শরণাগত হন আবার কখনো মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া আত্মদান করেন।

মায়া—

মায়ার অনতিক্রমণীয় প্রভাব। পরমেশ্বরানুগ্রহ ভিন্ন মায়া হইতে নিস্তারের উপায় নাই। তাই কৃষ্ণ বলেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪

মূঢ় পাপাচারী ঘৃণ্যস্বভাব শরণাগত হয় না তাই তাহাদের নিন্দা—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। ৭।১৫

ভক্তি—

সুকৃতিমান জনগণকে চারিটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া বিচার করা যায়। ইঁহারা ভক্তি দ্বারা পরম পদ লাভ করেন। আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে আবার জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

কর্মযোগ জ্ঞানমিশ্র ভক্তির কথা থাকিলেও গীতা শুদ্ধ ভক্তির মহিমাই বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি' এইরূপ শ্রুতিবাক্যবলে অনেকে বলেন জ্ঞান বিনা মুক্তি হয় না। ভক্তিপথের আচার্যগণ কিন্তু গীতা ও ভাগবতের বাক্যে আবিষ্কার করিয়াছেন—মধুর রস গ্রহণে যেমন রসনারই উপযোগিতা চক্ষু কর্ণ বা অপর কোনো ইন্দ্রিয়ের নয়, ঠিক সেই প্রকার রসস্বরূপ পরব্রহ্মাস্বাদে ভক্তিরই উপযোগিতা, ভক্তি গুণাতীতা। ভগবৎস্বরূপশক্তির বিলাসরূপা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের বাক্য "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইত্যাদি অনুসন্ধেয়। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন— মোক্ষসাধন সামগ্রীর মধ্যে ভক্তিরই প্রাধান্য।

শরণাগতি—

গীতার উপক্রম অর্জুনের শরণাগত শিষ্যরূপে। উপসংহারে সংশয় নিরসন ; অর্জুন বলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত !
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

এখানেও ভগবানের প্রসাদে, অনুগ্রহেই মোহ দূর হইয়া গিয়াছে ; পরমাত্মবোধ ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন নিঃসন্দেহরূপে ভগবদ্ আদেশ পালন-সেবায় প্রবৃত্ত অর্জুন। অনাসক্ত প্রাণের কর্ত্তব্যপরায়ণতা গীতার যুদ্ধ-প্রবৃত্তি। প্রায় প্রতিটি অধ্যায় প্রপন্ন, শরণং, প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি কথায় বারবার শরণাগতি-লক্ষণ ভক্তিরই সঙ্কেত করা হইয়াছে গীতায় সর্বত্র। এই শরণাগতির প্রভাবে মানুষ তন্ময়তা লাভ করে— তাহার জীবন ভাগবত সত্তায় পূর্ণ হইয়া উঠে—আন্তর অনন্ত সদ্‌গুণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে থাকে। দেবর্ষি নারদ শুকদেবের মত ভাগবতী তনুলাভে প্রতিটি কর্মে অলৌকিক জ্ঞান ও প্রেমের প্রভা বিচ্ছুরিত হয় বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে। এই শরণাগতি ভাগবতে নবাঙ্গভক্তির চরম আত্মনিবেদন বলিয়া বিখ্যাত। গীতা ইহাকেই পরমগুহ্য বিদ্যা বলেন। "তমেব শরণং গচ্ছ" "তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে" "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" প্রভৃতি একই সুরে বহুবার শরণাগতির সঙ্কেত গীতার বৈশিষ্ট্য। অপর কোনো সাধনপর্য্যায় উল্লঙ্ঘন না করিয়া দার্শনিক মতবাদের প্রত্যেকটিকে মর্যাদা প্রদান এবং তাহাদের যথাযোগ্য প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া সকল শাস্ত্রের অবিরোধে এই ভক্তিবাদ প্রদর্শন গীতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ব্বতা। শরণাগতি-ধর্ম্মের কথা অন্যত্র কোথাও এরূপভাবে বলা হয় নাই। কর্ম্মবাদখ্যাপক পূর্ব্বমীমাংসা সাংখ্যদর্শন বেদান্ত ও যোগ-দর্শন পৃথক্ পৃথক্ আছে ভক্তিগ্রন্থও বহু আছে, কিন্তু শরণাগতির এরূপ আদর্শ অন্যত্র দুর্লভ।

প্রয়োজন—

গীতা শ্রবণের ফল সম্যক্ আত্মসমর্পণ—শৌর্য কর্মপটুতা বিচারশীলতা জীবনের প্রতিটি ছন্দ একান্ত নিষ্ঠায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে কৃষ্ণে বিলীন করিয়া অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণময় হইয়া যাওয়া। এই ভাগবতী স্থিতি পার্থের চিরন্তন জয়। সকল ঐশ্বর্য সকল সৌন্দর্য্য সকল নীতির প্রতিষ্ঠা এই শরণযোগে। অগণিত উপদেশের চাপে শাস্ত্রসঙ্গতি পর্যালোচনায় ধৈর্য যখন বিলুপ্ত হয় তখন একমাত্র অবলম্বন ভগবানের আশ্বাস বাণী—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সকল কর্ত্তব্য বিচার ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও আমিই তোমাকে সকল দোষ হইতে মুক্ত রাখিব। এই উপদেশ ভারতের দান—গীতার নিজস্ব আশ্বাস।

বেদসূক্ত ভক্তিসূত্র—

ঋগ্‌বেদ পুরুষসূক্তে পরম পুরুষের মহিমা, ঐশ্বর্য, ব্যাপ্তি, পরম-কারণতা, বিশ্বানুপ্রবেশ ও বিশ্বাতীত স্বরূপের বর্ণনা আছে। শ্রীগীতার বিভূতিযোগ এবং বিশ্বরূপদর্শন সেই পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শাণ্ডিল্য ও নারদভক্তিসূত্রে পরম পুরুষের প্রতি অনুরক্তি ও প্রেমের সঙ্কেত; শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও সেই অনুরক্তি ও প্রীতির গৌরব প্রদান করিয়াছেন। প্রিয় বলিয়াই অর্জুন সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ পাইয়াছেন, দেবদুর্লভ রূপাভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভগবানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসক্ত জীবের সংসার ভয় নাই। কৃষ্ণ তাহাদের মৃত্যুসংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন। ভক্ত সর্বভূতে হিংসাবিবর্জিত মিত্রভাবাপন্ন করুণস্বভাব। ভগবানের গুণগুলি সমভাব প্রভৃতি সকলই ভক্তে সংক্রামিত। ভক্তের মন-বুদ্ধি ভগবানে সমর্পিত, তাই তিনি ভগবানের প্রিয়। এই ভক্তি ইহলোক পরলোকের সর্বপ্রকার সুখ বা দুঃখ নিরপেক্ষ। গীতা ভক্ত ও ভগবানের প্রসঙ্গ। উপক্রম হইতে উপসংহার পর্যন্ত তাই শরণাগতি-লক্ষণ শুদ্ধা ভক্তির সন্দেশ।

জ্ঞানযোগ

শ্রীভারানাথ ন্যায় তর্কতীর্থ

যুদ্ধক্ষেত্রে বিহ্বলচিত্ত অর্জুনকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য ভগবানের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ যে সকল মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং সংশয়াকুলচিত্তে অর্জুন যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ও তাহার সুযুক্তিপূর্ণ উত্তরদানপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সমষ্টিই "ভগবদ্‌গীতা"। সংস্কৃত শাস্ত্রসম্পদের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা যে অমূল্য রত্ন ইহা শিক্ষিত পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলের নিকটই ইহা উপাদেয়। প্রশ্নকর্ত্তা অর্জুন সাধারণ মানুষ নন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখারূপে সারথিরূপে সকল সময় যাঁহার সহচর ছিলেন তাঁহার কতখানি সাধনাবল ছিল ইহা সহজেই অনুমেয়। সেই মহাসাধক অর্জুনের ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তাকে বুঝাইবার জন্য গীতায় যে সকল তথ্যের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতে প্রাসঙ্গিকভাবে অনেক বিষয় থাকিলেও প্রধান বিষয় তিনটী—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযোগ। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধেই দুই চা'রটী কথা বলিবার ইচ্ছা।

'যোগ' শব্দের অর্থ উপায়, জ্ঞানযোগ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ উপায়, মোক্ষের বা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় যে তত্ত্বজ্ঞান তাহাই জ্ঞানযোগ। জীবমাত্রেরই জ্ঞান আছে, সকলজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান নহে, 'তত্ত্ব' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, এবং বস্তুর যথার্থস্বরূপ, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মাদি সকল প্রমেয় * বস্তুর যথার্থ স্বরূপজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। ইহা সহজসাধ্য নয়, বড় দুরূহ ব্যাপার, তাই অর্জুনের মত সাধক তখন পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের বহুদূরে। এইজন্যই মায়ামোহ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে তখনও তিনি নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই, তিনি যাহা কর্তব্য বা অকর্তব্য বলিয়া বুঝিতেছিলেন সকলই অজ্ঞানের ফল।

নিজ নিজ বিবেক অনুসারে প্রকৃত কর্তব্য নির্দ্ধারণ করা সকল বিষয়ে সম্ভবপর হয় না, উপযুক্ত গুরুর শরণ লইয়া শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারিলে তবেই অধিকারানুরূপ কর্ম জানিতে পারা যায়, তাহাই কর্তব্য, এইজন্যই ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—"জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি" †। এই ভাবে কর্তব্য কর্ম বুঝিয়া লইলে তাহার অনুষ্ঠান-দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। কিপ্রকারে সুখী হইব কিভাবে দুঃখ নিবৃত্তি হইবে ইহার জন্য জীবমাত্রই ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃত সুখ কি, কি উপায়ে তাহা হইতে পারে, ঐকান্তিকভাবে দুঃখ-নিবৃত্তিরই বা উপায় কি, কোথা হইতে তাহা জানা যাইবে, এদিকে কয়জনের দৃষ্টি আছে? নাই বলিয়াই ত জীব জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া কেবল সুখের জন্য ছুটিতেছে, কিন্তু লাভ হইতেছে কতটুকু? অতএব উচ্চ

---

* "আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্"॥ ন্যায়দর্শন ১ অঃ, ১ আঃ, নবমসূত্রম্।

† ভগবদ্গীতা ১৬ অঃ, ২৪ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের ন্যায় কল্যাণকর পথ ধরিয়া চলিতে পারিলে উদ্‌ভ্রান্ত জীব! তুমিও সুখী হইতে পারিবে, তুমিও সেইরূপ উচ্চ আদর্শে পরিণত হইবে, তোমার জ্ঞানালোকে জগৎ উদ্‌ভাসিত হইবে। "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"* অর্থাৎ জ্ঞানের মত পবিত্র জিনিষ আর কিছুই নাই। জীবনে যে রাশি রাশি ভুল করা হইয়াছে এবং তাহাতে যে অপরাধ বা পাপ হইয়াছে সেই অপরাধ বা পাপের ফলভোগ হইতে নিস্তার করিতে পারে এই পবিত্র জ্ঞান, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" †। এই যে পবিত্র জ্ঞান ইহা লাভ করিতে হইলে স্বেচ্ছাচার চলিবে না, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অধিকারানুরূপ কর্ম দ্বারা দেহ মন সুগঠিত করিতে হইবে, সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, চঞ্চল হইলে চলিবে না, ধৈর্য-সহকারে স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে।

গীতাপাঠকগণ! অর্জুনের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন—প্রথম অধ্যায়ের সেই বিহ্বল অর্জুন শ্রীভগবানের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ধীরভাবে তাহার যুক্তিপূর্ণ উত্তর ও নানাপ্রকার মহামূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া কিভাবে মোহ অতিক্রমপূর্বক জ্ঞানলাভ করিলেন ও যুদ্ধে সম্মত হইলেন, অষ্টাদশ অধ্যায়ে—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত!
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

তাঁহার এই নিজের উক্তিই সে বিষয়ে প্রমাণ।

তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ সংসারক্লিষ্ট জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ জ্ঞানযোগের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ উপায় এবং ফল বুঝাইবার জন্য উপনিষদ্ দর্শন প্রভৃতি নানাপ্রকার অধ্যাত্মশাস্ত্র নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর

---

* ভগবদ্‌গীতা ৪ অঃ, ৩৮ শ্লোক।

† ভগবদ্‌গীতা ৪ অঃ, ৩৭ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্যপরম্পরাক্রমে কত বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহা জানিতে বা তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে কয়জন প্রবৃত্ত হয়? ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

অর্থাৎ অসংখ্য মানবের মধ্যে কেহ কেহ মাত্র সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও দুই একজন মাত্র আমাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। এইজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি—জ্ঞানযোগ বড় দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু দুরূহ বলিয়াই কি চিরদিন ঐদিকে বিমুখ হইয়া থাকিতে হইবে? যদি দৈব প্রতিকূল না থাকে তবে মানবজীবনে শ্রদ্ধা ও উদ্যমসহকারে চেষ্টা দ্বারা সকল প্রকার সাধনা ও সিদ্ধিলাভ সম্ভব হইতে পারে।

পাঁচ বছরের বালক প্রথম লেখা পড়ায় নিযুক্ত হইলে তাহা অতি কঠিন ব্যাপার বলিয়াই তাহার মনে হয়, কিন্তু শ্রেণীপরম্পরাক্রমে শিক্ষকের উপদেশ অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয় অভ্যাস করিতে করিতে সেই ছেলেই ২০।২২ বৎসর বয়সে সুশিক্ষিত হইয়া লৌকিক জীবনযাত্রায় কৃতী হইয়া উঠে। অধ্যাত্মবিষয়ে আমরাও শিশু, আমাদের নিকট ঐ জ্ঞানযোগ ও তাহার উপায়সমূহ অতি কঠিন বিষয় মনে হইলেও সেই বিষয়ে প্রবীণ গুরুর নিকট যোগ্য শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ এবং শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্তরে স্তরে অগ্রসর হইবার জন্য ধীরভাবে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য, তাহাতে অবশ্যই শুভ অবসর আসিবে, আমরাও উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিয়া অধ্যাত্মজগতে কৃতী হইতে পারিব। এই অধ্যাত্মপথের প্রধান অবলম্বনীয় গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কারণ সকল উপনিষদ্ ও দর্শনশাস্ত্রের সার বিষয়সমূহ অতি প্রাঞ্জলভাবে ও সুসজ্জিত-ক্রমে এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে—একটী প্রাচীন ঐতিহাসিক হৃদয়গ্রাহী বিষয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কর্ম্ম ও ভক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রশ্নোত্তরভাবে ইহা রচিত হইয়াছে, ইহাতে কঠিন বিচারের এবং অধীরতাপ্রসূত কুতর্কের অবতারণা নাই ও সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নাই, এজন্য গীতাপাঠ করিতে যাইয়া কাহারও মন আকৃষ্ট হইবে না, নীরস বা রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া বিরক্তি আসিবে—এরূপ সম্ভাবনা নাই, ইহা বোধ হয় গীতাপাঠক সকলেই স্বীকার করিবেন। পাঠের সময় মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহারা লক্ষ্য রাখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে গীতার প্রথম অধ্যায়টী বাদে কর্ম্মযোগের প্রস্তাব বা ভক্তিযোগের আলোচনা ইহার যে কোনও প্রসঙ্গে প্রত্যেকটী অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ ও তাহার উপায় বুঝাইবার অভিপ্রায়ে এবং সেই বিষয়ে অধিকার লাভ করিবার জন্য মানবসমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ কিরূপ নিপুণভাবে বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন। রূপক ও কল্পনার দিকে বুদ্ধি চালিত না করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঐ বাক্যসমূহের মধ্যে পুনঃ পুনঃ মনোনিবেশ করিলে কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্য দিয়া সেই জ্ঞানের সন্ধান অতি সুস্পষ্টভাবে মিলিবে যাহার ফলে কর্মের ফলকামনা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইবে এবং জ্ঞানযোগ লাভের পথ সুগম হইবে। এই জ্ঞানযোগই ভগবৎপ্রাপ্তি ব্রহ্মানন্দ বা ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তিস্বরূপ পরমার্থলাভের একমাত্র উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার বাণী

ডক্টর শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

গীতা অতি দুরবগাহ শাস্ত্র—আমাদের মত কামনা-বাসনা-বিক্ষুব্ধ-চিত্ত সংসারীর অনধিগম্য শাস্ত্র। গীতা সমস্ত উপনিষদের সার। বক্তা স্বয়ং নারায়ণ, শ্রোতা নরোত্তম অর্জুন। গুরু শিষ্য দুইজনেই বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শারীরিক বলে, যুদ্ধবিদ্যায় অর্থাৎ সর্ববিষয়ে মহারথী। আবার স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলে শুদ্ধ জ্ঞান জন্মে না। সমল আদর্শে ছবি পড়ে না; নির্মল নিস্তরঙ্গ না হইলে জলে কিছুই প্রতিভাত হয় না। বহুরূপী কামের দ্বারা আমাদের জ্ঞান আবৃত, অপহৃত। কাজেই গীতার বাণী হৃদয়ঙ্গম করা মদ্বিধ কৃপণের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি মহাকবি কালিদাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বলি,

পূর্বসূরিভিঃ কৃতবাগ্‌দ্বারে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।

একটি কথা প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, কৃষ্ণার্জুন কেহই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন নাই, সংসার ত্যাগ করার কথা ভাবেনও নাই। উভয়েই অন্য দশজনের মত বিবাহাদি করিয়া সংসারীর সামাজিক জীবন যাপন করিয়াছেন। এইজন্য গুরু শিষ্য পরস্পরের সখা—অর্থাৎ দুইজনের মধ্যে ব্যবধান অধিক নহে। একজন এম্ এর অধ্যাপক হইলে আর একজন অন্ততঃ এম্ এ পড়িবার যোগ্যতা রাখে। অর্জুনের চিত্তে একটু রজঃ বা ময়লা, একটু তমঃ বা আবছায়া ভাব, একটু চঞ্চলতা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই মল, এই অন্ধকার দূর করিয়া চিত্তপ্রসাদ জন্মাইবার জন্য, কামনা বাসনার তাড়নায়, সুখদুঃখ লাভালাভের চিন্তায় সন্দোলিত চিত্তে স্থিরতা আনয়নোদ্দেশ্যে, পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ অধ্যায়ে উদাত্ত বাণী বিঘোষিত করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ কোথাও জীবব্রহ্মের ভেদাভেদ, জীব, জগৎ, ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিয়া বাদানুবাদ করেন নাই, মোক্ষের স্বরূপ নিয়া তর্কজাল বিস্তার করেন নাই। আদর্শ সংসারী কিরূপ এবং কিরূপে আদর্শ সংসারী হইতে হয়—তাহারই প্রচার করিয়াছেন, পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। এই আদর্শ সংসারীকে তিনি কর্মযোগী বলিয়াছেন। কর্মের সন্ন্যাস বা ত্যাগ নহে, কর্মসন্ন্যাস বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। সন্ন্যাস মানে ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ, কর্তৃত্বাভিমানবর্জন এবং ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ। প্রথম কথা—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" আর শেষ কথা—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এই ধর্মের নাম নিষ্কাম কর্মযোগ। ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ ভক্তির মূল কথা। ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে সর্বকর্মসাধনই পূজা, যজ্ঞ। এক দেব, সর্বভূতে গূঢ়, তিনি সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা, সর্বভূতাধিবাস—এই জ্ঞান না থাকিলে সর্বভূতে প্রীতি, সমত্ববুদ্ধি হয় না। তিনি কর্মাধ্যক্ষ, এই জ্ঞান না থাকিলে শরণাগতি হয় না। কাজেই জ্ঞান এবং ভক্তির উপর গীতোক্ত সাধনা, কর্মযোগ প্রতিষ্ঠিত।

গীতার মূল কথা এই :—

১। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। কর্তব্যকর্মে বিমুখতা ক্লীবতারই নামান্তর—দুর্বলতাই পাপ।

২। গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া, বনে গিয়া জপ তপ করিলেই সন্ন্যাস হয় না, কর্ম-ত্যাগ হয় না।

৩। জীবমাত্রেরই পক্ষে কর্মত্যাগ অসম্ভব।

৪। কাজেই কর্ম করিতেই হইবে—ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত হইয়া করিতে হইবে। Man's right extends to his duty: duty is his right.

৫। ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া পূর্ণোদ্যমে কর্ম করিতে হইবে। ফলে কর্তার অধিকার নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। ফললাভোদ্দেশ্যে যেন কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্তি না হয়। মহাভারতের ভাষায়, ধর্মবাণিজ্যক যেন না হয়।

৭। আবার ফললাভের লোভ উন্মাদনা নাই বলিয়া কর্মে অবহেলা বা কর্মত্যাগের ইচ্ছা যেন না হয়।

৮। বিপদে বিমূঢ়তা, কর্মকাঠিন্যে ভীতচিত্ততা কাপুরুষের লক্ষণ। অভয়ই সংসারীর বর্ম।

৯। কর্ম বন্ধনের কারণ নহে, ফলাসক্তিই বন্ধনের কারণ।

১০। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জনই প্রকৃত সন্ন্যাস—তাহাতেই মুক্তি।

১১। ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করাই পূজা, যজ্ঞ।

১২। মানুষ নিমিত্ত মাত্র। মানুষ যন্ত্র, ভগবান্ যন্ত্রী। তিনিই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা. প্রভু, শরণ, সুহৃদ্, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা।

১৩। কাজেই কর্তৃত্বাভিমান অনর্থক।

১৪। সর্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া সর্বভূতহিতে রত হইয়া কর্ম করিবে।

১৫। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া কাজ করিবে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অমৃত ভাষায়—সংসারে মাখন হইয়া থাকিতে হইবে, আসক্তি-জল গায়ে লাগিবে না, পাপপুণ্যের ময়লা লাগিবে না। বিশ্বাসী ঝীয়ের মত কাজ করিবে, মন থাকিবে নিজ নিকেতনে।

১৬। কামনা বাসনাই মল, মায়া, মোহ। আসক্তিই (মাত্রাস্পর্শ) দুঃখের মূল। ইহাতেই তৃতীয় লোচন বা দিব্য দৃষ্টি আচ্ছাদিত হয়। কাম ভস্ম করিলেই মহাযোগী, শিব হওয়া যায়। কামই মদন—intoxication, stupefaction. উহাই সংসারযমুনা দূষিত বিষাক্ত করে। কাম ঈশ্বরে সমর্পণ করা হউক—কালীয়দমনের দায় তাঁহার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে নিষ্কাম হওয়া যে একেবারে অসম্ভব, তাহা নহে। পরহিতব্রতী যারা, তাহাদের পক্ষপাতহীন হইতে হয়, আত্মোদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিলাষ বর্জন করিতে হয়। জজ পক্ষপাতদুষ্ট হইলে বিচার হয় না; সরকারী কর্মচারীদের রাগদ্বেষ থাকিলে চলে না।

মানুষ যদি যন্ত্র হয়, ভগবান্ যদি যন্ত্রী হন, তাহা হইলে কর্মের ফলভোগ করিবে কে? পাপপুণ্যের ভাগী মানুষ হইবে কেন? যতদিন কামনা-বাসনা থাকে,ত তদিনই এই পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন। কামনা-বাসনা দূর হইলে, সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিলে, তখন পাপ-পুণ্য থাকে না—কারণ কর্তা তখন অব্যয় অকর্তা।

এখন একমাত্র প্রশ্ন রহিল—কোন্ কর্ম মানুষ করিবে? সন্ন্যাস সম্বন্ধে যেমন মতদ্বৈধ আছে, কর্ম বলিতে কি বুঝায় এই বিষয়েও বিস্তর মতভেদ আছে। গীতা সহজ বা স্বভাবনিয়ত কর্ম করিতেই বলিয়াছেন। এই সহজ বা স্বভাবনিয়ত কর্ম কি—এই নিয়াই যত মতভেদ। ইহার সাদা সরল অর্থ গ্রহণ করিলে দোষ কি? যার যে কাজ ভাল লাগে, তাই তার কর্ম এবং সেই কর্মই তাহার ধর্ম। স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ, আত্মনঃ তুষ্টিরেব চ—মনুর এই কথা এই স্থলে স্মরণীয়। কেবল ঈশ্বর প্রীত্যর্থে করিলেই হইল।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৮
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।...৪৯

গীতা ১৮শ অধ্যায়।

স্বধর্ম বিগুণ হইলেও শ্রেয়ান্, স্বভাবনিয়ত কর্মে পাপ নাই, সহজ কর্ম সদোষ হইলেও ত্যাগ করিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিগুণতা, কিল্বিষ এবং সদোষতার কথা কেন উঠে—একবার ভাবিয়া দেখিলে হয় না? পাপযোনি লোকও স্ব স্ব কর্ম করিয়া পরাগতি লাভ করিতে পারে—গীতা নবম অধ্যায়, ৩২শ শ্লোক। একেবারে পাপযোনি লোক!—তাও আবার তাহাদের স্ব স্ব কর্ম!! এর পরেও কি সংশয় আছে? তবে আরও শুনুন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১৯, ৪র্থ অধ্যায়।

ইহার পরেও সংশয়াত্মা লোকের কার্য-কর্ম সম্বন্ধে বুদ্ধিদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে বলিয়া, গীতা সবিশেষে বলিয়াছেন, কার্যাকার্য-বিচারে শাস্ত্রই প্রমাণ, কাজেই শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম করা উচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কোন্ দিকে বুঝিয়া শাস্ত্রকার তদনুরূপ তাহাদের কর্ম বিহিত এবং নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১, ১৮অঃ

ইহার পরেই বলা হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ সে জপ-তপ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করুক; ক্ষত্রিয় যে, তেজ শৌর্য-বীর্য যুদ্ধ তাহার স্বভাবজ কর্ম। কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম আর পরিচর্যা (চাকরী, মজুরী, service) শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম। এই বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ জোর গলায় বলিতেছেন—

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

তাহা হইলে মেথর মেথরের কাজ করিয়া, মুচি মুচির কাজ করিয়াও সংসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। সকলেরই যে জপ তপ যাগ যজ্ঞ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই—বরং ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যাহাদের জপ-তপ ভাল না লাগে, তাহাদের ভয়াবহ পরধর্মে অনধিকার চর্চা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ অর্জন করিবার প্রয়োজন নাই। অর্জুনের স্বধর্ম যুদ্ধ—যজন যাজনাদি পরধর্ম, কাজেই অর্জুনের পক্ষে ভয়াবহ—এই কথা নিয়াই ত গীতার আরম্ভ, গীতার শেষ।

উঠান ঝাঁট দিয়া, বাসন মাজিয়া, জুতা সেলাই করিয়াও কিরূপে সংসিদ্ধি লাভ করা যায়? আহার নিদ্রা শৌচ মলত্যাগ দন্তধাবন চাকরী (পরিচর্যা) প্রভৃতি সংসারের নিত্যকৃত নিত্যকৃত্য যাবতীয় কর্ম ধর্ম হইয়া উঠে কিরূপে?

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৩, ১৮অঃ।

স্বকর্মের দ্বারাও অভ্যর্চনা হয়—তাহাতে সিদ্ধিলাভও ঘটে। যুদ্ধের দ্বারা কর্তব্যকর্ম সাধনে আত্মীয়স্বজনের বধের দ্বারাও ভগবানের অর্চনা করা যায়—এবং কিরূপে যুদ্ধ, স্বজনবধ ভগবানের অভিমুখীন হয়—এই অভ্যর্চনাতত্ত্বই ত গীতার প্রতিপাদ্য।

সমাজের যাঁহারা নেতা উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহারা ইহার পদ্ধতিও নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। আজকাল উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু এককালে মিস্ত্রিও তার অস্ত্রখানায় ধূপ-ধূনা না দিয়া, কপালে না ঠেকাইয়া ভগবানের নাম স্মরণ না রাখিয়া কাজ আরম্ভ করিত না। এখনও আছে, অনেকে কলমটা কপালে না ঠেকাইয়া লিখিতে আরম্ভ করে না, বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া অন্নের গ্রাস মুখে দেয় না। ছোট বেলা দেখিয়াছি, তুলি ঢোলের পূজা না করিয়া তাহাতে কাঠি মারিত না। ইহার অর্থ অস্ত্রের পূজা, কলমের অর্চনা বা ঢোলের পূজা নহে আসলে ঐ আত্মসমর্পণ, ভগবদুদ্দেশ্যে সর্বকর্মসমর্পণ। আমরা ইহার অর্থ ভুলিয়া গিয়াছি, এখন ইহা আচারে পরিণত হইয়াছে।

এই যে শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম করার বিধি, ইহা বিশেষ বিধি—লোকের সুবিধার জন্য বলা হইয়াছে। সাধারণ বিধি হ'ল সহজ বা স্বভাবনিয়ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম করা—অভ্যর্চনা হিসাবে, নিমিত্ত-মাত্র হিসাবে, যন্ত্র-যন্ত্রী-ভাবে। যার যাহা ভাল লাগে, তার তাই কর্ম। কাহারো যদি সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া একান্তে উপাসনা করিতে ভাল লাগে, সে তাহাই করুক; আর কাহারো যদি স্ত্রী-পুত্র নিয়া সংসার করিতে ভাল লাগে সে তাহাই করুক; যার পায়খানা সাফ করিতে হয়, যার ঘর ঝাঁট দিতে হয়, যার মাংস বিক্রি করিতে হয়, সে তাহাই করুক। এইগুলি করিলেই ধর্ম হয় না, ভগবদর্চনা হয় না। কিরূপে এই সমস্ত কাজও ধর্ম হইয়া উঠে, তার জন্যই ত অত বড় গীতা।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিবেন—কাহারো মদ খাইতে ভাল লাগে, বদমায়েসি করিতে ভাল লাগে—তাহাতেই কি তার মুক্তি হইবে?

করুক দেখি ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে, জপোপাসনাবুদ্ধিতে মাতলামি, বদমায়েসি? তখন ইহার জবাব দিব। করুক দেখি কামনা-বাসনা-ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থ দ্বন্দ্ব পরিহার, তারই সঙ্গে মাতলামি বদমায়েসি? করুক দেখি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, আনুক দেখি সর্বকর্মে ভগবদর্চনার ভাব? তখন বুঝিব মাতলামি বদমায়েসি থাকে কিনা, তাহাতে মুক্তি হয় কিনা?

যাঁহারা ঐরূপ প্রশ্ন তোলেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন সাধক রামপ্রসাদের সেই কথা, মদ মাতালে মাতাল করে না, মন-মাতালে মাতাল করে। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন গোপী সাধনার মূল কথা কি? গোপীদের ত স্বামী পুত্র সংসার ছিল। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এমন সাধনপন্থাও আছে যাহাতে কারণ-বারিপান হেয় মনে করা হয় না। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে শিবকে নেশাখোর অথচ মদনারি, কৃষ্ণকে গোপীজনবল্লভ অথচ মদনমোহন কেন কল্পনা করা হইয়াছে। ভুলিয়া গিয়াছেন ব্যাধগীতার ব্যাধের কথা। তাঁহারা হয়ত বুঝিতে পারেন নাই, কোন্ ভাবে ভর্তৃহরি নরনারী সাহচর্যকে নরকভোগ, অন্নাদিভোগকে মলমূত্রভোগ, সাধারণ মানুষের জীবনকে বিষ্ঠাভোগী কীটজীবন বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা গোড়ার কথা ভুলিয়া বসিয়া আছেন। গীতায় ত স্পষ্টই বলা হইয়াছে, আসুরী সম্পদ্ অর্থাৎ দম্ভ দর্প ক্রোধ আসক্তি ইত্যাদি নিবন্ধের কারণ। ব্রাহ্মণ হউক, শূদ্রই হউক, তার নীচেও অন্ত্যজ থাকিলে অন্ত্যজই হউক—সকলেরই একটা সাধারণ ধর্ম আছে—উহার আসল কথা সত্ত্বসংশুদ্ধি, বা চিত্তশুদ্ধি। সাদা কথায় দিল ঠিক থাকা চাই। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে ইহার বর্ণনা আছে। এই কথা মনুস্মৃতিতেও আছে—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মুনিঃ॥

মনু, ৬৩ শ্লো, ১০ম অ।

এইজন্য মনু একেবারে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

যৎকর্ম কুর্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতন্তু বর্জয়েৎ॥ ১৬১, মনু ৪ অ।

আসলে সোণার পাথরবাটি হয় না। সত্ত্বসংশুদ্ধিও থাকিবে, মাতলামি বদ্‌মায়েসিও চলিবে—দুইটি যুগপৎ হয় না। সংসারের নেশা থাকিলে ভগবানে নেশা হয় না। রসো বৈ সঃ—তিনি রসস্বরূপ। সেই রসের আস্বাদ পাইলে রসগোল্লার রস বিরস হইয়া যায়। আর যতদিন সেই রসের স্বাদ পাওয়া না যাইবে, ততদিন রসগোল্লার রস থাকিবেই। একবার—কর্মই ধর্ম, একবার—

প্রাতরারভ্য সায়ং যাবৎ সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥

এই জ্ঞান হউক, তখন রসগোল্লার রস খাইলেও লোক রসগোল্লায় যাইবে না। মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে। সর্বভূতে প্রীতি, ঈশ্বরে সর্বকর্মসমর্পণ করিতে বলিয়া সংসারের বিষদাঁত ভাঙ্গা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছবি আঁকিয়া যদি সমস্ত গীতাশাস্ত্রের অর্থ পরিস্ফুট করিতে হয়, তাহা হইলে কালীমূর্তি যেমন হিন্দুর সমস্ত দর্শনের ছবি, তেমনই যুদ্ধরত পার্থসহ পার্থসারথির ছবিই গীতার চিত্র। যুদ্ধ কর্চ্ছেন অর্জুন—প্রপন্ন শিষ্য হিসাবে, চালাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার পক্ষপাত নাই, বিপক্ষে তাঁহার স্বীয় সৈন্যদল। অর্জুনের পক্ষপাত ছিল বলিয়াই, কর্তৃত্বাভিমান ছিল বলিয়াই ত গীতার উদ্ভব হইল। স্মরণ রাখা দরকার, যতক্ষণ পর্যন্ত অর্জুন বলিলেন না—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

ততক্ষণ অর্জুন যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই। অর্জুন যন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্রী।

ময়ৈব নিহতাঃ পূর্বমেব।

ভগবান্‌ই পূর্বে নিধন করিয়া রাখিয়াছেন, মহাধনুর্ধর সব্যসাচী নিমিত্ত মাত্র।

কিসের ভাবনা ভাবচ তুমি ?
ভাব্‌বার তুমি কে ?
যাঁর ভাবনা ভাব্‌ছেন তিনি।
ভাব তুমি তাঁকে।

কেবল নিধনের বেলায় কি তিনি ? নিধন একটা চূড়ান্ত উদাহরণ (extremo case)। সর্বকর্মের অধ্যক্ষই তিনি। এই কথাই বাঙলার বাউল তাহার অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে—

মনুয়ারে, তুই বেয়ে যারে দাঁড়।
তোর হাইল্যা বসে আছে মাঝি,
ভাবনা কি রে আর ?

পার্থসারথি ছবিরই প্রতিচ্ছবি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রায়ই বার বার কর্তব্যের দ্বন্দ্ব আসিয়া থাকে। এই যেন সেই প্রশ্ন—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি? গোপীরা কুলও ছাড়ে নাই, শ্যামও ছাড়ে নাই। দুইটিই কি করিয়া রাখা যায়, গোপীকুঞ্জে শ্যাম কি করিয়া আসে—ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা গীতা, বাস্তব উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণের জীবন-চরিত শ্রীমদ্‌ভাগবত।

সত্য কথা বলা ভাল, গুরুভক্তিও ভাল। এমনও হইতে পারে সত্য কথা বলিতে গেলে গুরুর অনিষ্ট হয়, আবার গুরুভক্তি দেখাইতে গেলে সত্যের অপহ্নব হয়। আইন অমান্য করা অবিধেয়—কিন্তু এমন আইনও হইতে পারে যাহা মানিতে গেলে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়। এখন কোন্‌টা করা উচিত, ইত্যাকার দ্বন্দ্ব মোহ সকলেরই হয়। একবার নয়, জীবনে বার বার হয়—যেমন অর্জুনের একবার হইয়াছিল! এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—

মামনুস্মর যুধ্য চ।

আমাকে ধ্যান কর আর যুদ্ধ করিয়া যাও। অর্থাৎ আমার উপর ফলের ভার দিয়া তোমার কাজ তুমি কর।

এমন অবস্থা হইতে পারে, যুদ্ধও ধর্ম্ম, স্বজনবধও ধর্ম, যুদ্ধ একটা চূড়ান্ত (extreme) উদাহরণ। সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম-দ্বন্দ্বেই এই একই উপদেশ।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায় অদ্বৈতবাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আবহমান কাল থেকে, বস্তুতঃ মানব-সভ্যতার প্রথম শুভ উষাগম থেকেই, নিগূঢ়তম দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থাদি বিরচিত হয়েছে, যাদের তুলনা জগতের ইতিহাসে সত্যই বিরল। আমাদের বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈন-সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক-মীমাংসা-বেদান্ত-প্রমুখ দর্শন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি, স্মৃতি, পুরাণ, শাক্ত-বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি ভারত-বাসীদের শাশ্বত জ্ঞানপিপাসা ও সত্যানুভূতির অমর সাক্ষীরূপে বিরাজ করছে। কিন্তু এরূপ অসংখ্য, অনুপম গ্রন্থরাজির মধ্যেও, মাত্র একটী গ্রন্থই যে যুগে যুগে ভারতবাসীর হৃদয়ের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে, চির-অম্লান শতদলের মতই শাশ্বত শোভায় প্রস্ফুটিত হয়ে থাকবে—তা' সত্যই এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারই সম্ভব হয়েছে ভারতের চির-আদরণীয়, জগতে অতুলনীয় দর্শন ও ধর্ম-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বারা। উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্ত দর্শন—এই তিন শাস্ত্রকে বলা হয় "প্রস্থান-ত্রয়ী" অথবা মুক্তিলাভের তিনটী উপায় স্বরূপ। কিন্তু এদের মধ্যেও গীতার প্রভাবই আমাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক, নিঃসন্দেহ। সমাজের উচ্চ-নীচ প্রত্যেক স্তরে এই গীতামৃতরস-ধারা প্রবেশ করে সংসার-তাপক্লিষ্ট, মুমুক্ষুগণকে সঞ্জীবিত ও তৃপ্ত করেছে। দর্শন-জিজ্ঞাসা, ধর্মালোচনা, প্রাত্যহিক জীবনের দিক্ থেকেই এই অপূর্ব গ্রন্থ সহস্র সহস্র বৎসর ধরে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে আসছে। সে জন্য পারিভাষিক দিক্ থেকে গীতা "শ্রুতি" পদবাচ্য না হয়ে "স্মৃতি" পদবাচ্য হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে 'Hindu Scripture' বা হিন্দু শাস্ত্র-গ্রন্থ বলতে গীতাকেই বোঝা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যই পূর্ববর্তী বেদোপনিষদের এবং পরবর্তী বেদান্তাদি দর্শনের সারবস্তু আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মবাদ, একেশ্বরবাদ, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিবাদ, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি এই একটী গ্রন্থেই এরূপ সরল, সুমধুরভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে যে, গীতা স্বভাবতঃই 'ভারত দর্শন-সার' রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বিশ্বে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে, তার মধ্যেও গীতাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। বহু পাশ্চাত্য মনীষী অকুণ্ঠচিত্তে গীতার নিকট তাঁদের অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করে গেছেন। সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে গীতাই সর্বপ্রথম ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে Charles Wilking কর্তৃক "The Song of the Adorable One" এই নামে ইংরাজীতে অনূদিত হয়। তারও বহুপূর্বে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত ও পরিব্রাজক আল্-বারুণী তাঁর প্রসিদ্ধ পার্সী ভারত-বিবরণীতে ("Tahkik-i-Hind" বা "An Enquiry into India") গীতা উদ্ধৃত করেছেন।

ভারতীয় পণ্ডিতগণও যুগে যুগে গীতাকেই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মগ্রন্থরূপে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। অন্য কোনো ভারতীয় গ্রন্থেরই এরূপ অসংখ্য সংস্করণ, টীকা-ভাষ্য, ব্যাখ্যা, অনুবাদ প্রভৃতি হয়নি। একমাত্র লণ্ডনস্থ India Office Libraryতেই গীতা সম্বন্ধীয় সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা সহস্রাধিক। ভারতের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ দার্শনিকবৃন্দই গীতার ভাষ্য রচনা করে স্ব স্ব মত প্রপঞ্চিত করেছেন। এমন কি, গীতায় প্রপঞ্চিত ঈশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ ও জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদের সম্পূর্ণ বিরোধী শঙ্করাচার্যও গীতাকে উপেক্ষা করতে সাহসী না হয়ে, গীতার ভাষ্য রচনা করে, গীতা যে অদ্বৈতমতানুসারী, তা প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন। এরূপে, প্রখ্যাত পঞ্চ-বেদান্ত-সম্প্রদায়-প্রপঞ্চক অদ্বৈতবাদী শঙ্কর, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক, দ্বৈতবাদী মধ্ব এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভ—প্রত্যেকেই গীতাভাষ্য রচনা করেছেন (নিম্বার্কের ভাষ্য অবশ্য বর্তমানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্রাপ্য)। এতদ্ব্যতীত যামুনাচার্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, কেশবভট্ট (নিম্বার্ক সম্প্রদায়), কল্যাণভট্ট, আঞ্জনেয়, । জয়রাম (কাশ্মীরি-শৈব-সম্প্রদায়), বলদেব বিদ্যাভূষণ (অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্প্রদায়), অদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতী, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ভক্তিবাদী শ্রীধর স্বামী, কাশ্মীরি-শৈব-সম্প্রদায়-ভুক্ত রাজানক রামকণ্ঠ, প্রখ্যাত আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন প্রমুখ বহু প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর গীতাভাষ্য রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

গীতার অসংখ্য ভাষ্যের মধ্যে শঙ্কর-ভাষ্যই প্রাচীনতম ও প্রসিদ্ধতম। শঙ্করের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপক্ষ রামানুজের গীতাভাষ্যও বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। বেদোপনিষদের যুগ থেকেই ভারতে দু'টী দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ দেখা যায়—একতত্ত্ববাদ, (Monism বা Absolutism) এবং একেশ্বরবাদ (Monotheism)। অতি সংক্ষেপে, প্রথম মতানুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য, জীব-জগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র, অর্থাৎ, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন; শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির সাধক। দ্বিতীয় মতানুসারে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, এই ত্রিতত্ত্ব সমভাবে সত্য; জীবজগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র নয়; জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন; জীব ব্রহ্মের চিরসেবক ও নিত্যদাস বলে ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হ'তে পারে না; ভক্তিই মুক্তির সাধন। এই দু'টী দার্শনিক মতবাদের প্রধান প্রপঞ্চকরূপে অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁরা দুজনে দু'দিক্ থেকে কিভাবে গীতাকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, তা' অতি কৌতূহলোদ্দীপক, জ্ঞানপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। অন্যান্য ভাষ্যগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদেরই পুনঃ প্রপঞ্চনা মাত্র। সেজন্য গীতায় অদ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে কি না, এই আলোচনা প্রসঙ্গে, গীতার প্রাচীন ভাষ্যসমূহের মধ্যে শঙ্কর ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজের গীতাভাষ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বিবরণী প্রদান করা হচ্ছে।

ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বরবাদ

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, শঙ্করের ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বরবাদ গীতায় সমর্থিত হয়েছে, কি না। নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে ভেদবাদ শঙ্করের অদ্বৈতমতের একটী প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ, শঙ্করের মতে, কেবল ব্যাবহারিক স্তরেই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের (Personal God) প্রশ্ন উঠে —যে স্তরে জীবজগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট কার্যরূপে এবং জীব ঈশ্বরোপাসকরূপে ঈশ্বর থেকে ভিন্নাভিন্ন। কিন্তু পারমার্থিক স্তরে, সৃষ্টকার্য জীবজগতের ন্যায় সৃষ্টিকারণ ঈশ্বরও বাধিত ও মিথ্যা হয়ে যান, কেবলমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মই বিরাজ করেন। গীতার বহু স্থলে, প্রায় পঞ্চান্নবার, "ব্রহ্ম" শব্দটীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই "ব্রহ্ম" শব্দের আক্ষরিক বা শাঙ্করীয় অর্থ গ্রহণ করলে, শঙ্করের নিজেরই বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেজন্য, শঙ্কর স্বমত রক্ষার্থে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকটীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাসলাভ দুষ্কর, কর্মযোগনিষ্ঠ মুনিই অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন ("ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি")। কিন্তু এই অর্থ শঙ্করমতবিরোধী হওয়ায়, শঙ্কর এস্থলে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "সন্ন্যাস" বলে গ্রহণ করেছেন ("সংন্যাসো ব্রহ্মোচ্যতে")। অর্থাৎ, তাঁর মতে, এই শ্লোকটীর অর্থ হ'ল এই যে, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হ'লে, জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞানমূলক কর্ম-সন্ন্যাস বা কর্মত্যাগ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এই অর্থ শ্লোকের আক্ষরিক অর্থের বিপরীত। রামানুজ অবশ্য এক্ষেত্রে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "আত্মা" বলে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর মতে নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা জ্ঞানযোগ এবং আত্মলাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়ে দশম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যিনি ব্রহ্মে সকল কর্ম নিবেদন ক'রে নিষ্কামভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি পাপলিপ্ত হন না। এস্থলে, শঙ্কর ও রামানুজের মতে, "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ যথাক্রমে "ঈশ্বর" ও "প্রকৃতি"।

চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন; "মহদ্ ব্রহ্মই আমার যোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা"। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ের মতেই, এস্থলে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "প্রকৃতি।"

চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে শঙ্কর স্বীয় মতানুযায়ী ব্রহ্ম ও ঈশ্বরবাদ প্রপঞ্চনা করেছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, "আমি অমৃত, অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।" শঙ্করের মতে, এস্থলে "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "ঈশ্বর-শক্তি" অথবা "সবিকল্প" বা "সোপাধিক ব্রহ্ম" অর্থাৎ ঈশ্বর, এবং "আমি" শব্দের অর্থ "নিরুপাধিক ব্রহ্ম" বা "পরব্রহ্ম"। রামানুজের ব্যাখ্যানুসারে, "ব্রহ্ম" ও "আমি" শব্দ যথাক্রমে "জীব" ও "কৃষ্ণ" বা পরমেশ্বরের দ্যোতক। এই শ্লোকে "ব্রহ্ম" শব্দের সঙ্গে "অমৃত" ও "অব্যয়" বিশেষণ সংযোজিত থাকায়, "ব্রহ্ম" শব্দের "সগুণ ব্রহ্ম" বা শাঙ্করীয় অর্থে "ঈশ্বর" অর্থগ্রহণ অনুচিত বলে মনে হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকেও একইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মের আশ্রয় ও আধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে: "যা জ্ঞাতব্য বস্তু, যা জেনে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, তা' তোমাকে বলব: তা' হ'ল অনাদি, মৎপর ব্রহ্ম ("অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম")। শঙ্কর এস্থলে "অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম" এই পংক্তিটীর "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" এই পাঠ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ, অনাদি, পরব্রহ্মই জ্ঞাতব্য বস্তু ও অমৃতত্ব লাভের উপায় স্বরূপ। রামানুজ অবশ্য "অনাদি মৎপরং" পাঠই গ্রহণ করেছেন।

উপরের এই দু' একটী দৃষ্টান্ত থেকেই দেখা যাবে যে, গীতার শাঙ্করীয় অর্থে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে ভেদ করা হয়নি, এবং সগুণ ব্রহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরকে পারমার্থিক স্তরে বাধিত বা মিথ্যা বলে গ্রহণ করে, একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যতাও স্বীকার করা হয়নি। উপরন্তু, সমগ্র গীতাতে, ইংরাজীতে যাঁকে বলে Personal God—সেই ভক্তের ভগবানেরই জয়গাথা গীত হয়েছে।

মায়াবাদ

শঙ্করের মায়াবাদও গীতায় প্রপঞ্চিত হয়েছে কি না, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারে। ভগবদ্গীতায় পাঁচটী স্থানে "মায়া" শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং শঙ্কর সাধারণতঃই সেই সকল স্থলে স্বমতের মূলীভূত মায়াবাদের প্রপঞ্চনা করতে প্রচেষ্টা করেছেন। যথা, চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: "আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও, স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে, আত্ম-মায়ায় আবির্ভূত হই। ("সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া")। অবতারবাদবিরোধী শঙ্কর এটী এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:—"..... সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্ম-মায়য়াত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ"—অর্থাৎ মায়াশক্তি বা প্রকৃতির সাহায্যে পরব্রহ্ম দেহধারী হয়ে যেন ভূতলে জাত হন—এরূপ প্রতীতি হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সকলই মিথ্যা মায়া মাত্র, ব্রহ্মের অবতাররূপে জন্ম পারমার্থিক সত্য নয়। এর পরের সেই সুবিখ্যাত শ্লোকও (৪-৭)—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"—

শঙ্কর এইভাবে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন—"তদা আত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া।"

এরূপে দু'বার "ইব" এবং একবার "মায়য়া" শব্দ যোগ করেই কেবল শঙ্কর অতি কষ্টে নিজের মায়াবাদ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন সত্য; কিন্তু মূলের অর্থ তাতে রক্ষিত হয়নি, নিঃসন্দেহ। রামানুজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্য এরূপ স্থলে কোনই অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি, কারণ তিনি ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাসী। তাঁর ও মধ্বের মতে, এই শ্লোকে "মায়া" শব্দের অর্থ "জ্ঞান", এবং "প্রকৃতি" শব্দের অর্থ "স্বভাব"। বল্লভ মতানুসারে, "মায়া" শব্দ "শক্তি"-দ্যোতক।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক ব্যাখ্যা কালেও, শঙ্কর "ইব" শব্দ সংযোগে মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে: "ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় সর্বভূতকে পরিভ্রমণ করাচ্ছেন। শঙ্করের ব্যাখ্যা এরূপ :— "যন্ত্রারূঢ়ানি অধিষ্ঠিতানীব ইতি ইব-শব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। যথা দারুকৃত-পুরুষাদীনি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ছদ্মনা ভ্রাময়ংস্তিষ্ঠতি।" অর্থাৎ, যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার মতই ঈশ্বর জীবগণকে সংসার-রঙ্গমঞ্চে নাচাচ্ছেন ও বিভ্রান্ত করছেন। এস্থলে "মায়া" শব্দ "বিভ্রান্তি", "ছলনা" বা "প্রতারণা" এই শাঙ্করীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রামানুজের মতে, "যন্ত্রারূঢ়ানি" শব্দের অর্থ "দেহেন্দ্রিয়াবস্থং প্রকৃত্যাখ্যং যন্ত্রমারূঢ়ানি" এবং "মায়য়া" শব্দের অর্থ "সত্ত্বাদিগুণময্যা মায়য়া"। অর্থাৎ অন্তর্যামী ঈশ্বর দেহবদ্ধ জীবকে সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা চালিত করছেন।

এরূপে শাঙ্করীয় মায়াবাদেরও কোন প্রমাণ ভগবদ্গীতায় নেই। গীতায় "মায়া" শব্দের অর্থ "প্রকৃতি", যেমন সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে এই মায়াকে "গুণময়ী" বলা হয়েছে। এই "মায়া" প্রকৃতি বা অচিৎ-শক্তির সাহায্যে, ঈশ্বর অবতাররূপ ধারণ করেন (৬-৬); এই ত্রিগুণাত্মিকা "মায়াই" জীবের নিকট থেকে ঈশ্বরের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রেখেছে (৭-২৫) এবং জীবের জ্ঞান অপহরণ করে রেখেছে (৭-১৫); ঈশ্বরের ভজনা ভিন্ন এই "মায়া"ই দুরতিক্রমণীয় (৭-১৪)। শঙ্করও অবশ্য "মায়া" শব্দকে "প্রকৃতি" অর্থে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর মতানুসারে, এই প্রকৃতি মিথ্যা মাত্র এবং জগৎসৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্ম জীবকে ছলনাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছেন মাত্র। কিন্তু গীতায় "প্রকৃতিকে" সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, মিথ্যা বা ছলনা অর্থে নয়। ঈশ্বরের ব্যক্তরূপ (কিন্তু মিথ্যা নয়) প্রকৃতি বা জগতে ভুলে, অজ্ঞ জীব ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়— এইটীই কেবল গীতার বলবার উদ্দেশ্য।

মোক্ষ

ভগবদ্‌গীতায় মুক্তি বা মোক্ষকে চরম লক্ষ্য বা জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হ'লেও মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ বর্ণনাই অধিক পাওয়া যায়। যেমন, মুক্তির অর্থ মৃত্যু, পুনর্জন্ম ও দুঃখক্লেশাদি থেকে পরিত্রাণ (৪-৯) ইত্যাদি। তাছাড়াও বলা আছে যে মুক্তি ব্রহ্মের নিকট গমন "গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" (৮-২৪) এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিঃ "স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি" (৫-২৪)। কিন্তু এই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির অর্থ নিয়ে বেদান্ত দর্শনে যে বহু বাগ্‌বিতণ্ডার উদ্ভব হয়েছে—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয়, অথবা কেবল ব্রহ্ম সদৃশই হয় মাত্র—সে বিষয়ে কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার গীতায় নেই, যদিও একস্থানে বলা আছে যে মুক্ত জীব ঈশ্বরের সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয় বা ঈশ্বরসদৃশ হয়—"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ (১৪-২)। শঙ্কর অবশ্য "সাধর্ম্য" শব্দকে "মৎসাম্যং" বা মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা এবং রামানুজ "মৎসাম্যং" বা মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের সদৃশতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। মুক্ত অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ বিশদ বিবরণী না থাকায়, শঙ্কর ও রামানুজের অনায়াসে স্ব স্ব মতপোষক ব্যাখ্যাগ্রহণে বাধা ঘটে নি।

সাধন

সাধনাবলীর দিক্ থেকেও, শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানবাদের কোনো প্রমাণ গীতায় নেই। উপরন্তু, গীতায় নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রপত্তি এবং ভগবৎপ্রসাদকে মুক্তির সাধন বা উপায়স্বরূপ বলে বিভিন্ন শ্লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণনা করা হয়েছে। যথা, পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কর্মযোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মলাভ করেন। এই একই অধ্যায়ের ১২ শ্লোকেও বলা হয়েছে যে, নিষ্কাম কর্মযোগিগণ কর্মফল ত্যাগ করে শাশ্বত শান্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। গীতার শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়েও ৫৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যিনি তাঁকেই আশ্রয় করে সর্বকর্মে লিপ্ত থাকেন, তিনি শাশ্বত অব্যয়-পদ প্রাপ্ত হন। গীতায় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বারংবার, বিশেষ ভাবে নিষ্কাম কর্মযোগকে ঈশ্বর-লাভের উপায় বলে স্বীকার করা হয়েছে। পুনরায়, জ্ঞানকেও মুক্তির সাধনরূপে গ্রহণে গীতাকার পশ্চাৎপদ হন নি। যেমন, চতুর্থ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যিনি ভগবানের দিব্য জন্মকর্ম বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি ভগবান লাভ করেন। একই ভাবে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিকেও মোক্ষসাধন বলে প্রপঞ্চনা করা হয়েছে। যেমন, অষ্টম অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে পরমপুরুষ যে অনন্যাভক্তির দ্বারাই লভ্য, তা' স্পষ্ট বলা আছে। এরূপে নিষ্কামকর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-সমুচ্চয়বাদই গীতার অভিপ্রেত বলে মনে হয়।

শুদ্ধজ্ঞানবাদী শঙ্করকে সেজন্য তাঁর গীতাভাষ্যে বহু স্থলেই কষ্ট-কল্পনা, অহেতুকী শব্দ-সংযোজনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। গীতায় মোক্ষে অধিকারের দিক্ থেকে নিষ্কামকর্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কোনো তারতম্য করা হয় নি: বরং কর্মযোগকে কর্ম-সংন্যাস বা কর্মত্যাগ অপেক্ষা শ্রেয় পর্যন্ত বলা হয়েছে (৫-২)। এবং গীতার শেষে, শ্রীভগবানের সর্বগুহ্যতম, পরমহিতকর, পরমবাক্য রূপে বলা হয়েছে যে, যিনি ঈশ্বরভক্ত ও সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে, ঈশ্বরশরণাগত হন, তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর পাপমুক্ত করেন (১৮-৬৫, ৬৬)। তা সত্ত্বেও শঙ্কর মোক্ষ-বিষয়ক শ্লোক ব্যাখ্যাকালে সেগুলি যে কেবল সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ, কর্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এরূপ অন্যায্য প্রভেদ করেছেন। যথা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি ভাষ্যে বলছেন: "সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং সন্ন্যাসিনাং সদ্যোমুক্তিরুক্তা, কর্মযোগশ্চ ঈশ্বরার্পিতসর্বভাবেনেশ্বরে ব্রহ্মণ্যাধায় ক্রিয়মাণঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্বকর্মসংন্যাসক্রমেণ মোক্ষায়েতি" (৫-২৭)। অর্থাৎ, তাঁর মতে, কেবল জ্ঞান ও কর্মত্যাগই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন, কর্ম নয়, কর্ম কেবল চিত্তশুদ্ধিপূর্বক জ্ঞানোদয়ের সহায়ক মাত্র। কিন্তু গীতার মূল পাঠ ধরলে, এই মতের পোষকতা পাওয়া যায় না। উপরন্তু নিষ্কাম কর্মযোগকেই গীতার শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য বস্তু বলা চলে। কিন্তু শঙ্কর যে যে শ্লোকে কর্মযোগ নিঃসন্দেহে বিহিত হয়েছে, সেই সকল শ্লোকে "অজ্ঞ" এই বাক্যসংযোজন করে, সেগুলি যে কেবল সাধারণ জনের প্রতিই প্রযোজ্য, তা প্রমাণ করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন ("অজ্ঞ ইতি বাক্যশেষঃ ইতি। সাংখ্যানাং পৃথক্‌করণাদজ্ঞানামেব হি কর্মযোগঃ ন জ্ঞানিনাম্" ৩-৫)। এবং যে যে ক্ষেত্রে কর্মযোগকেই "ত্যাগ" বলা হয়েছে, সেই সকল ক্ষেত্রে তিনি সেই বর্ণনাকে স্তুতিমূলক ও গৌণার্থে গ্রহণীয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন (("ত্যাগীতি স্তুত্যভিপ্রায়েণ" ১৮-২)।

গীতার কর্মযোগ সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির মত ভক্তিযোগমূলক শ্লোকগুলির অর্থ ব্যাখ্যা কালেও শঙ্করকে সমান অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তিনি হয় নিরুপায় হয়ে অতি অল্প কথায় "ভজনম্ ভক্তিঃ" (৮-১০) বলে কোনো ব্যাখ্যা না করে (৯-১৪,২৬,২৯ ইত্যাদি) সেরেছেন; নয় "ভক্তি" শব্দের অর্থ "জ্ঞান" বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। (৮-২২; ১৮-৫১,৫৫ ইত্যাদি)। যথা, অষ্টম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে "ভক্ত্যা অনন্যয়া" বা অনন্যা ভক্তির তিনি এই অর্থ করেছেন: "স ভক্ত্যা লভ্যস্তু জ্ঞানলক্ষণয়াঽনন্যয়াত্ম-বিষয়য়া", অর্থাৎ, পরমপুরুষ অনন্য আত্মজ্ঞান দ্বারাই লভ্য।

এই দু'একটী দৃষ্টান্ত থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হ'বে যে, এরূপে স্বীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধজ্ঞানবাদ রক্ষা করতে শঙ্করকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, এবং অকারণ শব্দ-সংযোজন, এক শব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক্ আরেক শব্দের একীকরণ, মুখ্যার্থকে গৌণার্থে গ্রহণ প্রভৃতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। রামানুজের ব্যাখ্যা এসব ক্ষেত্রে অনেক অধিক মূলানুসারী ও গ্রহণযোগ্য।

উপসংহার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ঠিক কোন্ দার্শনিকতত্ত্ব এবং ঠিক কোন্ একটি সাধনপ্রণালী—প্রপঞ্চিত হয়েছে, সে বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। কিন্তু এ বিষয় নিঃসন্দেহ যে, এতে শাঙ্করীয় অদ্বৈতবাদের স্থান নেই। গীতার ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অদ্বৈতবাদিগণের নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম একেবারেই নন। তিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর থেকেও উত্তম "পুরুষোত্তম" (১৬-১৮), তিনি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা (১৪-২৭)। এই পুরুষোত্তম নির্গুণ হয়েও সগুণ (১৩-১৪), বিশ্ববহির্ভূত হয়েও বিশ্বলীন (১০-৪৩), অনন্ত অসীম হয়েও হৃদিস্থিত (১৫-১৫, ১৩-১৭) অজ অব্যয় হয়েও অবতার রূপে অবতীর্ণ (৪-৬)। সমগ্র জীবজগৎ তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়েও, অংশরূপে ভিন্ন (১৫-১৭)। এরূপে গীতার "পুরুষোত্তম" অদ্বৈত-বেদান্ত মতানুসারী, শুদ্ধজ্ঞানলভ্য, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা Absolute নন; বৈষ্ণব বেদান্ত মতানুসারী কর্মজ্ঞান-ভক্তিলভ্য, সগুণ, সবিশেষ ঈশ্বর, ভগবান্ বা Personal God—যাঁর স্থান কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মেরও উপরে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সুবিখ্যাত "Eassays on Gita"তে সত্যই বলেছেন—

"But the Gita is going to represent Iswara, the Purushottama, as higher even than the still and immutable Brahma and the loss of the ego in the Impersonal comes only as a great and initial step toward Union with

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Purushottama. This is the supreme, divine God, who possesses both the infinite and the finite, and in whom the personal and the impersonal, the one self and the many existences are united."

এই মত সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর মত বিরোধী বলে, শঙ্কর তাঁর অতুলনীয় ধীশক্তি ও তর্ককুশলতার সাহায্যেও তাঁর গীতাভাষ্যে অদ্বৈতবাদ স্থাপনে সমর্থ হন নি। অপর পক্ষে, এই উভয় দিক্ থেকে শঙ্করের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়েও, বৈষ্ণব-বৈদান্তিক রামানুজের গীতাভাষ্য বহুলাংশে অধিক মূলানুসারী ও প্রামাণিক।

পরিশেষে একটী বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। যুগে যুগে বহু বিভিন্ন টীকা-ভাষ্যকার গীতার বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন সত্য, কিন্তু গীতার প্রধান বাণী সম্বন্ধে সকলেই একমত। সেই বাণী ভারতেরই চিরন্তনী বাণী : "আত্মানং বিদ্ধি"—"আত্মাকেই জান"। এই আত্মতত্ত্বই গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গীতা বলেছেন যে, আত্মজ্ঞান আত্মোপলব্ধি ব্যতীত মানবের মুক্তি নেই ; এবং এই উপলব্ধি স্বপ্রচেষ্টালভ্য—সাধনা ব্যতীত ঈশ্বরকৃপালাভও অসম্ভব, সেজন্য ভগবৎ-প্রসাদধন্য জীবও প্রকৃত-পক্ষে নিজেই নিজের মুক্তি-সাধন করেন। আত্মসাধনা বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই ওজস্বিনী বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, শেষ করছি :—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ (৬-৫,৬)

আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করবে ; আত্মাকে অবসন্ন বা নিম্নগামী করবে না। কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। যে আত্মা আত্মা দ্বারা জিত হয়েছেন, সেই সংযত আত্মাই আত্মার বন্ধু ; কিন্তু যে আত্মা আত্মা দ্বারা জিত হন নি, সেই অসংযত আত্মাই আত্মার শত্রু।"

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য ও টীকাকারগণ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভগবদ্‌গীতা শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাক্‌লেও সর্বদিক থেকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মহাভারতেরই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং ভগবদ্‌গীতাপ্রপঞ্চিত তত্ত্ব মহাভারতের সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহাভারতের ঘটনাসম্পর্কিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়স্থ বিষয়কে রূপকরূপে নির্দিষ্ট করবার যতই প্রচেষ্টা হোক, সে প্রচেষ্টা স্বকীয় মতবাদ পোষণের অন্যতর উপায় মাত্র, তা'তে গীতা শ্রীমন্‌মহাভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, এ প্রকারের প্রতীতি মোটেই উপজায়মান হয় না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভীষ্মপর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে আরম্ভ হয়েছে এবং শেষ হয়েছে উক্ত পর্বের দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়ে। মোট আঠারটী অধ্যায়ে এ অনবদ্য গ্রন্থ সমাপ্ত।

মহাভারতের অতুলনীয় গৌরব শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অধিকতর আত্মপ্রকাশ করেছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে। কিন্তু সর্বাংশে মহাভারতের মত সমৃদ্ধ এবং মহিমময় গ্রন্থ ভূতলে আর কদাপি আত্মপ্রকাশ করেনি। মহাভারতের একস্থানে লিখিত আছে—"দেবতারা একদা সমবেত হয়ে তুলাযন্ত্রের একদিকে চারি বেদ এবং অন্যদিকে ভারতসংহিতা রাখ্‌লেন, কিন্তু পরিমাপকালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বগুণে অধিক হল। তদবধি দেবতারা একে মহাভারত নামে অভিহিত করলেন।" বেদব্যাস স্বয়ং বলেছেন—"ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছি, এতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এ সকলের সারসঙ্কলন, ইতিহাস ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাণের অনুসরণ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করেছি, এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম ও আশ্রম লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্বর্ণ্য বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা এ সকলের বিবরণ প্রকাশ করেছি; ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন তার তত্ত্বানুসন্ধান, অতি পবিত্র তীর্থস্থান ও পুণ্যক্ষেত্র এরও কীর্তন করেছি; নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন—এদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধকৌশল, জাতিবিধানে লোকযাত্রাবিধান —এ সকলের সুস্পষ্ট নিরূপণ করেছি।"

একলক্ষ শ্লোকপরিমিত বিশাল ভারতগ্রন্থের সম্বন্ধে মহাভারতেই কথিত আছে—"এই মহাভারত একটী বৃক্ষস্বরূপ। সহস্রাধ্যায় এর বীজভূত; পৌলম ও আস্তিক পর্ব এর মূল; সম্ভবপর্ব স্কন্ধ, সভা এর বিটঙ্ক, অরণ্যপর্ব পর্বস্বরূপ; বিরাট ও উদ্যোগপর্ব এর সার; ভীষ্মপর্ব শাখা; দ্রোণপর্ব পত্র; কর্ণপর্ব পুষ্পস্বরূপ; শল্যপর্ব সুগন্ধ; স্ত্রী ও ঐষিকপর্ব এর সুশীতল ছায়া; শান্তিপর্ব এর মহাফল; অশ্বমেধপর্ব অমৃতরস; আশ্রমবাসিকপর্ব এর আশ্রয়স্থান এবং মৌষলপর্ব এই বৃক্ষের অগ্রভাগ।"

এই মহাবৃক্ষের সুস্বাদুতম ফল—শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পাণ্ডবেরা অঙ্গীকার অনুসারে দ্বাদশ বৎসর কাল বনবাস এবং এক বৎসর কাল অজ্ঞাত বাস করে—আপনাদের রাজ্যধন পুনঃ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন, কিন্তু বিনা যুদ্ধে দুর্যোধন সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও দিতে অস্বীকৃত হলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের সভায় সমাগত হয়ে তাঁকে বিবিধ যুক্তিসহকারে সন্ধি সংস্থাপনপূর্বক বিবাদের অবসান করার জন্য পরামর্শদান করলেন। কিন্তু ক্রূরহৃদয় দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে অবমাননা করতে উদ্যত হলেন। তখন অগত্যা পাণ্ডবগণকে কৌরবের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা করতে হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সংগ্রামে নিখিল ভারতের নৃপতিমণ্ডলী কুরু বা পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করলেন। কৌরবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করলেন। এক (অক্ষৌহিণীতে ২১,৮৭০টী রথ, ২১৮৭০টি হস্তী, ৬৫৬১০টী অশ্ব, ১০৯৩৫০ জন পদাতি থাকা আবশ্যক); পাণ্ডবপক্ষেও সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হলো। উভয়পক্ষের সৈন্যদল সঙ্কলন করলে দেখা যায়,—মোটের উপর ৩৯৩৬৬০টী রথ, ৬৯২৬৬০ হস্তী, ১১৮০৯৮০ অশ্ব এবং ২৯৬৮৩০০ পদাতি কুরুক্ষেত্রের সমরক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিল। সমদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের অর্বুদ নারায়ণী সেনা কুরুপক্ষে প্রদান করে স্বয়ং যুদ্ধবিমুখভাবে অভিন্নহৃদয় বন্ধু অর্জুনের সারথিত্ব গ্রহণ করলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে যখন উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য সমুপস্থিত, তখন বিজয়াভিলাষী ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধবৃত্তান্ত জানবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর অমাত্য সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংদর্শনপূর্বক সকল বৃত্তান্ত, এমন কি মনোগত ভাবও পরিজ্ঞাত হয়ে অবিকল বিবৃত করবার ক্ষমতা প্রদান করলেন।

উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল যখন যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত, সৈন্যকোলাহলে এবং শঙ্খধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন, তখন ক্ষমতাসত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনকে নিহত করতে অর্জুনের অনিচ্ছার উদয় হলো। অবসন্নহৃদয় অর্জুনকে লক্ষ্য করে ভগবান্ তখন ধর্মতত্ত্ব ও কর্তব্যনির্দেশ করার উদ্দেশ্যে সকল ধর্মের সার গীতাস্বরূপ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র পরিব্যক্ত করলেন। গ্রন্থের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের ও অর্জুনের কথোপকথন এবং পর্যায়ক্রমে অর্জুনের প্রোৎসাহজাগৃতি এবং কর্তব্যনির্ধারণ প্রয়াস এত সুপ্রকট যে, মহাভারতের যুদ্ধের পটভূমিকা থেকে এ গ্রন্থকে বিচ্ছিন্ন করলে এ গ্রন্থের গৌরব সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়, এবং বক্তব্য অপ্রকট থাকে।

গ্রন্থের প্রকৃত বক্তব্যের সঙ্গে সংযোগ সংরক্ষণপূর্বক ব্যাখ্যা করলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্কাম কর্মকেই মোক্ষের উপায় এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু বলে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু যুগে যুগে গীতার যে ভাষ্য, ব্যাখ্যা প্রচার হয়েছে, তা' বিশ্বাস করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিকগণ স্ব স্ব মতের পোষণপূর্বক গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে গীতার অর্থ অনেকেরই কাছে সন্দেহপরিবৃত। গীতার সত্য মতবাদ কি— এ নিশ্চয় করা সহজসাধ্য নয়।

অনেক ভাষ্য ও টীকাকার গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়কে ষট্‌ক হিসাবে ভাগ করে নিয়ে তিনটী সম্পুটকে গীতার মতবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে—এই ব্যাখ্যা করেন। অনেকে গীতার জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ বা জ্ঞানভক্তি বা জ্ঞানভক্তিকর্মসমুচ্চয়বাদই লক্ষ্যীভূত মনে করেছেন এবং তদনুযায়ী সমগ্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন। গীতাব্যাখ্যাতৃমণ্ডলীর অভিপ্রায় এখানে বিবৃত করার পূর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমগ্র বিশ্বে কীদৃশ প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করছি। এক অতি বিস্তৃত ইতিহাসকে সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে এই বল্‌তে হয় যে, জগতে এমন বড় মনীষী খুব কমই আছেন যিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হন নি। গ্রীক্, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি প্রাচীন এবং পৃথিবীর যাবতীয় আধুনিক ভাষায় ভগবদ্গীতা অনূদিত বা ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী (বর্তমানে Common Wealth Relationsএর Library) এবং অন্যান্য বড় বড় লাইব্রেরীর পর্যালোচনায় ঈদৃশ দুই হাজারের অধিক স্বতন্ত্র ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। ভগবদ্গীতার নয়টী স্বতন্ত্র সূচী আছে এবং অসংখ্য অংশ বিশেষ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ভগবদ্গীতার যে সকল টীকাটিপ্পনী, ব্যাখ্যা, ভাষ্য বিরচিত হয়েছে তার একটী চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে :—

১। শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অন্বয়বোধিনী। কলিকাতা, বাণী প্রেস, ১৯০৯।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। কৃষ্ণমোহন শর্ম-কৃত অন্বয়বোধিনী টীকা। বৌম্বে পাঠক প্রিন্টিং প্রেস, ১৯২৪।

৩। গণেশ পাঠক-কৃত বালবোধিনা, লাহোর, বৌম্বে প্রেস, ১৯২৮।

৪। রাঘবেন্দ্র যতি-কৃত গীতার্থসংগ্রহ। পুনা, চিত্রমালা প্রেস, ১৯২৭।

৫। দেবদত্তশর্ম-কৃত গীতার্থবিবেচনাপ্রকরণ (গ্রন্থকারকৃত বেদান্ত-সিদ্ধান্তমতমার্তণ্ড গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)।

৬। আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্যকৃত গীতাভাষ্য॥ মাধ্বভাষ্যের উপরে জয়তীর্থ-কৃত প্রমেয়দীপিকা এবং তদুপরি শ্রীনিবাসতীর্থ কৃষ্ণাচার্যকৃত ভাবপ্রকাশ। (বৌম্বে, মহাদেব গণেশ জানোরীকরের প্রেস, ১৮৮৭ ও নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ)॥

৭। রামানুজভাষ্য॥ তদুপরি বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্যের তাৎপর্য চন্দ্রিকা (শ্রীবাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম, ১৯০৭ ও আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরীজ, ৯২)॥

৮। শঙ্করভাষ্য॥ তদুপরি আনন্দগিরির টীকা (বিবরণ, বিনির্ণয় বা ব্যাখ্যান)॥

৯। রামরায়-কৃত ভাষ্যার্কপ্রকাশ। বেজওয়াডা, শ্রীবাণী প্রেস, ১৯১৮।

১০। জয়রাম-কৃত গীতার্থদীপিকা বা গীতা-সারার্থ-প্রকাশ। ২ খণ্ড। কাশী, মেডিকেল হল প্রেস, ১৯২২।

১১। গীতাটীকা, বিনোদবিহারী ও রামরূপ বিদ্যাবাগীশ-কৃত। কলিকাতা, গুপ্ত প্রেস, ১৯১৮।

১২। লক্ষণাচার্য-কৃত গীতোপন্যাসদর্পণ। তিন খণ্ড। মাদ্রাজ, ডিক্‌সন প্রেস, ১৯২৪।

১৩। কালীধন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত গীতাব্যাখ্যান। কলিকাতা, হ্যারল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯১৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪। উত্তমানন্দ ব্রহ্মচারি-কৃত গীতাব্যাখ্যা। কলিকাতা, গোবর্ধন প্রেস, ১৯১৬॥

১৫। ধনপতি সূরি-কৃত ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা। রত্নগিরি, জগন্মিত্র প্রেস, ১৮৮০।

১৬। নীলকণ্ঠ-কৃত ভাবদীপিকা। (নির্ণয়সাগর প্রেস, সংস্করণ।

১৭। সদানন্দ-কৃত ভাবপ্রকাশ। বৌম্বে, গুজরাতী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯১২—১৩।

১৮। সুমতীন্দ্রতীর্থ-কৃত ভাবরত্নকোষ। বৌম্বে, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৭-১৮।

১৯। বেঙ্কটনাথ-কৃত ব্রহ্মানন্দগিরিব্যাখ্যা। শ্রীরঙ্গম, বাণীবিলাস প্রেস, ১৯১২।

২০। বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত গীতাভূষণভাষ্য। কলিকাতা, গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯২৪।

২১। অভিনবগুপ্ত-কৃত গীতার্থসংগ্রহ। নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

২২। রাঘবেন্দ্র-কৃত গীতার্থসংগ্রহ। গুজরাতী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯১২—১৩।

২৩। যামুনাচার্য-কৃত গীতার্থসংগ্রহ। তদুপরি বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য-কৃত গীতার্থসংগ্রহরক্ষা। (কোজ্জিবেরম্, সুদর্শন প্রেস, ১৯০১)

২৪। বরাবর মুনি-কৃত গীতার্থসংগ্রহদীপিকা। কোজ্জিবেরম্ সুদর্শন প্রেস, ১৯০৬।

২৫। গয়াপ্রসাদ শাস্ত্রি-কৃত গীতা-তাৎপর্যবোধিনী। এলাহাবাদ, রামনারায়ণ লাল, ১৯২৬।

২৬। মধুসূদন সরস্বতী-কৃত গূঢ়ার্থদীপিকা। আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, ৪৫। তদুপরি ধর্মদত্ত বা বচ্চাশর্মকৃত গূঢ়ার্থতত্ত্বাবলোকন। নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭। বিদ্যাধিরাজ ভট্টোপাধ্যায়-বিরচিত মাধ্বমতানুবর্তিনী ব্যাখ্যা। কাণপুর, ধনঞ্জয় প্রেস, ১৯১৫।

২৮। হনুমৎ-কৃত পৈশাচভাষ্য॥ আনন্দাশ্রম সংস্কৃতগ্রন্থমালা, ৪৪॥

২৯। সূর্যপণ্ডিত-কৃত পরমার্থপ্রপা। গুজরাতী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯১২—১৩।

৩০। গৌরগোবিন্দরায়-কৃত সমন্বয়ভাষ্য। কলিকাতা, মিশন প্রেস, ১৯১৪—১৫।

৩১। প্রসন্নকুমারশাস্ত্রি-কৃত সরলার্থপ্রবোধিনী। কলিকাতা, কালিকা প্রেস, ১৮৯৩।

৩২। বিশ্বনাথচক্রবর্তি-কৃত সরলার্থ-বর্ষিণী। কলিকাতা, শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রেস, ১৮৮৫।

৩৩। সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রি-কৃত সারসংগ্রহ। এলপুল্লি, রামকৃষ্ণ প্রেস, মালয়ালম অক্ষরে মুদ্রিত, ১৯০৫।

৩৪। শ্রীধরস্বামি-কৃত সুবোধিনী। বর্তমান সংস্করণে প্রকাশিত।

৩৫। স্বয়ংশর্ম-লিখিত স্বয়ংবিমর্শ। কাশী, সীতারাম প্রেস, ১৯২৬—২৭।

৩৬। শঙ্করানন্দ-কৃত তাৎপর্য-বোধিনী। মাদ্রাজ, আনন্দ প্রেস, ১৯০৮—১১।

৩৭। বালসুব্রহ্মণ্য স্বামি-কৃত তাৎপর্যদীপিকা। মাদ্রাজ, বি. এন্. টি. ইন্‌ষ্টিটিউট প্রেস, ১৯২৬। গ্রন্থ ও তামিল অক্ষরে মুদ্রিত।

৩৮। কেশবকাশ্মীরি-কৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা। বোম্বে, গুজরাতী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯১২—১৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবলাদ্বৈতবাদ

(১) শঙ্কর ও (২) আনন্দগিরি

উপরি-লিখিত টীকাসমূহের মধ্যে শঙ্করভাষ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অধুনাপ্রাপ্ত গ্রন্থ। এই ভাষ্য অদ্বৈতবাদানুযায়ী এবং সমধিক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য (আনুমানিক সময় খৃঃ ৭৮৮—৮২০ অথবা ৭৮০—৮১২) গীতার প্রথম অধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করেননি। তিনি তাঁর ভাষ্যের প্রারম্ভাংশে বল্‌ছেন—"সমস্ত বেদার্থসারসংগ্রহ দুর্বিজ্ঞেয় এই গীতাশাস্ত্রের অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত অনেকেই পদ, পদার্থ, বাক্যার্থ ও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন; কিন্তু সেই সমস্ত বিবরণ লোক কর্তৃক বহুবিধ বিরুদ্ধার্থে গৃহীত হচ্ছে দেখে সকলের বিচারপূর্বক সদর্থ নির্ধারণে সামর্থ্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমি এই শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। এই উক্তি দেখে এটী সুপ্রকট যে, শঙ্করাচার্যের পূর্বেও অনেকেই গীতাব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন; কিন্তু কালক্রমে সেগুলি লোপ পেয়ে গেছে।

শঙ্করাচার্য বলেছেন, মুক্তিই গীতাশাস্ত্রের প্রধান প্রয়োজন। গীতা-শাস্ত্রের তাৎপর্য এই যে—শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম সকল ঈশ্বরে অর্পণ পূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি মুক্তিলাভে সমর্থ হন।*

শঙ্করাচার্যের শিষ্য আনন্দগিরি (১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) গীতাভাষ্যবিবেচনে বলেছেন যে, এই সংসারে দুঃখনিবৃত্তিপূর্বক সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত সকলেরই অভিলাষ, কিন্তু সুখপ্রাপ্তির উপায় অনেকেরই অপরিজ্ঞাত বলে পরম-কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশ্যে সুখপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞান ও কর্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান কর্‌ছেন। আনন্দগিরি দেখিয়েছেন যে যজ্ঞাদির

---

* ভাষ্য—সূত্রবিবরণগ্রন্থ। সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥ ইতি লিঙ্গাদি-সংগ্রহটীকায়াং ভরতঃ। টীকা—ব্যাখ্যানগ্রন্থ। পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥ ইদমানন্দগিরিধৃতম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্দ্বারা মুক্তি—এই পরম্পরাযোগেই মুমুক্ষুদিগের মুক্তি।

শঙ্করাচার্য ও আনন্দগিরি কেবলাদ্বৈতবাদই গীতার মুখ্যার্থ বলে বিনির্ণয় করেছেন এবং তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। এঁদের মতে জ্ঞানই মোক্ষের হেতু; এবং "তৎ" ও "ত্বম্" এর সত্যকার স্বরূপজ্ঞান হলেই মোক্ষাবাপ্তি ঘটে। আনন্দগিরি "গীতাশয়" নামক একটী স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

বৃত্তিকার বোধায়নের মতে জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদই গীতার প্রতিপাদ্য—জ্ঞান অথবা কর্ম পৃথক্‌ভাবে মোক্ষপ্রদায়ক হতে পারে না। শঙ্করাচার্য এ সমুচ্চয়বাদ খণ্ডন করে একমাত্র জ্ঞানই যে মোক্ষপ্রদানে সমর্থ এ মত প্রতিপাদিত করে ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্মস্বরূপত্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশসাধনপূর্বক নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ব্রাহ্মী স্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ এবং সাধনপথে সন্ন্যাসমার্গ ও জ্ঞানপথেরই উপদেশ প্রদান করেছেন।

(৩) সদানন্দ

সদানন্দ তাঁর "ভাবপ্রকাশ" নামক টীকাতেও বলেছেন জ্ঞানের উপদেশই গীতাশাস্ত্রের মুখ্যার্থ। তাঁর মতে ধর্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ ভগবান্ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে প্রথমে ধর্মের উপদেশ দিলেন। কিন্তু অর্জুন অনর্থহেতু শোকমোহ দ্বারা আবৃত হয়ে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েও পশ্চাৎ নিবৃত্ত হলেন এবং নিন্দিত পরধর্ম আশ্রয় করতে উদ্যত হলেন। অপর কেহ কেহ স্বধর্মে নিরত থেকেও ফলাভিসন্ধিপূর্বক এবং অহঙ্কারের সহিত সেই ধর্ম আচরণ করতে লাগলেন। এরূপে জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-পরম্পরা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না দেখে এবং পূর্বজন্মসুকৃতবশতঃ কাহারো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারো সংসারোচ্ছেদে অত্যাগ্রহ দেখে ভগবান্ সকলের হিতার্থ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে জ্ঞানের উপদেশ দিলেন এই গীতাশাস্ত্রে। এই গীতাশাস্ত্রের মোক্ষই একমাত্র প্রয়োজন এবং প্রতিপাদ্য বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম। এঁর মতেও গীতা ত্রিধর্মাত্মক। প্রথম ষট্‌ক অপর দুই ষট্‌কের সূত্রস্বরূপ। ইনি বলেন—এমনকি, হেয়োপাদেয় বিভাগক্রমে নির্ণীত নিখিল গীতাশাস্ত্রার্থেরই দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্রভূত। যেমন—"যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি" (২।৪৮) ইত্যাদি দ্বারা যে নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠা দ্বিতীয়ে সূত্রাকারে উক্ত হয়েছে, তাই সামান্য বিশেষরূপে তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়ে প্রপঞ্চিত হয়েছে। অতঃপর নিষ্কামকর্মনিষ্ঠা দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রাণীর বৈরাগ্যাদি পূর্বক যে কর্ম-সন্ন্যাসনিষ্ঠা "বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্" (২।৭১) ইত্যাদি শ্লোকে সূত্রাকারে কথিত হয়েছে, তাই আবার পঞ্চমে ঈষদ্ বিস্তারে এবং ষষ্ঠে বহু বিস্তারে উক্ত হয়েছে। এই গেল প্রথম ষট্‌ক। এই প্রথম ষট্‌কে ভগবান্ "তত্ত্বমসি" এই শ্রুত্যুক্ত "ত্বং" পদার্থ নিরূপণ করেছেন। অতঃপর "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" (২।৬১) ইত্যাদি দ্বিতীয়াধ্যায়শ্লোকে বেদান্তবাক্য বিচারযুক্ত যে ভক্তিনিষ্ঠা সূত্রাকারে কথিত হয়েছে, সমস্ত পুরুষার্থের (কেবল মোক্ষের নয়) অদ্বিতীয় কারণ, সেই ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠা দ্বিতীয় ষট্‌কে প্রপঞ্চিত হয়েছে। এতদ্দ্বারা "তৎ" পদার্থ নিরূপিত হলো। অতঃপর অবিদ্যাবিরোধী "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের ঐক্যরূপ যে অদ্বৈত জ্ঞাননিষ্ঠা "বেদাবিনাশিনং নিত্যং" (২।২১) ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হয়েছে, তা'ই আবার ত্রয়োদশে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেকমুখে বিস্তৃত হয়েছে। এ জ্ঞাননিষ্ঠার ত্রিগুণ নিবৃত্তিরূপ যে ফল ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন" (২।৪৫) প্রভৃতিতে সূচিত করেছেন, চতুর্দশে তাকেই "জীবন্মুক্তি" রূপে বিস্তৃত করেছেন। জীবন্মুক্তির অলঙ্কারভূত যে পর-বৈরাগ্যনিষ্ঠা "তদা গন্তাসি নির্বেদং" (২।৫২) ইত্যাদি শ্লোকে পূর্বে সূচিত, তা'ই পঞ্চদশে সংসারবৃক্ষের ধ্বংসদ্বারা প্রপঞ্চিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" (২।৫৬) ইত্যাদি শ্লোকে বৈরাগ্যের উপকারক যে দৈবী সম্পদের উপাদেয়তা এবং "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং" (২।৪২) ইত্যাদি শ্লোকে বৈরাগ্যাদির বিরোধী যে আসুর সম্পদের হেয়তা সূত্রিত, ষোড়শে এ উভয় সম্পৎ প্রপঞ্চিত। দৈব সম্পদের কারণ যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ" (২।৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে সূত্রিত, রাজসিকাদি শ্রদ্ধার নিরসন সহকারে তাহাই সপ্তদশে বিস্তৃত। এভাবে ত্রয়োদশাদি অধ্যায় পঞ্চকে সকল জ্ঞাননিষ্ঠা প্রপঞ্চিত। অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্বোক্ত সকল কিছুরই উপসংহার। এভাবে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের অর্থসঙ্গতি দেখান হলো। এঁর ব্যাখ্যা পদ্যময়।

(৪) দৈবজ্ঞ পণ্ডিতবর্য সূর্য

দৈবজ্ঞ পণ্ডিতবর্য সূর্য তাঁর পরমার্থ প্রপায় বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তের মুক্তির জন্যই এ গীতা-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। কুরুপাণ্ডবীয় সৈন্যসমাবেশে আচার্য স্বগোত্র ও সুহৃদ্ বধের ভয়ে ভীত অর্জুনের মুখে "কুলক্ষয়কৃতং দোষং", "আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্" প্রভৃতি বাক্য শুনে অর্জুনের নির্বেদ, এবং "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য" ইত্যাদি বাক্য শুনে তাঁর ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগে বিরাগ "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং" ইত্যাদি বাক্যে তাঁর গুরু ও দেবতার বাক্যে বিশ্বাস উপলব্ধি করে ভগবান্ তাঁকে বর্ণধর্মোচিত কর্মের উপদেশ দিতে আরম্ভ করলে পুনরায় অর্জুনের "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ", "এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি" ও "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপি" ইত্যাদি বাক্য শুনে তাঁর বৈরাগ্য অনুমানপূর্বক তাঁকে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী জেনে আত্মস্বরূপেরও উপদেশ দিয়েছিলেন।

(৫) হনুমান্

হনুমৎকৃত পৈশাচভাষ্যেও জ্ঞানই গীতার মুখ্যবাদ বলে নিরূপিত হয়েছে। হনুমান্ অদ্বৈতমতাবলম্বী। এঁর মতে মোক্ষই গীতাশাস্ত্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন। এ মোক্ষ গীতাশাস্ত্র প্রতিপাদিত পরমার্থবোধ থেকে সিদ্ধ হয় বলে পরমার্থস্বরূপ গীতাশাস্ত্রের অভিধেয় (ভক্তি নয়)। এই ভাষ্যও শঙ্কর ভাষ্যের মত আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে। এই একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শঙ্করাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হনুমানও বলেছেন, "অত্র 'দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্' ইত্যারভ্য যাবৎ "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ" ইত্যেবমন্তো গ্রন্থঃ প্রাণিনাং শোকমোহবহুলসংসারোঽবিদ্যামূল ইতি প্রদর্শনার্থেন ব্যাখ্যেয়ঃ।"

(৬) শঙ্করানন্দ

শঙ্করানন্দ তাঁর "তাৎপর্যবোধিনী"তে বলেছেন—সম্পূর্ণ গীতার প্রতিপাদ্য হলো প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্ম অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্য ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। সমস্ত গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করে অর্জুনও অনুভব করলেন, "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা" (১৮।৭৩) "অর্থাৎ আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আমি জ্ঞানলাভ করেছি"। এই সকল শ্লোকে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি এবং তার ফলে আত্মলাভের কথা বিবৃত হয়েছে। অতএব জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের বিষয়ই গীতায় প্রতিপাদিত হয়েছে। শঙ্করানন্দ এই সম্পর্কে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করে এই মত দৃঢ়তরভাবে প্রতিপন্ন করেছেন—"জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং" অর্থাৎ জ্ঞানেই মোক্ষ। এ প্রসঙ্গে শঙ্করানন্দ বলেছেন,—গুরু, ভ্রাতা প্রভৃতির হিংসারূপ ঘোর কর্ম করে আমি পাপী হব এবং নরকে যাব, এরূপ অনাত্মকর্তৃক কর্মে অকর্তা আত্মাকেই কর্তা, ভোক্তা প্রভৃতি মনে করে অর্জুন শোক করতে লাগলেন। অথচ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে এরূপ মোহমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার সম্ভব নয়; এ আত্মতত্ত্বজ্ঞান আবার শোধিত তৎ ত্বং পদার্থদ্বয়ের ঐক্যজ্ঞান ব্যতীত হতে পারে না বলে তৎ-ত্বং পদার্থের শোধন অবশ্য করণীয়, এই বিবেচনায়—"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং" (২।১২) অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি যে পূর্বে ছিলাম না, তা নয়" ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে প্রথম ষট্‌কে "ত্বং" পদার্থ প্রতিপন্ন করে, দ্বিতীয় ষট্‌কে তৎপদার্থের প্রতিপাদন পূর্বক, তৃতীয় ষট্‌কে তদুভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত করলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এবং অবিদ্যা ও তৎকার্য কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিশূন্য সর্বসংসার-ধর্মবিহীন আত্মস্বরূপ উপদেশ দিয়ে আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ দিলেন; এর পরিপক্কজ্ঞান বলে "ভক্ত্যা মামভিজানাতি (১৮।৫৫) ভক্তি দ্বারা আমার সর্বব্যাপিত্বাদি স্বরূপ জানিতে পারে" ইত্যাদি দ্বারা আত্মার স্বরূপাবধারণ এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরও তিনি উপদেশ দিলেন। শঙ্করানন্দ আরো বলেছেন— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" (২।৩৯) অর্থাৎ 'এই তোমাকে আত্মজ্ঞানবিষয়িণী বুদ্ধির কথা বলিলাম' ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়ে, স্বোপদিষ্ট জ্ঞান সম্পাদনে পুরুষের বুদ্ধিমান্দ্য লক্ষ্য করে "যোগে ত্বিমাং শৃণু (২।৩৯)—কর্মযোগের বুদ্ধি শ্রবণ কর" ইত্যাদি দ্বারা কর্মযোগের উপক্রম করলেন। অতঃপর "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ (২।৪৯)— কর্মের অনুষ্ঠান কর", "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ (২।৫০) চতুরতা অর্থাৎ জ্ঞানসাধনপটুতাই কর্মযোগ" ইত্যাদি দ্বারা পুনরায় জ্ঞানযোগের উল্লেখপূর্বক, "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেণ যোগিনাম্ (৩।৩)— জ্ঞানীদিগের জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগীদের কর্মযোগ দ্বারা" ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়ের বিষয়ভেদ প্রদর্শন করলেন। অতঃপর জ্ঞাননিষ্ঠা প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি রাজস ও তামসত্যাগের নিন্দাপূর্বক সাত্ত্বিক ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাহা পরমেশ্বরের প্রীতির নিমিত্তই করণীয় বলে অবধারিত করে—কর্মনিষ্ঠা দ্বারাই চিত্তের পরিশুদ্ধি এবং পরিশুদ্ধ-চিত্তের জ্ঞানপ্রাপ্তি স্থির করলেন। শঙ্করানন্দের মতে কর্মযোগ জ্ঞানযোগের কারণ মাত্র: সাক্ষাৎ মোক্ষের কারণ হতে পারে না। তিনি আরো বলেছেন যে, গীতাশাস্ত্রে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এ দ্বিবিধ যোগেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপক্রম-উপসংহার দেখা যায় বলে যোগান্তর অর্থাৎ ভক্তিযোগের প্রাধান্য থাকতে পারে না। তাঁর মতে অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, শুভবুদ্ধিত্বাদি যেমন জ্ঞান ও তৎফল সিদ্ধির কারণ, তদ্রূপ মুমুক্ষুত্ব, নিষ্ঠাবত্ত্ব, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রভৃতিও কর্মফলসিদ্ধির কারণ—এ প্রতিপন্ন হলো।

(৭) ধনপতি সূরি

ধনপতি সূরি তাঁর ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা গ্রন্থের উপসংহারে স্বীয় মত অতি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁর মতে তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের অসামান্য কারণ। ভগবানের উপাসনারূপ নিষ্কাম কর্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিতে ভগবান্ বশীভূত হন। অতঃপর ভগবৎপ্রসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হলে অন্যনিরপেক্ষ কেবল তত্ত্বসাক্ষাৎকার হেতু মোক্ষলাভ হয়ে থাকে, এটী গীতাশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ। কারণ, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা—জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ করে"; "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে—জ্ঞানের ন্যায় পাপনাশক কেহ নাই"; "জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি—জ্ঞানলাভের অনতিকাল পরেই পরা শান্তি লাভ করে"; "গচ্ছন্তি অপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—জ্ঞানদ্বারা ধূতপাপ ব্যক্তি মোক্ষলাভ করেন" ইত্যাদি বাক্যে তত্ত্বজ্ঞানকেই মোক্ষের অসামান্য কারণরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। তবে যে 'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া—সে পরম পুরুষকে একান্ত ভক্তির দ্বারা পাওয়া যায়', ইত্যাদি দ্বারা ভক্তিকেই মোক্ষের কারণ বা পরমপুরুষার্থ লাভের কারণ বলা হয়েছে—সেটী জ্ঞানরূপ ভক্তির অভিপ্রায়ে। 'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং·····আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ—আর্ত, জ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ ব্যক্তি আমার ভজনা করে" ইত্যাদি স্থলে ভগবান্ স্বয়ংই জ্ঞানাত্মিকা ভক্তির কথা বলেছেন। এরূপ সমাধান না করলে কোনও স্থলে ভগবান্‌কে জ্ঞানলভ্য, আর কোনও স্থলে ভক্তিলভ্য বলতে হয়, তা হ'লে হয় পরস্পর বিরোধ। তবে, যে "ভক্ত্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মামভিজানাতি—ভক্তি দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়ে থাকে" ইত্যাদি স্থলে ভক্তি ও জ্ঞান পৃথক্ বস্তুরূপে উক্ত হয়েছে ; তা' "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ—জ্ঞানদ্বারা যাদের অজ্ঞান নাশ হয়েছে" ইত্যাদি স্থানের জ্ঞানভেদ কথনের ন্যায় বুঝতে হবে। আর যে স্থলে ভক্তিপদ জ্ঞানাতিরিক্ত সাধনভক্তি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, সে স্থলে "জ্ঞানদ্বারা" এরূপ ব্যাখ্যা করতে হ'বে ; কারণ—জ্ঞানের যে মোক্ষসাধনতা, তা শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধ—এ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করা যায় না।

অজ্ঞানপরিকল্পিত সংসারের জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, কর্ম বা উপাসনা-ক্রিয়া দ্বারা নয়। কর্মাদি দ্বারা সংসারনিবৃত্তি হলে মোক্ষ অনিত্য ও অতিশয় দোষযুক্ত হয়ে পড়তো—এ গ্রন্থান্তরে বিবৃত হয়েছে। এর দ্বারা "উপাসনাই সাক্ষাৎ মোক্ষসাধন, জ্ঞান উপাসনার অবান্তর ব্যাপার" এরূপ যাঁরা বলেছেন (শ্রীধর স্বামী), তাঁদের উক্তির নিরসন করা হলো। কারণ, মোক্ষের অনন্য সাধনরূপে বেদান্তপ্রসিদ্ধ জ্ঞানকে অবান্তর ব্যাপাররূপে প্রদর্শন করানো অত্যন্তই অন্যায়। যদি তা না হয়, যদি মুখ্য ফলকেও অবান্তর ব্যাপার বলে কল্পনা করা হয়, তা হলে "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ—মানব নিজ নিজ কর্ম দ্বারা তার অর্চনা করে সিদ্ধি লাভ করে" ইত্যাদি প্রমাণ বলে কর্মই সাক্ষাৎ মোক্ষ হেতু, জ্ঞান ও ভক্তি তার অবান্তর ব্যাপার—এ ব্যাখ্যাও কেনই-বা হবে না ?

অন্যান্য জ্ঞানমার্গীয় টীকাকারগণ

আরো অনেক টীকাকারই জ্ঞানমার্গই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে এবং অল্প বিস্তর শঙ্করের মতাবলম্বন করে টীকা রচনা করেছেন। আধুনিক কালে কৃষ্ণানন্দ স্বামিপ্রমুখ অনেকেই এ মত অবলম্বনে গীতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিতও শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী গীতার অনুবাদাদি করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

১-২-৩ শ্রীযামুনাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য ও শ্রীবেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য

১। যামুনাচার্য*

অতি প্রাচীনকাল থেকেই শাঙ্করভাষ্যের প্রতিবাদ সুরু হয়েছিল। প্রসিদ্ধি এই যে, দাক্ষিণাত্যে নাথমুনি বা শ্রীরঙ্গনাথাচার্য মায়াবাদের বা অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদ করে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে তাঁর পৌত্র যামুনাচার্য সংগ্রহ নামক পদ্যাত্মক গীতা-ভাষ্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে গীতার অধ্যায় সমূহের তাৎপর্য শ্লোকাকারে প্রদত্ত হয়েছে। তিনি ভক্তিমূলক গীতাব্যাখ্যার সর্বপ্রথম রচয়িতা —যাঁর ভাবাদর্শে রামানুজ ও তাঁর সম্প্রদায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তন্মূলক বহু গ্রন্থ সম্পাদনে সংস্কৃতসাহিত্যের বহুল শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও ভক্তি-মার্গের প্রপঞ্চন করে গেছেন। যামুনাচার্যের গীতার্থসংগ্রহের উপরে শ্রীরামানুজাচার্য "রক্ষা" নামক একটী টীকা রচনা করেন। রামানুজভাষ্যের সম্যক্ অর্থ পরিগ্রহ করতে হলে এ টীকার সহায়তাগ্রহণ অত্যাবশ্যক।

গীতার্থসংগ্রহে তিনি বলেছেন—স্বধর্মাচরণ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যজনিত ভক্তির একমাত্র বিষয় পরব্রহ্ম নারায়ণ এ গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।

---

* এই নামের সার্থকতা পাওয়া যায় গীতার্থসংগ্রহের প্রথম কবিতা থেকেই। তিনি বলছেন—

বিগাহে যামুনং তীর্থং সাধু বৃন্দাবনে স্থিতম্।
নিরন্তজিহ্মগস্পর্শে যত্র কৃষ্ণঃ কৃতাদরঃ॥

অর্থাৎ সর্পসংসর্গ দূর করে শ্রীকৃষ্ণ যাকে অতি সমাদর করেছিলেন, বৃন্দাবনে স্থিত সেই সুতীর্থ যমুনায় আমি অবগাহন করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার প্রথম ষট্‌কে ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞান ও কর্ম নিষ্ঠারূপ যোগদ্বয়, মধ্যম ষট্‌কে ভগবত্তত্ত্বের যাথাত্ম্য জ্ঞানের নিমিত্ত জ্ঞানকর্মসম্পাদ্য ভক্তিযোগ ও অন্তিম ষট্‌কে প্রকৃতি, পুরুষ ও জগৎ এই তিনের বিচার সহ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ সমালোচিত হয়েছে। এঁদের দার্শনিক মত বিশিষ্টাদ্বৈত এবং সাধনপথ পুরুষোত্তম-ভক্তি।

যামুনাচার্যের নামে একটী গদ্য টীকাও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ যামুনাচার্য রামানুজাচার্যের গুরু কিনা, তা' অনুসন্ধেয়। কাঞ্জিভেরম্ সুদর্শন প্রেস থেকে এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে (উপরের ২৩নং গ্রন্থ)।

২। রামানুজ (আনুমানিক ১০১৭—১১৩৭)

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতা খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের রামানুজের গীতাভাষ্যই ভক্তি-মার্গীয় অধুনাপ্রাপ্য সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যান। রামানুজের মতে ব্রহ্ম এবং জীবজগতের মধ্যে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বগত ভেদ আছে। জীব কখনও ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব অধিকার, রক্ষণ-সংহার অধিকার পেতে পারে না। ব্রহ্ম বিষ্ণু, জীব অণু। তিনি পুরুষোত্তমবাদী। তাঁর মতে ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জনপূর্বক বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করলে "ভাবসংশুদ্ধি" ঘটে এবং মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয়, "অনভিসংহিতফলেন কেবলপরমপুরুষারাধনা-রূপেণ অনুষ্ঠিতেন কর্মণা (১) বিধ্বস্তমনোমলব্যাকুলেন্দ্রিয়ো জ্ঞান—(২) নিষ্ঠায়ামধিকরোতি"। তজ্জন্য তিনি ভাষ্যের প্রারম্ভ ভাগেই বলেছেন,

---

(১) কর্ম পাঁচ প্রকারের—নিত্য-নৈমিত্ত্য-কাম্য-প্রায়শ্চিত্ত-নিষিদ্ধভেদাৎ। তত্র আদ্যানি চত্বারি ধর্ম্যাণি। অন্ত্যম্ অধর্ম্যং তচ্চ জন্মভেদাৎ ত্রিবিধম্। সঞ্চিতং প্রারব্ধং ক্রিয়মাণঞ্চ। ইতি বেদান্তমতম্

(২) জ্ঞান—একত্বং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্বশঃ। আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞান-মেতদনুত্তমম্॥ ইতি মোক্ষধর্মে॥ মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ ইত্যমরকোষঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নিরতিশয়সৌন্দর্যসৌশীল্যাদিগুণগণাবিষ্কারেণ অক্রূরমালাকারাদীন্ পরমভাগবতান্ কৃত্বা পাণ্ডুপুত্রযুদ্ধ-প্রোৎসাহনব্যাজেন পরমপুরুষার্থলক্ষণং মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তোদিতং স্ববিষয়জ্ঞানকর্মানুগৃহীতং ভক্তিযোগ-মবতারয়ামাস। তত্র পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ যুদ্ধে প্রারব্ধে স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সর্বেশ্বরো জগদুপকৃতিমত্যাশ্রিতবাৎসল্যবিবশং পার্থং রথিনমাত্মানঞ্চ সারথিং সর্বলোকসাক্ষিকং চকার"। অর্থাৎ অতিশয় সৌন্দর্য ও সুশীলতাদি গুণের আবিষ্করণপূর্বক অক্রূর মালাকার প্রভৃতিকে পরম ভাগবত করে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের যুদ্ধোৎসাহচ্ছলে এই গীতাশাস্ত্রে পরমপুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষধর্মের সাধনরূপ বেদান্তশাস্ত্রসম্মত জ্ঞানকর্মানুগৃহীত ভক্তিযোগের অবতারণা করেছেন পুরুষোত্তম। কুরু ও পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধপ্রবৃত্ত হলে সর্বেশ্বর ভগবান্ পুরুষোত্তম জগতের প্রভূত উপকার সংসাধনের নিমিত্ত আশ্রিত-বাৎসল্যবিবশ অর্জুনকে রথী এবং নিজকে সর্বজনসমক্ষে সারথি করলেন"।

দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য বলছেন—ভগবানের উপাসনাই হলো ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। এ উপাসনাকেই ভক্তি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ভক্তি বা উপাসনার অঙ্গ হলো—আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্মসাহায্যে প্রত্যগাত্মা জীবের স্বরূপ-জ্ঞান; এবং গীতার প্রথম ছয়টী অধ্যায়ে এরূপ জীবস্বরূপ বলা হয়েছে। মধ্যমষট্‌কে ভক্তিনামে অভিহিত পরমপুরুষের উপাসনা প্রপঞ্চিত হয়েছে।

তৃতীয় ষট্‌কে এ ভক্তির কথাই "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" (১৮।৪৬)—এ থেকে আরম্ভ করে, "বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাম্।" (১৮।৫৩—৫৪) ইত্যাদি দ্বারা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। তাঁর মতে "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি স্থলে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা' "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", "আত্মানমেব লোক উপাসীত", "সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইত্যাদির সঙ্গে তুল্যার্থ করে স্মৃতি-সন্তানরূপ, দর্শনসমানাকার ধ্যান ও উপাসনা শব্দবাচ্য॥

স্বকীয় মতের পুষ্টিসাধনের জন্য গীতাভাষ্য ব্যতীত রামানুজাচার্য ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য, বেদার্থসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্বত্র তিনি এ মতবাদই প্রচার করেছেন।

(৩) বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য বা নিগমান্ত মহাদেশিক

এঁর রামানুজ গীতাভাষ্যের উপরে তাৎপর্য-চন্দ্রিকা নামক ভাষ্যব্যাখ্যা রামানুজ সম্প্রদায়ের পরম আদরের সামগ্রী (উপরের তালিকায় ৭নং দেখুন)। অচ্যুতশতক, অধিকরণসারাবলী, পাদুকাসহস্র, শতদূষণী, সুভাষিতনীবী, যাদবাভ্যুদয় প্রভৃতি দার্শনিক ও কাব্য গ্রন্থে তাঁর অচ্যুত বা পুরুষোত্তম ভক্তি শতধারে উৎসারিত হয়েছে। এঁর রচিত বহু স্তব-স্তুতি এখনও দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র নিত্য পঠিত হয়।

যদিও বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য রামানুজাচার্য্যের সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়গুরু, তা হ'লেও তাঁর মতবাদে নিষ্কাম কর্মের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর মতে নিষ্কাম কর্ম পরোক্ষভাবে (জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা) এবং সাক্ষাদ্ভাবে আত্মানুভূতি-প্রদানে সমর্থ।

বেঙ্কটনাথ যামুনাচার্য কর্তৃক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত "গীতার্থসংগ্রহের" উপরও "গীতার্থ-সংগ্রহ-রক্ষণ" নামক টীকা রচনা করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বৈতবাদ

(১—২—৩) শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীজয়তীর্থ ও রাঘবেন্দ্র

(১) শ্রীমধ্বাচার্য (আনুমানিক ১১৯৯—১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী বেদান্তী। ইনি স্বকীয় মত প্রপঞ্চিত করার জন্য ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্, গীতা প্রস্থানত্রয়েরই বিস্তৃত ও ক্ষুদ্র ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী সংখ্যায় এবং উপাদানে তাঁর অসামান্য সম্প্রদায় নেতৃতার কারণ নিমিত্তেই আমাদের উপলব্ধি করিয়ে দেয়। (১) গীতাভাষ্য; (২) গীতাতাৎপর্যনির্ণয়; (৩) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য; (৪) অণুভাষ্য; (৫) অণুভাষ্য বা অণুব্যাখ্যান; (৬) ঋগ্‌ভাষ্য; (৭) ঐতরেয়ভাষ্য; (৮) বৃহদারণ্যকভাষ্য; (৯) ছান্দোগ্যভাষ্য; (১০) তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য; (১০) ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য; (১২) কাঠকোপনিষদ্‌ভাষ্য; (১৩) আথর্বণোপনিষদ্ভাষ্য; (১৪) মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্য; (১৫) ষট্‌প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য; (১৬) তলবকারোপনিষদ্ভাষ্য; (১৭) শ্রীমন্ন্যায়-বিবরণ; (১৮) নরসিংহনখস্তোত্র; (১৯) যমকভারত; (২০) দ্বাদশ-স্তোত্র; (২১) শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব; (২২) তন্ত্রসারসংগ্রহ; (২৩) সদাচারস্মৃতি; (২৪) শ্রীমদ্ভাগবততাৎপর্য; (২৫) শ্রীমন্মহাভারত তাৎপর্যনির্ণয়; (২৬) যতিপ্রণবকল্প; (২৭) জয়ন্তী-নির্ণয়; (২৮) শ্রীকৃষ্ণস্তুতি; (২৯) প্রমাণ-লক্ষণ; (৩০) কথালক্ষণ; (৩১) উপাধি-খণ্ডন; (৩২) মায়াবাদখণ্ডন; (৩৩) প্রপঞ্চ-মিথ্যানুমানখণ্ডন; (৩৪) তত্ত্বসংখ্যান; (৩৫) তত্ত্ববিবেক; (৩৬) তত্ত্বোদ্দ্যোত; (৩৭) কর্মনির্ণয় ও (৩৮) শ্রীমদ্‌বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়॥

তত্ত্বের দিক থেকে শ্রীমধ্ব দ্বৈতবাদী, কিন্তু সাধনের দিক থেকে তিনি ভক্তিবাদী। শ্রীমদ্‌বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি অতি সুন্দর ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয় মত প্রপঞ্চিত করেছেন। তাঁর 'তত্ত্বোদ্দ্যোত' নামক গ্রন্থে মায়াবাদী পুণ্ডরীকপুরীর সহিত বিচারকালীন শ্রীমধ্বাচার্যকথিত প্রমাণযুক্তি সমূহ বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মায়াবাদোক্ত যাবতীয় প্রমেয়পদার্থের সযুক্তিক নিরাস, বিশেষভাবে ভেদের মিথ্যাত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব নিরাকরণ পর্যালোচিত হয়েছে।

সকলগ্রন্থে মধ্ব যে তত্ত্ব ও সাধন সমর্থন করেছেন ও প্রপঞ্চিত করেছেন, গীতাভাষ্য ও গীতা-তাৎপর্যনির্ণয় গ্রন্থেও তিনি তাই সংপুষ্ট করে স্বীয় মতাবলী দৃঢ়ভিত্তিতে সংস্থাপিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। প্রথম ছয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় তিনি দেখিয়েছেন যে ভগবানের অপরোক্ষ-জ্ঞানের সাধনরূপে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম নিষ্কামভাবে অবশ্য করণীয়—এবং এই শ্রীকৃষ্ণের বাণীর তাৎপর্য। তাঁর মতে দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নানাপ্রকারের বিভূতি প্রদর্শন করে শ্রীভগবান্ স্বীয় মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করেছেন। এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে ভগবানের উপাসনা-বিরোধী বস্তুসমূহের স্বাভাবিক ধর্মসমূহ বিস্তৃত ভাবে বর্ণনপূর্বক ভগবদ্ভক্তিই যে পরম সম্পৎ এবং ঐ যে বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভরূপা মুক্তির অন্তরঙ্গ সাধন—এই সুস্পষ্টভাবে হয়েছে নিরূপিত। এ গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য স্বীয় মতের সমর্থক বহু প্রমাণ সর্বক্ষেত্রে উপস্থাপিত করেছেন।

শ্রীমধ্বাচার্য গীতাভাষ্যে গীতার শ্লোকসমূহের পদাবলী উদ্ধৃত করে অর্থ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু তাঁর গীতাতাৎপর্য নির্ণয়ে পদসমূহের উল্লেখ প্রায় নেই; শ্লোক সমূহের তাৎপর্য প্রদানই এখানকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যমতাবলম্বীদিগের সিদ্ধান্তের দোষস্থাপনও তিনি বহুক্ষেত্রে করেছেন এ গ্রন্থে। গীতার তাৎপর্যনির্ণয় গীতাভাষ্য থেকে দ্রুত পাঠ্য। ভাষ্যে যে স্থল সংক্ষিপ্ত, তাৎপর্য্যনির্ণয়ে তা' বহুস্থলে বিস্তৃত; স্থলে স্থলে ভাষ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যাংশের সার সঙ্কলনও প্রদত্ত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) জয়তীর্থ।

জয়তীর্থ তাঁর মধ্বভাষ্যটীকা প্রমেয়দীপিকার প্রারম্ভেই স্বীয় গুরু মধ্বাচার্যকে প্রণতি নিবেদন করেছেন। এ টীকা স্বীয় গুরুর মতবাদের পরিপোষণ ও পূর্ণ বিশ্লেষণের নিমিত্তই আক্ষরিক ভাবে বিনির্মিত। শ্রীমধ্ব মহাভারত ও ভাগবতকেও প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন—প্রমেয়-দীপিকার প্রারম্ভভাগে জয়তীর্থও মহাভারত স্তুতির ব্যাপক টীকা রচনা করেছেন।

মধ্বাচার্যের গীতাতাৎপর্যনির্ণয় গ্রন্থের উপরেও জয়তীর্থ ন্যায়দীপিকা নামক টীকা রচনা করে গেছেন।

(৩) রাঘবেন্দ্র।

রাঘবেন্দ্র মধ্বের দ্বৈতবেদান্ত প্রপঞ্চিত করেছেন তাঁর "অর্থসংগ্রহ" টীকায়। গীতা যে ষট্‌কত্রয়াত্মক, তা' তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে প্রথমষট্‌কে জ্ঞানোপায় বিনির্ণয়ের পরে দ্বিতীয়ে তার সাধন নির্ণীত হয়েছে এবং তৃতীয়ষট্‌কে পূর্বোক্ত উভয়ের প্রপঞ্চ দর্শিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয়ের কতিপয় শ্লোক অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ দানের প্রসক্তি দেখাবার জন্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

(১-২) শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ

বল্লভ বংশাবতংস

দ্বিতীয় বল্লভ ও পুরুষোত্তম

শ্রীবল্লভ (জন্ম ১৪৭৯ অথবা কারো কারো মতে ১৪৭৩—মৃত্যু ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতের সর্ব্বশেষ আচার্য। সূত্রাকারে গ্রন্থাদি রচনা করে স্বীয় মতের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। তাঁর রচনা অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকৃতি ও কয়েকটী অসমাপ্ত। তিনি তেলেগু ব্রাহ্মণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর পিতা লক্ষ্মণ ভট্ট ১৪৯০ সালে কাশীতে পরলোকগমন করেন। উত্তরকালে তিনি গুজরাত অঞ্চলে জীবন অতিবাহিত করেন। ফলে সংস্কৃতভাষাতেই তাঁর সকল গ্রন্থ বিরচিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অণুভাষ্য। তিনি ব্রহ্মসূত্রের ৩.২.—৩.৩ সূত্র পর্যন্ত ভাষ্য রচনা করেন; অবশিষ্টাংশ তাঁর পুত্র বিট্‌ঠলনাথ কর্তৃক রচিত। এই গ্রন্থেই তিনি শুদ্ধাদ্বৈত বা পুষ্টিমার্গীয় ব্রহ্মবাদ প্রপঞ্চিত করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি পূর্বমীমাংসারও একটী ভাষ্য বিরচন করেছিলেন; কিন্তু সে গ্রন্থ কালের করাল কবলগ্রস্ত হয়েছে। তবে তাঁর পূর্বমীমাংসার উপরে কারিকা গ্রন্থটী এখনও বিদ্যমান আছে। এই উভয় মীমাংসার উপরে ভাষ্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল এই প্রতিপন্ন করা যে, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা পরস্পর বিরোধী নয়—একে অন্যের পরিপূরক ও পৃষ্ঠপোষক মাত্র। পূর্বমীমাংসার ব্যাখ্যামুখে তিনি ভক্তিমার্গে কর্মের একটী বিশিষ্ট স্থান বিনির্ণয় করেছেন। এজন্যই স্বীয় মণ্ডলে তিনি "কর্মমার্গ প্রবর্তক" আখ্যাতে ভূষিত হন।

তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ-গ্রন্থে শ্রীবল্লভ স্বকীয় মত অতি নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থে তিনি পূর্বাচার্যগণের মত খণ্ডনপূর্বক স্বীয় মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি কোনও উপনিষদ্ বা ভগবদ্গীতার উপরে টীকা রচনা করে যাননি; তবে ভগবদ্গীতাসম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তিনি তত্ত্ব-দীপনিবন্ধে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। গ্রন্থখানি সূত্রাকারে লিখিত বলে তিনি নিজেই এ গ্রন্থের উপর "প্রকাশ" নামক টীকা লিখে গেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষোত্তম রায় এ গ্রন্থের উপর "আবরণভঙ্গ" নামক আর একটী স্বতন্ত্র টীকা রচনা করে সমস্ত মত অতি সুন্দরভাবে প্রপঞ্চিত করেছেন। ভাগবত পুরাণের "সুবোধিনী" নামক টীকা রচনা করেও তিনি স্বীয় মতের ভিত্তি দৃঢ়তর করেছেন। জীবনের সায়াহ্নে এ গ্রন্থ তিনি বিরচন করেন—ফলে ১—৩ এবং ১০ম ও একাদশের কিয়দংশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টীকামাত্র রেখে গেছেন। অবশিষ্টাংশের টীকা রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তাঁর রচিত ভাগবতের "সূক্ষ্ম-টীকা"ও অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত পত্রাবলম্বন, শ্রুতিগীতা ও শিক্ষাশ্লোক এবং ক্ষুদ্রাকৃতি "ষোড়শগ্রন্থ"ও তাঁর ভাগবতসুষমাময়ী সৃষ্টি। স্বল্পজীবনে বল্লভ উচ্চাঙ্গের ভাগবত সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জননী বাগ্‌দেবীর সেবায়ও জীবনের বহুলাংশ ক্ষেপণ করেছেন—রচনার সর্বত্র স্বীয় ব্রহ্মবাদের পূর্ণ বিকাশ তিনি প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম ও জীব মূলতঃ অভিন্ন বটে, তা হ'লেও জীব ব্রহ্মের অংশ। মায়া ঈশ্বরের শক্তিমাত্র, জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা নয় এবং ভক্তির মাধ্যমেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবপর—তাঁর কৃপা না হ'লে মুক্তি হয়না।

যদিও বল্লভাচার্য নিজে গীতাভাষ্য রচনা করেননি, তা হলেও তাঁর বংশাবতংস (দ্বিতীয়) শ্রীবল্লভ তত্ত্বদীপিকাটীকা ও শ্রীপুরুষোত্তম অমৃত-তরঙ্গিণী রচনাপূর্বক শুদ্ধাদ্বৈত সম্প্রদায়ের এই অভাব পূর্ণ করেছেন।

(১) দ্বিতীয় বল্লভ

ইনি বলেছেন যে মোক্ষের কারণ ব্রহ্মবিদ্যাই গীতার অভিধেয়, এবং সাংখ্য যোগ ভক্তি এ তিনকে আশ্রয় করেই ব্রহ্মবিদ্যার আত্মলাভ। এঁর মতে গীতা ষট্‌কত্রয়াত্মক হলেও অপর দুটী ষট্‌ক প্রথম ষট্‌কের ব্যাখ্যা-স্বরূপ। প্রথমে জ্ঞান ও কর্মযোগ, দ্বিতীয়ে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় ষট্‌ক ভাষ্য-ভূত। ভগবান্ প্রথমে অর্জুনকে সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে দেখ্‌লেন যে-অর্জ্জুনের তা'তে বিশেষ রুচি নাই ; তখন তিনি তাঁকে কর্মযোগের উপদেশ দিলেন। এতেও যখন অর্জুনের সংশয় দূর হচ্ছেনা দেখ্‌লেন, তখন দ্বিতীয় ষট্‌কে ভগবান্ নিজের মাহাত্ম্যসমন্বিত ভক্তির উপদেশ প্রদান পূর্বক নিজ ধর্মে স্থাপন করে অর্জুনকে মুক্ত করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) পুরুষোত্তম

পুরুষোত্তমের মতে গীতায় ভক্তির উপদেশই মুখ্য ; জ্ঞান কর্ম প্রভৃতি তার আনুষঙ্গিক। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভগবানের অনুগৃহীত ; তারা যদি স্বেচ্ছায় ভ্রাতৃহত্যা করে রাজ্যভোগ করতো, তা হ'লে সে ভোগ ভগবদর্পিত ভোগ হতো না এবং তার ফলও হতো অশুভ। এজন্য ভগবান্ এনে দিলেন অর্জুনের হৃদয়ে এক বিষাদের ঘন মসীরেখা। অন্যথা ক্ষত্রিয়সন্তানের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উৎসাহের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক, বিষাদের নয়। কুরুপক্ষে যে প্রকার উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, তা' ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নেই পরিস্ফুট। অর্জ্জুনের যেরূপ বিষাদের উদয় হয়েছিল, তা' একান্তই ভগবানের অনুগ্রহ। অতএব এরূপ ভগবদনুগৃহীত ভক্তের নিকট ভক্তিই উপদেশ্য, জ্ঞানাদি নয়।

ভূভার-হরণই ভগবানের উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি অর্জুনের আচার্যাদিবধে পাপজনকতাবুদ্ধিকে দুষ্টবুদ্ধি বলেছেন। কারণ, ভক্তের পক্ষে ভগবদীপ্সিত কার্যাভিমুখী বুদ্ধিই সুবুদ্ধি, বিপরীতবুদ্ধি দুর্বুদ্ধি। ভাগবতেও ভীষ্ম অর্জুনের এ প্রকার বুদ্ধিকে 'কুমতি' বলেছেন—"কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া যঃ" (ভাঃ ১।৯।৩৬)। এজন্যই অর্জুন শেষে বলেছেন—"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা" ইত্যাদি।

এঁরা পুষ্টিমার্গীয় ব্রহ্মবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। শ্রীবল্লভাচার্যের পূর্বোদ্ধৃত মতই এঁর গীতাব্যাখ্যায় পরিপুষ্ট করেছেন।

দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ

(১) কেশবকাশ্মীরি ভট্ট

কেশবকাশ্মীরি ভট্টাচার্য স্বীয় তত্ত্বপ্রকাশিকা নামক গীতার টীকায় নিম্বার্কসংপ্রদায় মতাবলী প্রপঞ্চিত করেছেন। তাঁর মতে মুখ্যতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিই গীতাশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য। ফল ভগবৎপ্রাপ্তি। একমাত্র ভগবদবতার সর্বজ্ঞ নিম্বাচার্যের সর্বশাস্ত্রাবিরুদ্ধ মতই সকলের গ্রাহ্য; তাঁর মতানুসারেই এ টীকা তিনি প্রপঞ্চিত করেছেন। এঁর মতে গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫, ৭০০ সাত শত নয়।

অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

(১) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাবলী স্বকৃত ভগবদ্গীতার টীকা সারার্থবর্ষিণীর মাধ্যমে প্রচার করেছেন শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয়। তিনি বলেছেন নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ বসুদেবপুত্ররূপে গোপালপুরীতে অবতীর্ণ হয়ে অপার অতর্ক্য নিজ কৃপাশক্তি বলে সর্বজনের সমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হয়ে ভবসাগরে নিমজ্জমান জগজ্জনের উদ্ধার করার জন্য তাদের নিজের সৌন্দর্য-মাধুর্য আস্বাদন দিয়ে প্রেমমহাসমুদ্রে নিমগ্ন করেছিলেন। শিষ্টরক্ষা, দুষ্টনিগ্রহ প্রভৃতি ব্রতপরায়ণ শ্রীভগবান্ দুঃখভার অপহরণ করার মানসে দুষ্ট ও আত্মীয়জনদ্বেষ্টাদিগের মুক্তিদানরূপ পরম রক্ষণ করে নিজের অন্তর্ধানের পর শোকমোহাদির দ্বারা অভিভূত জীবকুলকে উদ্ধার করার নিমিত্ত নিজের প্রিয়সখা অর্জুনকে অদ্ভুত শোকমোহগ্রস্ত করে তাঁকেই লক্ষ্য করে ষট্কত্রয়াত্মক সর্ববেদতাৎপর্য-বিমণ্ডিত অষ্টাদশাধ্যায়সমন্বিত গীতাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

এই ষট্কত্রয়ের মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগ, দ্বিতীয় ষট্কে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয়-ষট্কে জ্ঞানযোগ দর্শিত হয়েছে। ভক্তিযোগ অতিরহস্যপূর্ণ বলে এবং নিষ্কাম কর্মযোগ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযোগকে সঞ্জীবিত করে বলে প্রাধান্য হেতু ভক্তিযোগকেই ভগবান্ মধ্যস্থানে সন্নিবিষ্ট করেছেন। ভক্তিরহিত কর্ম ও জ্ঞান নিরর্থক বলে কর্ম ও জ্ঞান ভক্তিমিশ্রিতরূপেই কেবল উপাদেয়। ভক্তি কিন্তু দ্বিবিধ, কেবল ও প্রধানীভূত। তার মধ্যে কেবল ভক্তি পরমপ্রবল, কর্ম ও জ্ঞান ব্যতীতই বিশুদ্ধপ্রভাসম্পন্ন, অন্য কারো অপেক্ষা রাখেনা—অকিঞ্চন। প্রধানীভূতা ভক্তি কর্মজ্ঞানবিমিশ্র—এবং এই প্রধানীভূতা ভক্তি সম্বন্ধেই গীতার পুরোবর্তী অংশে প্রপঞ্চনা দৃষ্ট হয়। ভক্তজনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শ্রীল চক্রবর্তী মহাশয়ের নিজের ভাষাই সমুদ্ধৃত করি—"তত্রাধ্যায়ানাং ষট্‌কেন প্রথমেন নিষ্কামকর্মযোগঃ, দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ, তৃতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ। তত্রাপি ভক্তিযোগস্যাতিরহস্যত্বাদুভয়সঞ্জীবকত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ সর্বদুর্লভত্বাচ্চ মধ্যবর্তীকৃতঃ। কর্মজ্ঞানয়োর্ভক্তিরাহিত্যেন বৈয়র্থ্যাত্তে দ্বে ভক্তিবিমিশ্রে এব সম্মতীকৃতে। ভক্তিস্তু দ্বিবিধা—কেবলা, প্রধানীভূতা চ। তত্রাদ্যা—স্বত এব পরমপ্রবলা; তে দ্বে (কর্মজ্ঞানে) বিনৈব বিশুদ্ধপ্রভাবতী, অকিঞ্চনা, অনন্যাদিশব্দবাচ্যা; দ্বিতীয়া তু কর্মজ্ঞানমিশ্রা ইতি অখিলম্ অগ্রে বিবৃতীভবিষ্যতি"।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তে ১৮।৬৫ শ্লোকে ভগবান্ বলছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

ভগবান্ অর্জুনকে নিজের গুহ্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান দিচ্ছেন—তুমি আমারই চিন্তাপরায়ণ, আমারই সেবনপরায়ণ, আমারই পূজনপরায়ণ এবং আমারই প্রণতিপরায়ণ হও। তা'তে আমাকে প্রাপ্ত হবেই। আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, [কারণ] তুমি আমার প্রিয়। 'আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা কর'ছি—এই কথার অর্থ বিবৃত করতে গিয়ে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় বলছেন—"নন্থ মাথুরদেশোদ্ভূতা লোকাঃ প্রতিবাক্যমেব শপথং কুর্বন্তি সত্যম্, তর্হি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা ব্রবীমি" ইত্যাদি। অর্থাৎ মথুরাদেশের লোকেরা প্রতিবাক্যে শপথ করে, তজ্জন্যই ভগবান্ নিজে মথুরাদেশবাসী বলে—"তা' তে আমাকে প্রাপ্ত হবেই," বলার পরে মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রতিজ্ঞা না করে পারলেন না। শ্রীল চক্রবর্তী মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণের মথুরাবাসিত্বে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

(২) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের গীতাভাষ্যের নাম "গীতাভূষণ। তাঁর মতে শ্রদ্ধাবান্ জীবসমূহকে অবিদ্যার থেকে রক্ষা করার জন্য অর্জুনের মোহ নিবারণ করার ছল করে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্বনিরূপণাত্মক এ গীতাশাস্ত্র উপদেশ দিয়েছেন। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এ পাঁচটী অর্থ গীতোপনিষৎ-শাস্ত্রে সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিভুচৈতন্য 'ঈশ্বর', অণুচৈতন্য 'জীব', সত্ত্বরজস্তমোগুণাশ্রয় দ্রব্য 'প্রকৃতি', ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ 'কাল' এবং পুরুষপ্রযত্নে নিষ্পাদ্য 'কর্ম' এই রূপ লক্ষণ নিরূপিত হয়েছে। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল—এ চারিটি নিত্য ; জীব, প্রকৃতি ও কাল—এরা ঈশ্বরাধীন। কর্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী। জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর ও জীব উভয়েই জ্ঞাতা ও অস্মদর্থ-নির্দিষ্ট ; ঈশ্বরের ও জীবের অস্মদর্থরূপ অহঙ্কার চিন্ময়, তা' মহত্তত্ত্বজাত অহঙ্কার নয়। মহত্তত্ত্বজাত অহঙ্কার জীবপ্রকৃতিগত হলে প্রকৃতিতেই উৎপন্ন হয়ে জীবকে আশ্রয় করে এবং জীব প্রকৃতিমুক্ত হলে অহঙ্কার প্রকৃতিতেই লীন হয়—মুক্তজীবের সঙ্গে যায় না। -ঈশ্বর ও জীব উভয়েই কর্তা ও ভোক্তা, এখানে ভোক্তৃত্ব শব্দের অর্থ অনুভবিতৃত্ব মাত্র। যেমন প্রকাশকরূপ সূর্য থেকে প্রকাশকত্ব বোধগম্য হয়; তেমনি জ্ঞান থেকেই জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধ হয় ; তথাপি জ্ঞানগত বিশেষ ও জ্ঞাতৃত্বগত বিশেষে পার্থক্যর দরুণ জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য সিদ্ধ হয়। তত্ত্বে ভেদ না থাকলেও নিত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষধর্মই ভেদকস্বরূপ তত্ত্ববিশেষ প্রতিপন্ন করে। অতএব নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ পরম তত্ত্বই এই গীতাশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে। ভেদাভাবেও ভেদপ্রতীতি নিত্য তত্ত্বেরই আশ্রিত; ধর্মধর্মিভাবাদিগত স্বগতভেদ নিত্য অনিবার্য। গীতাশাস্ত্রে এ সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার রয়েছে। এই শাস্ত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মার ধাম ও তাঁর প্রাপ্তির উপায় সকল সম্যগ্‌ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। জীবাত্ম-যাথাত্ম্যই পরমাত্ম-যাথাত্ম্যের উপযোগী, পরমাত্ম্যযাথাত্ম্য তার উপাসনার উপযোগী, এবং প্রকৃতি, কাল ও কর্ম সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের উপকরণস্বরূপ। ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় তিনটী—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান ও ভক্তির পথ প্রশস্ত হয়। কর্ম দুই প্রকারের—মুখ্য ও গৌণ। শ্রুতিবিহিত অহিংসাত্মক কর্ম মুখ্য; ও শাস্ত্রবিহিত হিংসাত্মক কর্মই গৌণ। কর্মের দ্বারা চিত্ত-বিশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানের উৎপত্তি; বিশিষ্ট জ্ঞান থেকে ভক্তির উৎপত্তি। যতক্ষণ কর্মপরীক্ষণের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপের অনুসন্ধান চল্‌তে থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান; তদ্দ্বারা হয় সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্যপ্রাপ্তি। জ্ঞান যখন পরিপক্ক হয়, তখন আরম্ভ হয় নির্নিমেষ-বীক্ষণ। ক্রমে শুদ্ধভক্তি উপজায়মান হয়। এবং ক্রমে সর্বোত্তম পুরুষার্থ-তত্ত্বোদয় হয়—জ্ঞান ও ভক্তির এইমাত্র পার্থক্য।

গীতাশাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে ঈশ্বরাংশ জীবের জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্মসাধ্য অংশী ঈশ্বরের ভজনোপযোগী স্বরূপ দর্শিত হয়েছে। মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ভক্তির উপদেশ। এবং অন্ত্য ছয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত ঈশ্বরাদি তত্ত্বের পরিশোধন ও স্বরূপসিদ্ধান্ত বর্ণনপূর্বক সর্বশেষে শুদ্ধভক্তির প্রতিপত্তি প্রদর্শন।

শ্রদ্ধালু ধর্মনিষ্ঠ সংযমীরা গীতাশাস্ত্রের অধিকারী। 'সনিষ্ঠ', 'পরিনিষ্ঠিত' ও 'নিরপেক্ষ' ভেদে এঁদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কোনও একটি বিশেষ বাসনা সহ নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্‌র্চনকারী "সনিষ্ঠ";

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকসংগ্রহ বাঞ্ছায় স্বধর্মাচরণরত হরিভক্ত "পরিনিষ্ঠিত"; সত্য-তপো-জপাদিদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত একান্ত হরিভক্ত "নিরপেক্ষ"। সনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত আশ্রমাশ্রিত; কিন্তু নিরপেক্ষ আশ্রমরহিত। শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমেশ্বরই 'বাচ্য' এবং তদুক্ত গীতাশাস্ত্রই 'বাচক'; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই এই শাস্ত্রের একমাত্র বিষয় এবং অশেষ ক্লেশ-নিবৃত্তিপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারই এই শাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় ভাষ্যে প্রত্যেক অধ্যায়ের যে এক একটি ভাষ্যনিষ্কর্ষ শ্লোকাকারে উপনিবদ্ধ করেছেন, তা'তেই তাঁর নিগূঢ় বক্তব্য সুপরিস্ফুট হয়েছে। এই অষ্টাদশ শ্লোকেই তাঁর হৃদ্‌গত ভাব অক্ষরে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীল বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাষ্য জটিল তথ্যবহুল; কিন্তু ভক্তি মাহাত্ম্যে অপূর্ব—এ গ্রন্থ ভক্ত ভাবুকমণ্ডলীর চিরারাধ্য বরণীয় গ্রন্থরূপে অবশ্য পরিগ্রহণীয়।

বঙ্গদেশের আর দুটী অনবদ্য সৃষ্টি বিষয়ে এখন বলছি। ঐ দুটী মধুসূদনের গূঢ়ার্থদীপিকা এবং শ্রীধরস্বামীর সুবোধিনী। প্রথমটী শঙ্করভাষ্যমুখী হলেও ভক্তিমহিমময়ী এবং দ্বিতীয়টী কোনও বিশিষ্ট মার্গ নিরপেক্ষ হলেও ফলতঃ ভক্তিমুখী।

(১) শ্রীশ্রীমধুসূদন সরস্বতী॥

মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, সিদ্ধান্তবিন্দু প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করে যেমন অদ্বৈতবেদান্তর প্রতি নিজের অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, তেমনি ভক্তিরসায়ন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে তিনি ভক্তিবাদের প্রতিও অপরিসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁর যাবতীয় রচনার অন্তস্তলেও অবিরল স্রোতে ভক্তিধারা প্রবহমান। তিনি পরম ভক্ত ছিলেন; ফলে অদ্বৈতবাদের গ্রন্থের মধ্যে তিনি সর্বত্র ভক্তির স্রোত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসারিত করেছেন। তাঁর অনুভবে জ্ঞান ও ভক্তির ছিল না কোনই বিরোধ।

মধুসূদন গীতার প্রতিপাদ্য বস্তু সম্পর্কে বলেন, মোক্ষলাভ বা নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির উপায় বিনির্ণয় গীতার অভিপ্রেত। সচ্চিদানন্দরূপ বিষ্ণুর পরম পদপ্রাপ্তির জন্য যেমন কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানভেদে কাণ্ড-ত্রয়াত্মক বেদের প্রবৃত্তি, সেরূপ কাণ্ডত্রয়াত্মক গীতারও নবাভ্যুদয়। প্রথম ছয় অধ্যায় কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় উপাসনা বা ভক্তিকাণ্ড ও তৃতীয় জ্ঞানকাণ্ড। তন্মধ্যে প্রথমে কর্মনিষ্ঠা এবং অন্তিমে জ্ঞাননিষ্ঠা। অতি বিরোধ হেতু কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হতে পারেনা বলে এ দুটোকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে—মধ্যম ষট্‌কে ভক্তিনিষ্ঠা হয়েছে সংস্থাপিত; কারণ ভক্তি কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই অনুগত। ভক্তি ত্রিবিধ—কর্মমিশ্র, জ্ঞানমিশ্র ও শুদ্ধ। তন্মধ্যে প্রথম ষট্‌কে কর্মানুষ্ঠান এবং কর্মত্যাগের পথে 'ত্বং' পদার্থের সংশোধন হয়েছে পর্যালোচিত। মধ্যম ষট্‌কে ভগবদ্ ভক্তিনিষ্ঠা বর্ণনমুখে তৎ-পদ-প্রতিপাদ্য পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ হয়েছেন বর্ণিত। তৃতীয় ষট্‌কে "তৎ" এবং "ত্বং"র ঐক্যরূপ "তৎ-ত্বম্-অসি" এ মহাবাক্যার্থ হয়েছে নিরূপিত। কাণ্ডত্রয়ের এ অপূর্ব সম্বন্ধ মধুসূদন অতি সুন্দরভাবে নিরূপিত করেছেন। মধুসূদন জ্ঞানলাভের একটী বিস্তৃত ক্রমও প্রদর্শন করেছেন। প্রথমে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান ও কাম্য নিষিদ্ধ কর্মের বর্জনে শুদ্ধচিত্ত হলে—ক্রমে বৈরাগ্য, শমাদিসম্পত্তি, সন্ন্যাস, মুমুক্ষা, গুরূপসত্তি, গুরূপদেশ গ্রহণ, প্রভৃতি বহু পর্যায় অতিক্রম করে নির্বিকল্প সমাধি সম্পন্ন হতে হয়। এরূপ ব্যক্তি গুণাতীত, স্থিতপ্রজ্ঞ, বিষ্ণুভক্ত, অতিবর্ণাশ্রমী জীবন্মুক্ত ও আত্মরতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়বাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা "গূঢ়ার্থ-দীপিকায়" তিনি প্রচার করে গিয়েছেন। তিনি নিষ্কাম কর্মকে বলেছেন মোক্ষমূল, ভক্তি বিনা তত্ত্বজ্ঞান হয় না এও তিনি ঘোষণা করেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারস্বরে। ভক্তিরসসিঞ্চন ব্যতীত জ্ঞান যে শুষ্ক এবং তা' বেদান্তের প্রতিপাদ্য জ্ঞান নয়—এটাই তিনি সর্বদা গীতার টীকায় বুঝাবার চেষ্টা করেছেন এবং নিজ জীবনেও তিনি জ্ঞান-ভক্তির সামঞ্জস্য সংরক্ষণ পূর্বক জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ জনসাধারণে প্রচার করেছেন। পরম তত্ত্বের প্রতি শুদ্ধ তত্ত্বের যে অনাবিল আকর্ষণ, তাই তো ভক্তি; এই আকর্ষণ গভীরতর, গভীরতম হলে জ্ঞানের হয় অভ্যুদয়, সাত্ত্বিক উপাধির আবরণে অনুভব হলো ভক্তি এবং সর্বোপাধিব্যতিক্রান্ত দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদশূন্য জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎ প্রকাশে জ্ঞান।

মধুসূদনের টীকার সর্বত্র নব নব ভাব ও বিষয় প্রপঞ্চিত হয়েছে। যেমন অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে "মামেকং শরণং ব্রজ" অংশের ব্যাখ্যায় মধুসূদন বলেছেন—শরণাগতি তিন প্রকারের—সাধনের অভ্যাসের পরিপক্কতানুসারে এ পার্থক্য দাঁড়ায়—মৃদুশরণত্বভাবে "আমি তাঁর"; দ্বিতীয় শরণত্বে "তিনি আমার"; তৃতীয় শরণত্বে "তিনিই আমি"—

"তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥"

মধুসূদন নিজেই বলেছেন তিনি শঙ্করাচার্যের ভাষ্য দেখে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গূঢ়ার্থদীপিকা রচনা করেছেন,—

"ভগবৎপাদভাষ্যার্থমালোচ্যাতিপ্রযত্নতঃ।
প্রায়ঃ প্রত্যক্ষরং কুর্বে গীতাগূঢ়ার্থদীপিকাম্"।

ফলতঃ, অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত তিনি প্রায় সর্বত্র মেনে নিয়েছেন। তা' সত্য—তা হলেও সে চরম সত্যকে তিনি "বাসুদেব" নামে অভিহিত করেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকের টীকায় "মামেবৈষ্যসি" অংশের ব্যাখ্যায় মধুসূদন বল্‌ছেন—"মাং ভগবন্তং বাসুদেবমেব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি—বেদান্তবাক্যজনিতেন মদ্বোধেন, ত্বঞ্চাত্র সংশয়ং মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্ষীঃ"—অর্থাৎ আমাকে—ভগবান্ বাসুদেবকেই প্রাপ্ত হবে, বেদান্ত-বাক্যজনিত মদ্বিষয়ক বোধদ্বারা; এ বিষয়ে সংশয় ক'রোনা। ফলতঃ, বাসুদেব বা কৃষ্ণতত্ত্বই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, বেদান্ত মহাবাক্য থেকে যে পরম তত্ত্বের জ্ঞান হয়, সেটী বাসুদেবতত্ত্বের জ্ঞান। এ ভগবান্ বাসুদেবের বর্ণনা করছেন মধুসূদন পরমানন্দে বিহ্বল হয়ে—

"মামেব ভগবন্তং বাসুদেবমীদৃশমনন্তসৌন্দর্যসারসর্বস্বম্ অখিলকলা-কলাপনিলয়ম্ অভিনবপঙ্কজশোভাধিকচরণকমলযুগলপ্রভম্ অনবরতবেণু-বাদননিরতং বৃন্দাবনক্রীড়াসক্তমানসং হেলোদ্ধৃতগোবর্ধনাখ্যমহীধরং গোপালম্" ইত্যাদি॥ মধুসূদন জ্ঞানবাদী বাসুদেবশরণাপন্ন ভক্ত॥

(২) শ্রীধরস্বামী

শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা বঙ্গদেশের পরম আদরের সামগ্রী। টীকার প্রারম্ভে তিনি বলেছেন—

"শ্রীমধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতুর্গিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রাদযত্নতঃ।
সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধেয়া মনীষিভিঃ॥"

বিশ্বপতি লক্ষ্মীপতি উমাকান্তকে সমাদরে প্রণামপূর্বক তাঁর প্রতি ভক্তি প্রণোদিত হয়ে সুবোধিনী-নাম্নী গীতাব্যাখ্যা করছি। আমি ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্যের) মত এবং তাঁর ব্যাখ্যাকারী (আনন্দগিরির) বাক্য উত্তমরূপে সমালোকন করে গীতাব্যাখ্যা আরম্ভ করছি। এ ব্যাখ্যা পাঠমাত্র অনায়াসে গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সুসাধ্য হবে—তজ্জন্য "সুবোধিনী" সকলের ধ্যানযোগ্যা হোক্"।

ফলতঃ—সুবোধিনী গীতার আক্ষরিক টীকা, এবং সাম্প্রদায়িক ভাব—বিমুক্ত টীকা। সরল, অনাড়ম্বর, পাণ্ডিত্যাভিমান—বিবর্জিত এ টীকা অনায়াসে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে তিনিও মধুসূদন সরস্বতীর "শ্রীমাধবে"র পরম উপাসক, পরম ভক্ত—ভক্তির ভাবেই টীকার মধ্যে তাঁকে বিহ্বল দেখ্‌তে পাই। ফলতঃ—ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষহেতু বলে তিনি প্রতিপাদিত করেছেন। তিনি বলেছেন—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া"; "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন" ইত্যাদি শ্লোকে মোক্ষসাধন বিষয়ে ভগবদ্ভক্তিই প্রধানরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অতএব একান্ত ভক্তিই ভগবৎপ্রসাদলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে মোক্ষের কারণ। ১০।১০ শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন "আমার প্রতি আসক্তচিত্ত সকল ভক্তকে আমি সেরূপ বুদ্ধি দিয়ে থাকি—যাতে তারা আমাকে পেতে পারে"। ১৩।১৮ শ্লোকে পুনরায় ভগবান্ বলেছেন "আমার ভক্ত এটী জেনে ব্রহ্মত্বলাভের যোগ্য হয়ে থাকে।" জ্ঞান ও ভক্তি এক বস্তু, এ বলা অসঙ্গত—"সর্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি মদ্বিষয়ক পরা ভক্তি লাভ করে থাকে", "ভক্তি দ্বারা আমার স্বরূপাদি জান্‌তে পারে" প্রভৃতি বাক্যে উভয়ের ভেদ স্পষ্ট প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যদি বল, ভক্তি মোক্ষের কারণ হলে "তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়" ইত্যাদি অর্থ প্রতিপাদক শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ অপরিহার্য; এটীও ঠিক নয়, কারণ জ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ব্যাপার। কাঠের দ্বারা পাক করা হচ্ছে বল্লে অগ্নিজ্বালানোর প্রয়োজন অস্বীকার করা হয় না, সুতরাং প্রমাণিত হলো যে ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষহেতু॥

আধুনিক ভাষ্যকারগণ

(১) মহাত্মা তিলক

তিলকের গীতারহস্য অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। মহাত্মা তিলক যখন মান্দালা জেলে বন্দী ছিলেন, তখন তিনি—কারাবাসকালেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ১৯১৬ সালে তাঁর "গীতারহস্য" গ্রন্থখানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত হয়। ভারতের সুপ্ত কর্মশক্তি জাগ্রত, প্রোদ্বুদ্ধ করার গুরু প্রয়োজনেই যেন ভগবান্ মহাত্মা তিলকের মাধ্যমে এই "গীতারহস্য" বা কর্মযোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়ে নেন। শঙ্করাচার্যের গীতাভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভের অংশ দেখে মনে হয় যেন পূর্বে কর্মযোগমুখী কতিপয় ভাষ্য প্রচলিত ছিল। কিন্তু দেশের অবসন্নতার ফলে এই কর্মযোগ ব্যাখ্যা একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। মহাত্মা তিলক নূতন করেই কর্মযোগমূলক গীতারহস্য সাধারণে পুনঃ প্রচার করেন। এই দিক থেকে মহাত্মা তিলক একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গীতা-ভাষ্যকার। ভাষ্যকারদের মধ্যে কেও বা জ্ঞানকে দিয়েছেন প্রাধান্য, কারো বা ভাষ্যে ভক্তির প্রাধান্য, কেহ বা দিয়েছেন সন্ন্যাসকে প্রাধান্য। স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিধানের জন্য এঁরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ, ভগবদ্গীতা ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে চিরকাল সমাদৃত এবং উক্ত গ্রন্থকে স্বকীয় মতানুগ না করতে পারলে স্বকীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রাধান্য স্থাপন করা সম্ভবপর নয় ভারতে। এমন কি, শঙ্করও জোর করে ভগবদ্গীতার স্বকীয় মায়াবাদমূলক ব্যাখ্যা করেছেন, ফলে বহুস্থলে নিতান্ত বিপন্ন হয়েও কোনও প্রকারে নিজের জেদ বজায় রেখেছেন।

তিলকের মতে কর্মই গীতার মধ্যবিন্দু, মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে বুঝাতে চেয়েছেন যে কর্মই মুক্তির মুখ্য সাধন, জ্ঞান ও ভক্তি কর্মের পরিপোষক ও সহায় মাত্র। জ্ঞান ও ভক্তি কর্মে পরিসমাপ্ত হয় এবং স্থির পরিণতি লাভ করে। এবং এই ভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয় সাধন করেছেন। অন্যথা মৌলিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মিল থাকে কি করে? এ গ্রন্থ মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশ বিশেষ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ মহাকর্মী বীর অর্জুনকে সম্মোহস্থলে এ উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছেন। এ পটভূমিকায় কর্মচোদনা এবং নিষ্কাম কর্মের শ্রেষ্ঠত্বই যে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হবে, সন্দেহ কি? তাই মহাত্মা তিলক প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন যে, অর্জুনের মোহ দূর করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তের ভিত্তিতে কর্ম অকর্মের এবং সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষের উপায় সমূহেরও পূর্ণ বিচার করে অর্জুনকে দেখিয়েছেন যে, প্রথমতঃ কর্ম কখনও দূর হয় না এবং দ্বিতীয়তঃ, কর্ম ছাড়াও উচিত নয়। এবং জ্ঞান মূলক ভক্তিপ্রধান কর্মযোগই মোক্ষের উপায়।

গীতারহস্য বা কর্মযোগশাস্ত্রে সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিলক বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, ভক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহের এবং মধ্যে মধ্যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমতও সেই সেই প্রসঙ্গে অবতারণা করেছেন এবং তুলনামূলকভাবে স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। উত্তরাংশে শ্লোকসমূহের অনুবাদ ও টিপ্পনীমুখেও তাঁর এই সিদ্ধান্ত তিনি বিশ্লেষিত করেছেন। তিলকের মতে মীমাংসা, উপনিষদ্, বেদান্ত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের যথাসম্ভব পরিপূর্তির পরে বৈদিক ধর্ম জ্ঞানমূলক ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ বিষয়ক চরম স্বরূপ গীতায় প্রাপ্ত হয়। এজন্য আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা ধর্মসাধনোপযোগী গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(২) মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর ভাষ্যের নাম অনাসক্তিযোগ। ইহার মূল গুজরাতী ভাষায় লেখা। এটী সুবিদিত যে গান্ধীজী গীতাকে গীতামাতা নামে সম্বোধন করতেন এবং তাঁর প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজও গীতার নির্দেশে অনুষ্ঠিত হতো। তিনি জীবনের প্রতিটি সঙ্কট গীতার আদেশে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন—তিনি নিজে তা' বলেও গেছেন।

গান্ধীজী অহিংসার মূর্ত প্রতীক। তিনি মহাত্মা তিলকের কর্মযোগই মোক্ষসাধন বা মোক্ষের উপায় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিকাকে তিনি সম্পূর্ণ রূপক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর মতে গীতার যুদ্ধ মানুষের হৃদ্‌গত যুদ্ধ; মানুষে মানুষে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে যে বিরোধ; তার পটভূমিকায় এ গ্রন্থ রচিত হয়নি। যে রূপক অবলম্বনে গীতার সৃষ্টি, তার সুন্দর বর্ণনা রয়েছে কঠোপনিষদে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

ইত্যাদি। এই সকল শ্লোকের অন্তে কঠোপনিষদ্ পুনরায় বলেছেন—

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

(কঠ-১-৩-৯)

অর্থাৎ, "আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম বলে জান। মনীষীরা ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, রূপ রসাদি বিষয় সমূহকে ইন্দ্রিয়-অশ্বের বিচরণক্ষেত্র এবং ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বা রথী বলে থাকেন" ইত্যাদি। "বিজ্ঞান যাহার সারথি, মন যাহার প্রগ্রহ, সেই মনুষ্য সংসার পথের পারস্বরূপ বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করে।"

কঠোপনিষদের সুরে সুর মিলিয়ে মহাত্মাজীও বলেছেন—যে, দেহই গীতোক্ত রথ, অর্জুন রথী, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং মনঃ হচ্ছে লাগাম। রথ যে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটাই হচ্ছে কুরুক্ষেত্ররূপ হৃদয়ক্ষেত্র। হৃদয়স্থ দৈবী বৃত্তি পক্ষ অর্জুনের বা পাণ্ডবের পক্ষ; এবং আসুরী বৃত্তির পক্ষ দুর্যোধনের বা কুরুপক্ষ। এই দৈবী ও আসুরী বৃত্তির হৃদয়ক্ষেত্রে সংঘটিত যুদ্ধকেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলা হয়েছে। এবং এ যুদ্ধে যাতে দৈব পক্ষ জয়লাভ করেন, তজ্জন্য ভগবান্ সারথিবেশে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মা গান্ধী গীতার তৃতীয় অধ্যায়কে "গীতা বুঝবার চাবি" বল্‌তেন। মহাত্মা গান্ধীর মতে এই তৃতীয় অধ্যায়ের সারমর্ম—"জীবন সেবার জন্য, ভোগের জন্য নয়।" জীবন সেবার জন্য—এই যখন সারসিদ্ধান্ত, তখন জীবনকে করে ফেলতে হয় সেবাযজ্ঞময়। সত্যি তা করতে হলে নিরন্তর চিত্তশুদ্ধি ও লক্ষ্য পথে ধ্রুবদৃষ্টি অত্যাবশ্যক। এর জন্য ইন্দ্রিয়দমনের আবশ্যকতা। সেবাকার্য স্বার্থের দৃষ্টিতে হলে সেবাযজ্ঞ নষ্ট হয়ে যায়; তজ্জন্য অনাসক্তি একান্ত আবশ্যক। মহাত্মাজী বলেন যে, অনাসক্তি যদি আসে, তা হ'লে কারো হাতে অন্যকে মারার মত ছুরি থাক্‌লেও সেটী খসে পড়ে। কিন্তু অনাসক্তি নিয়ে ঢং করলেই তো অনাসক্তি আসে না, তজ্জন্য চাই কঠোর প্রচেষ্টা।

মহাত্মাজীর মতে, তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করলে, এক সঙ্গে মনন করলে—অনাসক্তি যোগ সম্বন্ধে অবিসংবাদিত সংবাদ পাওয়া যায়। তৎপর অবশিষ্ট অধ্যায় সমূহের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে ক্লেশ হয় না। ষষ্ঠ থেকে গীতার পরবর্তী অধ্যায়গুলি অনাসক্তি পাওয়ার সাধনের সন্ধান ও উপায় আমাদের বলে দেয়। দৈনন্দিন বহু বিষয়েও গীতামাতা দেন উপদেশ। কারো প্রতি বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বকীয় ঔদরিকতা প্রভৃতি উপশম করতে হলে শ্রেষ্ঠ উপায় গীতার তত্তদ্বিষয়ক শ্লোক উচ্চারণ ও তার প্রকৃত অর্থবোধ পূর্বক অনুসরণ। চিত্ত ও দেহ তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়।

(৩) শ্রীশ্রীঅরবিন্দ॥

শ্রীঅরবিন্দ ভক্তিবাদী। ক্ষর ও অক্ষর ব্যতিরিক্ত যে পরম পুরুষ—পুরুষোত্তম, তিনিই সর্বনিয়ন্তা। তাঁকে জানতে হলে কর্মমুখে জ্ঞানের মাধ্যমে ভক্তকে হতে হয় অগ্রসর। ভক্তিই চরম সাধন। তবে দেহ ও চিত্তশুদ্ধির জন্য আবশ্যক কর্ম-সাধন; প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতীত লক্ষ্যভ্রষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়া স্বাভাবিক—তজ্জন্য পুরুষোত্তম বিষয়ক জ্ঞানও অনিবার্য। এজন্য কর্ম ও জ্ঞানের মাধ্যমে চরম ভাবে ভক্তি সাধন অবলম্বনে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীঅরবিন্দ আত্মসমর্পণকেই—সর্ববিষয়ে আত্মসমর্পণই মোক্ষের উপায় বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন দেবজীবন অনুসরণ করা, সর্বধর্ম-পরিত্যাগ করা, কেবলমাত্র পরাৎপরের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা—এটাই গীতার শিক্ষা।

কর্মযোগ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দের মতে—বেদবাদীদের যে যজ্ঞ, তা' ফলকামনাপ্রসূত বলে এবং ভোগৈশ্বর্যই সে যজ্ঞের লক্ষ্যস্থল বলে—ঐরূপ যজ্ঞ কখনও গীতার অনুমোদিত হতে পারে না। গীতার ভাষা থেকেই তা' সত্য অনুমিত হয়—গীতা বল্‌ছেন,

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥" ২।৪২।৪৩

অর্থাৎ "বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট, ফলতঃ—তাৎপর্যবিমূঢ়, এটী ছাড়া ঈশ্বরতত্ত্বপ্রাপণযোগ্য আর কিছুই নেই—এরূপ মতের পোষক, কামাত্মা, স্বর্গাভিলাষী মূঢ়গণ এই পুষ্পিত বাক্য নির্দেশ করে থাকে; তা জন্মকর্ম-ফলপ্রদ—ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য বিশিষ্ট এবং ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির সাধন-ভূত"॥ "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং"—গীতার উক্তি থেকেই গীতার এই "বেদবাদরত" দের প্রতি উপেক্ষার ভাব ফুটে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগশাস্ত্রে কর্ম যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সে ব্যাপক অর্থের প্রতি গীতায় ব্যবহৃত কর্ম" শব্দের ঝোঁক রয়েছে; কর্মের অর্থে আমাদের সকল ধর্মকর্মই ধরতে হবে। তথাপি এটী স্বীকার্য যে, গীতা বৌদ্ধধর্মের মত যজ্ঞকে একেবারে উড়িয়ে দেন নি, বরং যজ্ঞের ধারণাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্নীত ও প্রশস্ত করেছেন। কিন্তু সর্বকামনা পরিত্যাগ—গীতার আদি কথা এবং নিষ্কাম কর্মই গীতার উদ্দিষ্ট বলে জীবনের সমস্ত কর্ম ভক্তিয় সঙ্গে বাসনাশূন্য হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে সর্বজনহিতের জন্য করতে হবে। বেদবাদ এ সত্যকে ঢেকে দেয়; তাই শ্রীশ্রীগীতা এই বেদবাদকে নিন্দা করে এর একটী পরিবর্তিত ও উন্নততর রূপ প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। এই বেদবাদ গীতা-বিরচনের সময় সমাজে প্রচলিত ছিল; তাই সকলের মুখে বৈদিক প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য—তথাপ্রচলিত বেদবাদের নিন্দাপূর্বক বেদ-উপনিষদের শিক্ষার যথার্থ প্রচারে গীতা অগ্রসর হয়েছেন। গীতা স্পষ্টই বলেছেন যে, লোকহিতার্থে কর্ম করতেই হবে—এবং তা করতে হ'বে অনাসক্ত ভাবে। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরাগতি প্রাপ্ত হতে পারে। কারণ, জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছেন—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ৩।১৯
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ॥ ৩।২০

"লোক সংগ্রহ" বা জগতের হিতই কর্মের উদ্দেশ্য। শ্রীঅরবিন্দের মতে—ভিতরে ভাগবত পুরুষকে কর্মের অর্পণ এবং বাহিরে কর্মের সম্পাদন এই হবে কর্ম-যজ্ঞের পরিণতি। এরূপে সমতার সঙ্গে বাসনা-শূন্য হয়ে যজ্ঞরূপে কর্ম করলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

"যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে ॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪।২২-২৩

যজ্ঞের এই বিশদ ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই গীতা বলেছেন যে—এই যজ্ঞকর্মের সবই ব্রহ্ম,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥"

অর্থাৎ "অর্পণ ব্রহ্ম, উৎসর্গের দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারাই এটী ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত এবং ব্রহ্মকর্মে সমাধির দ্বারা ব্রহ্মই লভ্য।" এই জ্ঞানেই যজ্ঞকর্ম করতে হ'বে।

শ্রীঅরবিন্দ আত্মসমর্পণ-যোগী—মহাত্মা গান্ধী ও মহাত্মা তিলক কর্মযোগী—নিজের নিজের দিক থেকে এঁদের গীতাব্যাখ্যা অতুলনীয়॥ বিশ্ববন্দ্য এই ভারতীয় মনীষীরা বিংশ শতাব্দীর যে জ্ঞানগরিমা ও কর্ম প্রচোদনা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন—যুগযুগান্তর ধরে বিশ্ববাসী তার দিব্য আলোকে স্ব স্ব জীবনের পথের সন্ধান পাবেন—সন্দেহ নাই।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাপাঠের প্রণালী

নিত্য কৃত্য সমাপ্ত করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া নিম্নোক্ত সঙ্কল্প করিবে—

বিষ্ণুরোঁম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (১) শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ (পিতৃলোকের স্বর্গ-কামনায় পাঠ করিলে, "অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি-রূপে বলিতে হইবে) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্য-মহাভারতান্তর্গত-ভীষ্মপর্বীয় "ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ" ইত্যাদি "তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিধ্রুবা নীতির্মতির্মম" ইত্যন্ত-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসংহিতোপনিষৎপাঠকর্মাহং করিষ্যে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া (সমর্থ হইলে সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন পূর্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা গণেশাদির অর্চনা করিয়া) প্রাণায়াম করিবে। যথা:—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট টিপিয়া ধরিয়া 'ওঁ' এই মন্ত্র ৪ বার জপ করার সঙ্গে সঙ্গে বাম নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে (পূরক)। অতঃপর উক্ত মন্ত্র ১৬ বার জপ করার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসাও টিপিয়া ধরিয়া বায়ুস্তম্ভন করিবে (কুম্ভক)। পরে ঐ মন্ত্র ৮ বার জপ করিতে করিতে অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ নাসিকাপথে বায়ু ত্যাগ করিবে (রেচক) (১)। এই প্রকারে পুনর্বার দক্ষিণ নাসাপথে বায়ু আকর্ষণ, উভয় নাসা টিপিয়া

---

(১) পরের জন্য পাঠ করিলে অতঃপর "অমুকগোত্রস্য অমুকস্য" এইটুকু উল্লেখ করিয়া "করিষ্যে"র স্থলে "করিষ্যামি" বলিবেন। বহু লোক ফল-ভাগী হইলে এবং তন্মধ্যে পাঠক স্বয়ংও একজন থাকিলে "অমুকগোত্রাণাং অমুকামুকানাং" বলিয়া অপরাপরের সহিত নিজ নামও বলিবেন এবং "করিষ্যামি" বলিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ুস্তম্ভন ও পরে বাম নাসাপথে বায়ুরেচন (২)। পুনর্বার বাম নাসায় বায়ু আকর্ষণ, উভয় নাসা টিপিয়া স্তম্ভন ও দক্ষিণ নাসাপথে বায়ুর রেচন করিবে (৩) (ইহাই প্রাণায়াম।

অতঃপর ঋষ্যাদিস্মরণ। যথা—অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাস ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"(২।১১) ইতি বীজম্ "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬) ইতি শক্তিঃ "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" (১৮।৬৬) ইতি কীলকং শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ॥

অতঃপর করন্যাস—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"* (২।২৩) অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ"* তর্জনীভ্যাং স্বাহা। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ"* (২।২৪) মধ্যমাভ্যাং বষট্। "নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"* অনামিকাভ্যাং হুং। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ"* (১১।৫) কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ"* করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অতঃপর অঙ্গন্যাস

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"* হৃদয়ায় নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ"* শিরসে স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ"* শিখায়ৈ বষট্। "নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"* কবচায় হুং। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি

---

* অতঃ পরম্ 'ইতি' ইত্যধিকং ক্বচিৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শতশোঽথ সহস্রশঃ" নেত্রাভ্যাং (১)* বৌষট। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ"* করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ করন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করিবে।

গীতাধ্যানম্

"ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া পুনর্বার করন্যাস অঙ্গন্যাসপূর্বক ধ্যান করিয়া পুস্তকের উপর পুষ্প স্থাপন করিয়া "গীতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর "গীতাধারপুস্তকায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা গীতাপুস্তকের পূজা করিবে। প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ শ্লোকসমূহ পাঠ করত মনে মনে গীতার্থ চিন্তা করিতে করিতে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া গীতামাহাত্ম্য পাঠ করিবে ও প্রাণায়াম করিয়া নমস্কার করিবে।

হে ভগবতী গীতা জননি! স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ অর্জুনের জন্য আপনাকে উপদেশ দিয়াছেন; পুরাণমুনি বেদব্যাস মহাভারতের মধ্যে আপনাকে বিন্যস্ত করিয়াছেন; আপনি অদ্বৈত তত্ত্বামৃতবর্ষিণী ও সংসারোচ্ছেদিনী; আমি আপনার ধ্যান করি॥

---

(১) "নেত্রত্রয়ায়" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গলাচরণশ্লোকাঃ

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্ ॥ ১ ॥
নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২ ॥
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩ ॥
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪ ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫ ॥
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোপলা *
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবে রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ† ॥ ৬ ॥
পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থ-গন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক-কেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জন-ষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারত-পঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮ ॥

---

* "নীলোৎপলে"তি পাঠান্তরম্। † "কৈবর্তকে কেশবে" ইতি পাঠান্তরম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯ ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ১০ ॥

বাগীশ (বৃহস্পতি) প্রভৃতি দেবগণ সর্বকার্যারম্ভে যাঁহাকে নমস্কার করিয়া কর্তব্য সাধনে সমর্থ হন, সেই গজাননকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

প্রফুল্ল পদ্মের পাপড়ির ন্যায় বিশাল নেত্র হে মহামতি ব্যাসদেব, আপনাকে নমস্কার। যে আপনি মহাভারত-তৈলপূর্ণ জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন ॥ ২ ॥

আশ্রিত জনের [অভিলাষ পূরণে] কল্পবৃক্ষ সদৃশ, [অশ্বচালনার নিমিত্ত] এক হস্তে বেত্র-কশাধারী, জ্ঞানমুদ্রাসমন্বিত, গীতামৃতের দোগ্ধা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

অখিল উপনিষৎ গাভী [স্থানীয়], গোপালনন্দন [শ্রীকৃষ্ণ] দোগ্ধা [স্থানীয়], অর্জুন বৎস [স্থানীয়], সুধী ব্যক্তি পানকর্তা [স্থানীয়] ও মহৎ গীতামৃত দুগ্ধ [স্থানীয়] ॥ ৪ ॥

বসুদেবপুত্র, কংস ও চাণূরের বিনাশকারী, দেবকীর পরমানন্দদায়ী, জগদ্‌গুরু দেব শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

ভীষ্ম ও দ্রোণ যাহার (যে রণ-নদীর) দুই তীর, জয়দ্রথ যাহার জল, গান্ধাররাজ যাহার কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড, শল্য যাহার গ্রাহ (জলজন্তু বিশেষ), কৃপাচার্য যাহার স্রোতঃ, কর্ণ যাহার বেগ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ যাহার ভীষণ মকর (জলজন্তু)—সেই প্রসিদ্ধ [কুরুক্ষেত্র] রণনদী পাণ্ডবগণ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, [কারণ] তাহার কৈবর্ত (অর্থাৎ কর্ণধার) ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাশরপুত্রের (ব্যাসের) বাক্যরূপ সরোবর হইতে সমুদ্ভূত, গীতার্থরূপ গন্ধে পরিপূর্ণ, নানাবিধ আখ্যানরূপ কেশর (পদ্মের কিঞ্জল্ক) সমন্বিত, হরিকথা [রূপ] অরুণোদয়ে প্রস্ফুটিত, জগতে সজ্জন-ভ্রমরগণ নিরন্তর [যাহার মধু] আনন্দসহকারে পুনঃ পুনঃ পান করিতেছেন, কলিকল্মষধ্বংসী এইরূপ মহাভারত-পদ্ম আমাদের মঙ্গলের জন্য হউক ॥৭॥

যাঁহার কৃপা মূককে (বোবাকে) বাগ্মী করে, পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়—সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ দিব্য স্তবসমূহে যাঁহার স্তুতি করেন; সামাধ্যায়ীরা সাঙ্গ সপদক্রম সরহস্য বেদমন্ত্রে যাঁহার কীর্তন করিয়া থাকেন, যোগিগণ ধ্যাননিশ্চল তদ্গতচিত্তে যাঁহাকে দর্শন করেন, দেবগণ ও অসুরগণ যাঁহার স্বরূপ জানেন না—সেই দেবতাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া 'জয়' নামক (যাহাদ্বারা সংসার জয় করা যায়) পুরাণাদি সংহিতা পাঠ করিবে। ১০ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অর্জুনবিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

১। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্যোধনাদি এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ যুদ্ধের জন্য ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিলেন।

২। সঞ্জয় বলিলেন—রাজা দুর্যোধন তখন ব্যূহরচনায় অবস্থিত পাণ্ডবের সৈন্য সকলকে দেখিয়া আচার্য দ্রোণের নিকট আগমনপূর্বক বলিতে লাগিলেন।

৩। হে আচার্য! আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) কর্তৃক ব্যূহরচনায় রক্ষিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই বিপুল সেনাদল আপনি দেখুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ[১] ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

৪-৫-৬। এখানে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমান মহাধনুর্ধর যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট, [মহারাজ] মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশীল যুধামন্যু, বীর্যবান্ উত্তমৌজা, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ—[এই] সকল মহারথেরা [উপস্থিত আছেন]।

৭। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের পক্ষে যাঁহারা প্রধান সেনানায়ক, তাঁহাদিগের বিষয় আপনি অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি।

৮। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, [সোমদত্তের পুত্র] ভূরিশ্রবা ও [সিন্ধুরাজ] জয়দ্রথ।

৯। আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, নানা শস্ত্র নিক্ষেপে সুদক্ষ এবং যুদ্ধে নিপুণ আরও বহু বীর আছেন।

---

[১] স্তথৈব চ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০॥
অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি॥ ১১॥
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫॥

১০। ভীষ্মকর্তৃক রক্ষিত আমাদিগের বল অ-পর্যাপ্ত এবং ভীম-কর্তৃক অভিরক্ষিত ইঁহাদের বল পর্যাপ্ত।

১১। [অতএব], সকল ব্যূহপ্রবেশদ্বারে নিজ নিজ বিভাগ অনুসারে আপনারা সকলেই ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।

১২। [তখন] প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ [ভীষ্ম] তাঁহার (দুর্যোধনের) আনন্দ সঞ্চার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন।

১৩। তৎপর শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ ও শৃঙ্গ প্রভৃতি [রণবাদ্য সকল] সহসা বাজিয়া উঠিল এবং তজ্জন্য তুমুল ধ্বনি [উত্থিত] হইল।

১৪। তারপর শ্বেত অশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুইটি দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন।

১৫। শ্রীকৃষ্ণ বাজাইলেন পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ, ধনঞ্জয় বাজাইলেন দেবদত্ত-নামক মহাশঙ্খ এবং ভীমকর্মা ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্[১] ॥ ১৯ ॥
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

অর্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥

১৬। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় [-নামক শঙ্খ], নকুল সুঘোষ [-নামক শঙ্খ] এবং সহদেব মণিপুষ্পক [-নামক শঙ্খ বাজাইলেন]।

১৭-১৮। হে পৃথিবীপতে! মহাধনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাতনয় [অভিমন্যু]—ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন।

১৯। সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীমণ্ডল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের হৃদয় বিদারণ করিল।

২০। হে মহীপতে! তারপর, শস্ত্র প্রয়োগ আরম্ভ হইলে যুদ্ধের জন্য উদ্যত দুর্যোধন প্রভৃতিকে দেখিয়া কপিধ্বজ অর্জুন ধনু উদ্যত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তখন এই বাক্য বলিলেন।

---

১ তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

২১-২২। অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! উভয়কুলের সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর—যতক্ষণ না আমি যুদ্ধকামনায় উপস্থিত ইঁহাদিগকে দর্শন করি; এই যুদ্ধ ব্যাপারে কাঁহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে [তাহাও আমি দেখি]।

২৩। যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতসাধনে ইচ্ছুক এই যাঁহারা এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি দেখি।

২৪-২৫। সঞ্জয় বলিলেন—হে ভারত! অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজগণের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ রথ স্থাপনপূর্বক বলিলেন—হে পার্থ, এই সকল সমবেত কুরুদিগকে দর্শন কর।

২৬। অনন্তর অর্জুন সেই স্থানে উভয় সেনার মধ্যেই পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও বন্ধুগণ দেখিতে পাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

অর্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

২৭। কুন্তীপুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত সেই বন্ধুবৃন্দকে দেখিয়া পরম কৃপাবিষ্ট ও বিষাদযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলেন।

২৮। অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত এই স্বজনদিগকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে।

২৯। আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছে। হস্ত হইতে গাণ্ডীব ভ্রষ্ট হইতেছে, চর্মও দগ্ধ হইতেছে।

৩০। আমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং মনও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। হে কেশব, আমি বিপরীত লক্ষণসমূহ দেখিতে পাইতেছি।

৩১। আত্মীয়বৃন্দকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া আমি কোন মঙ্গল দেখিতে পাইতেছি না। হে কৃষ্ণ, আমি বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্যও নয়, সুখও নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

৩২-৩৩-৩৪-৩৫। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে, ভোগসমূহে, অথবা প্রাণে প্রয়োজন কি? যাঁহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য, ভোগ এবং সুখ-সমূহ আকাঙ্ক্ষিত, সেই আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, তথা পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং কুটুম্বগণ ধন ও প্রাণ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন। হে মধুসূদন, যদিও ইঁহারা [আমাদিগকে] হত্যা করিবার জন্য সমুদ্যত, তাহা হইলেও ইঁহাদিগকে—কেবল এই পৃথিবীর জন্য নয়, এমন কি সমগ্র ত্রিভুবনের জন্যও আমি হত্যা করিতে চাই না। হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে [এবং তাঁহার পক্ষীয়গণকে] হত্যা করিয়া আমাদিগের কি সুখ হইবে।

৩৬। এই আততায়ীদিগকে হত্যা করিলে আমাদের পাপ হইবে, সেই হেতু আমাদিগের বান্ধব দুর্যোধন প্রভৃতিকে হত্যা করা আমাদিগের উচিত নয়। হে মাধব, নিজের জনকে হত্যা করিয়া আমরাও বা কি করিয়া সুখী হইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৮ ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

৩৭-৩৮। যদিও ইঁহাদিগের চিত্ত লোভাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ইঁহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহের পাতক দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা হইলেও হে জনার্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ সম্যগ্‌ভাবে দেখিয়া আমরা এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিব না কেন।

৩৯। কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্মসমূহ নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম সমস্ত বংশকে অভিভূত করে।

৪০। হে কৃষ্ণ! [বংশ] অধর্ম দ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হন, এবং হে বার্ষ্ণেয়, স্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে।

৪১। বর্ণসঙ্কর হইলে কুলবিনাশকদিগের এবং বংশের নরক [গমন] হয় এবং ইঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণের পিণ্ড এবং তর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হয় বলিয়া তাঁহারা পতিত হন।

৪২। কুলবিনাশকদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষসমূহের জন্য বর্ণধর্ম এবং শাশ্বত কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥
অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

৪৩। হে জনার্দন! গুরুপরম্পরায় শুনিয়াছি যে, যাঁহাদিগের কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, তাঁহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয়।

৪৪। আহা! যেহেতু রাজ্যসুখলোভে আমরা স্বজনকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই হেতু আমরা মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৪৫। যদি শস্ত্রপাণি দুর্যোধনাদি প্রতিকারে অনিচ্ছুক, শস্ত্রবিহীন আমাকে যুদ্ধে হত্যা করে, তাহাই আমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

৪৬। এই বলিয়া অর্জুন যুদ্ধে শোকাকুল মনে শরসমন্বিত ধনু পরিত্যাগ করিয়া রথমধ্যে উপবেশন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥ ২॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩॥

অর্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪॥

১। সঞ্জয় বলিলেন—এইভাবে কৃপাবিষ্ট এবং অশ্রুপূর্ণ বিলোলনয়ন অর্জুনকে বিষাদপূর্ণ দেখিয়া মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন—।

২। ভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন! এই বিষম সময়ে অনার্যাচরিত স্বর্গপ্রতিরোধক অকীর্তিকর মোহ তোমার কেন উপস্থিত হইল।

৩। হে পার্থ! তুমি ক্লৈব্য প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া তুমি উত্থান কর।

৪। অর্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন, হে অরিসূদন! এই সমরে পূজনীয় ভীষ্ম এবং দ্রোণের সহিত শর লইয়া আমি কি করিয়া প্রতি-আক্রমণ করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবাঞ্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্॥ ৫॥
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬॥
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭॥

৫। মহানুভব গুরুজনদিগকে হত্যা না করিয়া এই জগতে এমন কি ভিক্ষান্ন সেবনও শ্রেয়স্কর। কিন্তু ইঁহাদিগকে হত্যা করিলে ইহকালেই তাঁহাদিগের শোণিতলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে।

৬। এই যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করি বা বিজিত হই— এই দুইটির মধ্যে কোনটি যে শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, যাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণই সম্মুখে অবস্থিত।

৭। আমার স্বকীয়ভাব (শৌর্য-বীর্যাদি) করুণা (কাতরতা) এবং [কুলক্ষয়াদি] অবশ্যম্ভাবী দোষে অভিভূত হইয়াছে এবং আমার চিত্ত [অত্ত] ধর্মাধর্ম বিবেকহীন হইয়াছে, [সেইজন্য] আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা আমার পক্ষে নিশ্চিত শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাগত। আমাকে উপদেশ দাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ[১]।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১॥

৮। পৃথিবীতে শত্রুশূন্য সমৃদ্ধরাজ্য ও সুরগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও, আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণকারী এই শোক অপনোদন করিতে পারে [এমন কোনও উপায়] দেখিতেছি না।

৯। সঞ্জয় বলিলেন—অরিন্দম জিতনিদ্র অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া "আমি যুদ্ধ করিব না"—এই ভাষণের পর নীরব হইলেন।

১০। হে ধৃতরাষ্ট্র! শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে উভয়সেনার মধ্যবর্তী বিষণ্ণবদন অর্জুনকে এই কথা বলিলেন—।

১১। ভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন! তুমি পণ্ডিতগণের ন্যায় সমস্ত বাক্য বলিতেছ, অথচ অশোচ্য বন্ধুগণের জন্য তুমি শোক প্রকাশ করিতেছ। পণ্ডিতগণ—জীবিত কি মৃত কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা করেন না।

---

[১] পরন্তপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্॥ ১২॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩॥
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪॥
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬॥

১২। পূর্বে আমি, তুমি ও এই রাজন্যবৃন্দ কেহই ছিলাম না, এমত নহে; ইহার পরে [ও] আমরা সকলে যে থাকিব না, তাহাও নহে।

১৩। দেহাভিমানী জীবের এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাহার দেহান্তরপ্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে; সেই বিষয়ে জ্ঞানিগণ মোহগ্রস্ত হন না।

১৪। হে অর্জুন! বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্পর্ক হেতু শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে; সেই সম্বন্ধ কখনও উৎপন্ন হয়, কখনও বা বিনষ্ট হয়। হে ভারত, এই অনিত্য সম্পর্ক তুমি সহ্য কর।

১৫। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সম্বন্ধসমূহ সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন যে জ্ঞানী ব্যক্তিকে ব্যথিত করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি মোক্ষ-লাভের যোগ্য।

১৬। অনিত্য বস্তুর স্থায়িত্ব নাই এবং নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপে নিত্য ও অনিত্য এই উভয়ের নিরূপণ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

১৭। যাঁহার দ্বারা সকল কিছু (স্থাবর ও জঙ্গম) পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়াই জানিও। কেহই অবিনাশী ইঁহার বিনাশ সাধন করিতে পারে না।

১৮। নিত্য আত্মার এই সকল শরীর অনিত্য, কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছিন্ন; অতএব হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধ কর।

১৯। যিনি এই আত্মাকে হন্তা বলিয়া মনে করেন এবং যিনি এই আত্মাকে হত বলিয়াও মনে করেন, তাঁহারা উভয়ে সমান অনভিজ্ঞ। কারণ, আত্মা [কাহাকে] হত্যাও করেন না এবং [কাহার দ্বারা] হতও হন না।

২০। ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; কখনও ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় বর্ধিত হন না। ইনি অজ বা জন্মরহিত, হ্রাস-বৃদ্ধি-শূন্য, ক্ষয়বিহীন এবং পরিণামশূন্য। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫॥

২১। হে পার্থ! যিনি এ আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত ও ক্ষয়রহিত বলিয়া জানেন সেই পুরুষ কি কাহাকেও বধ করেন কি বধ করিতে আদেশ দেন?

২২। জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যে প্রকার নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন।

২৩। শস্ত্রসমূহ ইঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইঁহাকে শোষণ করিতে পারে না।

২৪। ইনি ছিন্ন, দগ্ধ, ক্লিন্ন ও শুষ্ক হইবার নহেন। ইনি নিত্য সর্বব্যাপী; স্থিরস্বভাব, সর্বদা একরূপ এবং সনাতন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং[১] শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ ২৮ ॥
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

২৫। জ্ঞানিগণ বলেন—ইনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, ইনি মনেরও অগোচর, ইনি কর্মেন্দ্রিয়েরও অবিষয়ীভূত। সেই হেতু ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া তোমার শোক পরিত্যাগ করা উচিত।

২৬। জীবাত্মা সর্বদা জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া [তাঁহাকে জাত ও মৃত বলিয়া বোধ হইলেও] হে মহাবাহো, ইঁহার জন্য শোক করা উচিত নহে।

২৭। জাত ব্যক্তির মৃত্যু ধ্রুব এবং মৃত ব্যক্তির জন্মও অনিবার্য। সেইজন্য এই অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা উচিত নহে।

২৮। হে ভারত! ভূত সকল উৎপত্তির পূর্বে প্রকাশবিহীন, জন্ম-মরণের মধ্যসময়ে প্রকাশশীল এবং পুনরায় ধ্বংসসময়েও প্রকাশ-বিহীন; অতএব ঐ বিষয়ে ভাবনা কি?

২৯। এই জীবাত্মাকে কেহ আশ্চর্যবৎ দর্শন করেন, পুনরায় কেহ বিস্ময়ের সহিত বর্ণন করেন, কেহ কেহ বা বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন; দর্শন, বর্ণন এবং শ্রবণ করিয়াও ইঁহাকে কেহ বুঝিতে পারেন না।

---

১ নৈবং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

৩০। হে ভারত! জীবাত্মা সর্বদা সকলের দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন। সুতরাং কোনও প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা তোমার উচিত নহে।

৩১। স্বধর্মের দিকে লক্ষ্য করিলেও তোমার বিকম্পিত হওয়া উচিত নহে, কারণ ধর্ম্য যুদ্ধ হইতে শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই হইতে পারে না।

৩২। হে পার্থ! বিনা প্রার্থনায় প্রাপ্ত, স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বারের ন্যায় এই প্রকারের যুদ্ধ যে সকল ক্ষত্রিয় লাভ করেন, তাঁহারাই সুখী।

৩৩। পক্ষান্তরে, তুমি যদি এই ধর্ম-সঙ্গত সংগ্রাম না কর, তাহা হইলে নিজের ধর্ম ও কীর্তি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পাপভাজন হইবে।

৩৪। লোকে চিরকাল তোমার অকীর্তি ঘোষণা করিবে, সম্মানী লোকের অকীর্তি মরণ অপেক্ষাও দুঃসহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি[১] স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

৩৫। বিশিষ্ট যোদ্ধগণ, তোমাকে যাঁহারা এখন প্রচুর সম্মান করিয়া থাকেন তাঁহারা তোমাকে 'ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত' বলিয়া মনে করিবেন এবং তাঁহাদের নিকট তুমি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

৩৬। তোমার শত্রুগণ বহু অকথ্য কথা বলিবে এবং তোমার শক্তির নিন্দা করিবে। ইহা হইতে অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

৩৭। যদি তুমি হত হও তাহা হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; যদি জয় লাভ কর তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে, অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমি উত্থিত হও।

৩৮। সুখ ও দুঃখ, লাভ এবং অলাভ, জয় এবং পরাজয় এই সব তুল্য জ্ঞান করিয়া তুমি যুদ্ধের জন্য উদ্যত হও; তাহা হইলে তুমি পাপভাগী হইবে না।

৩৯। হে পার্থ! যে বুদ্ধিপ্রভাবে সাংখ্য অথবা আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিলাম; এখন কর্মযোগ-বিষয়িণী বুদ্ধি শ্রবণ কর—যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তুমি কর্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

---

১ প্রাপ্স্যসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১॥
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ ৪৩॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪॥

৪০। নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান বিফলতা প্রাপ্ত হয় না। তাহাতে পাপও নাই। এই ধর্মের অত্যল্প অংশও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

৪১। হে কুরুনন্দন! এই নিষ্কাম কর্মযোগে সংশয়রহিত বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয় অর্থাৎ সকাম বুদ্ধির বহুমুখী ভাব নাশ পায়। অস্থির-চিত্ত সকাম লোকের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত।

৪২-৪৩-৪৪। হে পার্থ! অবিবেকী পুরুষগণ আপাতত মনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফল প্রকাশক বেদোক্ত বাক্যই যাহাদের প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই এই বলিয়া থাকে; যাহারা কামনাপরায়ণ এবং স্বর্গকামী, জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভের উপযোগী বহু ক্রিয়াকলাপমূলক বাক্য যাহাদের চিত্ত অপহরণ করিয়াছে এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্যে একান্ত আসক্ত—সেই [বিবেকহীন মূঢ়] ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধিবিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না, অর্থাৎ তাহাদের অন্তঃকরণে [পূর্ব শ্লোকোক্ত] নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি [বা বিবেক প্রজ্ঞা] স্থির হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫॥
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬॥
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ ৪৭॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮॥

৪৫। হে অর্জুন! বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্মফল প্রতিপাদক, অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ড কামনামূলক। তুমি এই কামনা পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ নিষ্কাম হও। তুমি [শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি] দ্বন্দ্ব রহিত হও, নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত হও এবং যোগ [অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি] এবং ক্ষেমের [প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের] আকাঙ্ক্ষা রহিত এবং অনাসক্ত হও।

৪৬। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় সমূহের প্রয়োজন একটিমাত্র মহাহ্রদে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সকল কর্মফল উক্ত হইয়াছে, সংশয়রহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই সমুদয় ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪৭। কর্মে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মে তোমার অধিকার হউক; কখনও কর্মফলে যেন তোমার বাসনা না থাকে। তুমি কখনও কর্মফলের হেতু হইও না, অর্থাৎ কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম পরিত্যাগেও যেন তোমার আসক্তি না জন্মে।

৪৮। হে ধনঞ্জয়! তুমি ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয় বিষয়কে সমান জ্ঞান করিয়া কর্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিবিষয়ে তুল্য জ্ঞানকেই যোগ বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ৫০॥
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি॥
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩॥

৪৯। হে ধনঞ্জয়! সংশয়রহিত বুদ্ধিদ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ এবং কাম্য কর্মসমূহ অতি অপকৃষ্ট। অতএব, তুমি নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান কর। যাহারা সকাম তাহারা অতি অধম।

৫০। নিষ্কাম বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃত ও দুষ্কৃত—উভয়ই [পরমেশ্বর প্রসাদে] এই জন্মেই পরিত্যাগ করেন। সেইজন্য তুমি [কর্ম] যোগের জন্য যত্নশীল হও। কর্মে কৌশলই যোগ।

৫১। যাঁহারা নিষ্কাম বুদ্ধিযুক্ত মনীষী, তাঁহারা কর্মজ ফল পরিত্যাগ করিয়া এবং জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ বা বিষ্ণুপদ অথবা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

৫২। যখন তোমার বুদ্ধি [দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ] মোহকালুষ্য হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে। অর্থাৎ শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্মফল বিষয়ে তোমার কোন আকর্ষণ থাকিবে না।

৫৩। নানা কর্মফল শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার চিত্ত যখন পরমাত্মাতে নিশ্চল হইবে তখন তুমি যোগফল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮॥

৫৪। অর্জুন বলিলেন—হে কেশব! ব্রহ্ম-সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি ভাবে কথা বলেন এবং কি ভাবে তিনি অবস্থান করেন; তাঁহার গতিও বা কীদৃশ?

৫৫। শ্রীভগবান বলিলেন—হে পার্থ! যাঁহার আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তিনি যখন সর্বপ্রকার মনোগত বাসনা পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

৫৬। দুঃখে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে যাঁহার স্পৃহা নাই, যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বর্জন করিয়াছেন, সেইরূপ মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

৫৭। যিনি সর্বত্র স্নেহবর্জিত এবং প্রিয় ও অপ্রিয় যে কোন বিষয় উপস্থিত হউক না কেন যিনি আনন্দিত ও দুঃখিত হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথানি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

৫৮। কচ্ছপ যে প্রকার নিজের অঙ্গসমূহ সর্বতোভাবে [নিজেতেই] সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যিনি বিষয়সমূহ হইতে নিজের ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহরণ করিতে পারেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৫৯। বিষয়ভোগে পরাঙ্মুখ কঠোর তপস্বী ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও তাঁহার বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না। আর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে বিষয় ত বটেই বিষয়তৃষ্ণাও চিরতরে উচ্ছিন্ন হয়।

৬০। হে কৌন্তেয়! প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল মেধাবী পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্বক হরণ করে, অর্থাৎ বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।

৬১। অতএব যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া সমাহিতভাবে আত্মস্থ হইয়া থাকিবেন। কারণ যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশে থাকে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।

৬২—৬৩। বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা এবং কামনা হইতে [কামনা সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে] ক্রোধ জন্মে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

৬৪। ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানশূন্যতা, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ শাস্ত্রাচার্য উপদেশমূলক [সংস্কারের] স্মৃতিবিলোপ, স্মৃতিবিলোপ হইতে [সদসদ্ বিচার] বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়।

যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ সংযতচিত্ত তিনিই প্রিয় বস্তুতে আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় উপভোগ করিয়াও শান্তি লাভ করেন।

৬৫। আত্মপ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয় এবং প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬৬। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি নাই, সুতরাং তাঁহার পরমাত্মবিষয়ে অভিনিবেশও হয় না। পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির শান্তি নাই। শান্তিশূন্য ব্যক্তির সুখ কোথায়?

৬৭। যে চিত্ত স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয় সে চিত্ত বায়ু কর্তৃক সমুদ্রে ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় তাঁহার প্রজ্ঞা হরণ করে, অর্থাৎ জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

৬৮। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ শব্দাদি বিষয় হইতে সর্বপ্রকারে নিগৃহীত অর্থাৎ বশীভূত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।

৬৯। সর্বভূতের পক্ষে যাহা (ব্রহ্মনিষ্ঠা) রাত্রিস্বরূপ তাহাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ জাগ্রত থাকেন (সর্বদা ব্রহ্ম দর্শন করেন) এবং প্রাণিগণ যাহাতে (বিষয় নিষ্ঠাস্বরূপ দিবাভাগে) প্রবুদ্ধ থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি।

৭০। যেমন সর্বদা জলপরিপূর্ণ এবং স্থিরভাবে অবস্থিত সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেই ভাবে কামসমূহও যাঁহার ভিতরে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ বিষয়সমূহ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই শান্তিলাভ করেন। কিন্তু ভোগার্থী বা কামাসক্ত ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না।

৭১। যিনি কামনা সকল পরিত্যাগপূর্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাবিহীন হইয়া ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি[১] ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

৭২। হে পার্থ! ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা। ইহা লাভ করিলে আর কেহ মোহগ্রস্ত হন না। অন্তিম সময়েও যিনি এই অবস্থা লাভ করেন তিনি ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন।

---

১ অন্ত্যকালেঽপি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্মযোগঃ

অর্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥
ব্যামিশ্রেণৈব[১] বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেণ যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥
ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

১। অর্জুন বলিলেন—হে জনার্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে এই ঘোর কার্যে কি নিমিত্ত নিযোজিত করিতেছ?

২। তুমি সন্দেহমূলক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত করিতেছ। আমাকে নিশ্চয় করিয়া একটীর বিষয়ে বল, যাহাদ্বারা আমার শ্রেয়ঃ লাভ হয়।

৩। শ্রীভগবান বলিলেন—হে পার্থ! আমি পূর্বাধ্যায়ে বলিয়াছি যে এই সংসারে নিষ্ঠা দুই প্রকার, সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং যোগীদিগের কর্মযোগ দ্বারা নিষ্ঠা সাধিত হয়।

৪। পুরুষ কর্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, এবং [জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে] কেবল কর্মত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটে না।

---

১ ব্যামিশ্রেণেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

৫। কেহ কর্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। যেহেতু, পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতিজ গুণসমূহ অধীন তাঁহাকে কর্ম করিতে বাধ্য করে। অর্থাৎ অধীন হইয়া সকলেই মায়াজাত সত্ত্বরজস্তমোগুণের প্রভাবে কর্ম করিতে বাধ্য হয়।

৬। যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলকে স্মরণ করে, সেই মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়।

৭। হে অর্জুন! যে ব্যক্তি মন দ্বারা চক্ষুঃ কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানবান্ হন।

৮। অতএব তুমি নিয়ত কর্ম কর; কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মের অনুষ্ঠানই শ্রেয়ঃ। কর্মহীন হইলে তোমার শরীরযাত্রাও সিদ্ধ হইবে না।

৯। যজ্ঞার্থ কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব হে কৌন্তেয়! নিরাসক্ত হইয়া যজ্ঞার্থ (ঈশ্বরের প্রীতির জন্য) কর্ম কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

১০। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রজাগণ! এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা সর্বদা সমৃদ্ধ হও ইহা তোমাদের অভীষ্ট প্রদান করুক।

১১। এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণের সংবর্ধন কর এবং দেবগণও তোমাদিগকে [বৃষ্টিপ্রভৃতি দ্বারা] সংবর্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পরের সংবর্ধন দ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে।

১২। দেবগণ যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হইয়া তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিবেন। যিনি দেবতাপ্রদত্ত এই বস্তু দেবতা-দিগকে নিবেদন না করিয়া ভোগ করেন তিনি নিশ্চয়ই চোর।

১৩। যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন তাঁহারা সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল নিজের নিমিত্ত পাক করে সেই পাপাচারেরা পাপ ভোজন করে, অর্থাৎ পাপী হয়।

১৪। প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন বৃষ্টি হইতে, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬॥
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ ১৯॥

১৫। কর্ম ব্রহ্ম বা বেদ হইতে এবং ব্রহ্ম বা বেদ অক্ষর বা পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত—ইহা জানিবে। অতএব সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

১৬। হে পার্থ! যে ব্যক্তি এই প্রকারে ঈশ্বরপ্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে।

১৭। কিন্তু আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মাতেই যাঁহার তৃপ্তি এবং আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট; তাঁহার কার্য থাকে না।

১৮। কর্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহার পুণ্য হয় না, কর্ম না করিলেও তাঁহার পাপ হয় না এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত কোনও প্রাণীকে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ মোক্ষের জন্য তাঁহার কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না।

১৯। পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করে; সুতরাং তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং[১] জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

২০। জনকপ্রভৃতি কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। লোক-সংগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও (অর্থাৎ লোক সকলকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করা এবং সৎপথে প্রবৃত্ত করার জন্যও) তোমার [নিষ্কাম] কর্ম করা উচিত।

২১। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোক তাহা তাহাই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা মান্য করেন, সাধারণ লোক তাহাই অনুসরণ করে [অতএব তুমি লোকদিগের ধর্মরক্ষার্থ কর্ম অনুষ্ঠান কর]।

২২। হে পার্থ! দেখ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার কিছু অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন কর্তব্যও নাই; তাহা হইলেও আমি কর্ম লইয়া আছি।

২৩। হে পার্থ! আমি যদি আলস্যবিহীন হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত না হই তাহা হইলে মানব সকল আমার পথ অনুসরণ করিবে। অর্থাৎ অলস হইয়া কর্ম ত্যাগ করিবে।

---

১ বর্তেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ[১] সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

২৪। আমি যদি কর্ম না করি, [লোকস্থিতিকর কর্মের অভাবে] এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে। আমি বর্ণসঙ্করের কর্তা এবং এই প্রজাগণের বিনাশের কারণ হইব।

২৫। হে ভারত! লোকেরা যেমন ফলের প্রত্যাশী হইয়া কর্ম করে, তদ্রূপ বিদ্বান্ অনাসক্ত হইয়া লোকধর্ম রক্ষণের নিমিত্ত কর্ম করিবেন।

২৬। বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া স্বয়ং সর্বপ্রকার কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক তাহাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত করিবেন।

২৭। সকল প্রকার কর্মই প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক) নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়মতি ব্যক্তি আপনাকে ঐ সকল কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

২৮। হে মহাবাহো! আত্মা হইতে গুণ ও কর্ম পৃথক্ উভয়ের এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি—ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে জানিয়া নিজের কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন।

---

১ জোষয়েৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

২৯। যাঁহারা প্রকৃতির [সত্ত্বরজঃ ও তমঃ] গুণসমূহের দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের কার্যে আসক্ত হন, সর্বজ্ঞ [আত্মবিদ্] ব্যক্তি এইরূপ মন্দবুদ্ধি স্বল্পজ্ঞানীদিগকে বিচালিত করিবেন না।

৩০। আমাতে সমুদয় কর্ম সমর্পণ করিয়া—আমি অন্তর্যামি-পরিচালিত হইয়া কর্ম করিতেছি এইরূপ ভাবিয়া—কামনা, মমতা ও শোক পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধ কর।

৩১। যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাসহকারে, অসূয়া পরবশ না হইয়া আমার এই মতের অনুসরণ করে, তাহারাও সকল কর্ম হইতে মুক্ত হয়।

৩২। যাহারা দোষদর্শী হইয়া আমার এই মতের অনুবর্তন করে না, সেই সর্বজ্ঞান-বিমূঢ় লোকদিগকে বিবেকহীন ও পরমার্থ-ভ্রষ্ট বলিয়া জানিবে।

৩৩। জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম করিয়া থাকেন; [অতএব যখন] সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্তী [তখন] ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫॥

অর্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮॥

৩৪। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই [স্ব-স্ব অনুকূল ও প্রতিকূল] বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে। উহাদের বশে আসিবে না; কারণ ঐ উভয়ই মুমুক্ষুর পরিপন্থী।

৩৫। সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্মও শ্রেয়ঃ। স্বধর্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।

৩৬। অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও মানুষ কাহার দ্বারা চালিত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিযুক্ত হইয়াই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

৩৭। শ্রীভগবান্ বলিলেন—ইহাই রজোগুণ-সমুদ্ভূত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম; [ব্যাহত হইলে] ইহা ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ইহাকেই (মুক্তিপথের) শত্রু বলিয়া জানিবে।

৩৮। যেমন ধূমদ্বারা অগ্নি, মলদ্বারা দর্পণ, এবং জরায়ুদ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

৩৯। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিগণের চিরশত্রু, দুষ্পূরণীয় অগ্নিসদৃশ কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে।

৪০। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগকে কামের অধিষ্ঠান বলা হয়। কাম ইহাদিগের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে।

৪১। হে ভরতর্ষভ! অতএব তুমি সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশক পাপস্বরূপ এই কামকে বিনাশ কর।

৪২। দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; যিনি এই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি আত্মা।

৪৩। হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এইভাবে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ জানিয়া এবং মনকে বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুরন্ত শত্রুকে বিনষ্ট কর।

———•———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

১। শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি পূর্বে আদিত্যকে এই (পূর্বোক্ত) অক্ষয়ফলপ্রদ যোগ সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। তৎপরে আদিত্য [স্বপুত্র] মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে [এই যোগ সম্বন্ধে] বলিয়াছিলেন।

২। এইরূপে পরম্পরা [ক্রমে] প্রাপ্ত [হইয়া] [নিমি প্রভৃতি] রাজর্ষিরা এই যোগ সম্বন্ধে জানিতেন। হে পরন্তপ, কালক্রমে ইহলোকে এই যোগ নাশপ্রাপ্ত হয়।

৩। সেই পুরাতন যোগ [বৃত্তান্ত]ই অদ্য আমি তোমার নিকট বলিলাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত এবং সখা; ইহা অতি উত্তম রহস্য।

৪। অর্জুন বলিলেন—আদিত্যের জন্মগ্রহণের পরে [বসুদেবগৃহে] আপনার জন্ম হইয়াছিল। অত এব, আপনি [আদিত্যকে] আগেই এই যোগবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন তাহা আমি কি প্রকারে জানিতে পারিব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯ ॥

৫। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার এবং তোমার (উভয়েরই) বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল [জন্ম বিষয়ে] জানি, কিন্তু তুমি [অবিদ্যাপরিবৃত বলিয়া সেই সমুদয়] জান না।

৬। আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর আত্মা এবং সকলের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করি।

৭—৮। হে ভারত! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, [তখন] তখনই আমি আবির্ভূত হই। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

৯। হে অর্জুন! যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না; আমাকে লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ১২॥
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ১৩॥
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪॥

১০। মদ্গতচিত্ত, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধবিবর্জিত অনেক ব্যক্তি আমাকে আশ্রয়পূর্বক জ্ঞানতপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছে।

১১। যাহারা আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ, [এই বিষয়ে যে যাহা করুক] সকল মনুষ্য আমার পথের অনুগামী হইয়া থাকে।

১২। মনুষ্যলোকে কর্ম অচিরকালেই সফল হয়। [এই নিমিত্ত] কর্মফলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যেরা [প্রায়ই] ইহলোকে দেবতাদের অর্চনা করিয়া থাকেন।

১৩। গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমা দ্বারা চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার কর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলিয়াই জানিও।

১৪। কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কর্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। এইভাবে যে আমাকে জানিতে পারে কর্মদ্বারা সে বদ্ধ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

১৫। পূর্ব পূর্ব মোক্ষকামিগণ এইরূপ জানিয়া[ই] কর্ম করিয়াছিলেন। সুতরাং তুমিও পূর্বপুরুষদিগের পূর্বকৃত কর্মের অনুষ্ঠান কর।

১৬। কোনটি কাজ এবং কোনটি অকাজ এই বিষয়ে [এমন কি] কবিরাও মোহিত হন; যাহা জানিয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্তি পাইবে, সেই প্রকার কর্ম বিষয়ে আমি তোমাকে [এখন] বলিতেছি।

১৭। কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। এইজন্য [বিহিত] কর্ম, অবিহিত কর্ম এবং কর্মত্যাগ—এই তিনটি বোঝা প্রয়োজন।

১৮। যিনি কর্মপরায়ণ হইয়াও আপনাকে কর্মশূন্য এবং কর্মত্যাগ করিলেও আপনাকে কর্মযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তিনি[ই] মনুষ্যসমাজের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি[ই] যোগী এবং সকল কর্মের অনুষ্ঠাতা।

১৯। যাঁহার সকল কর্ম কামসঙ্কল্প বর্জিত (অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী), তাঁহার সমুদায় কর্ম জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, [এবং] তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪॥

২০। কর্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক যিনি নিত্যতৃপ্ত ও অবলম্বনহীন, কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও [ফলতঃ] কোন কাজই তিনি করেন না।

২১-২২। যিনি কামনা ও সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, যাঁহার চিত্ত ও আত্মা বিশুদ্ধ, তিনি কেবল শারীরিক কর্ম করিয়াও পাপগ্রস্ত হন না। যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, [সমস্ত] দ্বন্দ্বের অতীত ও বৈরবিহীন এবং যিনি কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা [উভয়কেই] সমান বলিয়া মনে করেন, তিনি কর্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না।

২৩। যিনি আসক্তিহীন ও রাগবিমুক্ত এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানাবস্থিত, তিনি যদি যজ্ঞের জন্য কর্ম আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত কর্ম বিলীন হইয়া যায়।

২৪। সমস্ত অর্পণ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম এবং যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম। এই প্রকার কর্মস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার সমাধি হইয়াছে তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥ ২৯॥

২৫। কতিপয় যোগীরা দেবযজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যোগী [পুর্বোক্তভাবে] ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারাই কর্মসকল আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।

২৬। অন্য কেহ কেহ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ শব্দাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।

২৭। কেহ কেহ ধ্যেয় বিষয়দ্বারা উদ্দীপিত আত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম, কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম এবং প্রাণবায়ুর কর্মসকল আহুতি প্রদান করেন।

২৮। কোন কোন দৃঢ়ব্রত মুনি দ্রব্যযজ্ঞ (দান), তপোযজ্ঞ (চান্দ্রায়ণাদি ব্রতসাধন), যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় যজ্ঞ (বেদপাঠ) এবং জ্ঞানযজ্ঞ (শাস্ত্রজ্ঞান) এই কয়টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩০॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪॥

২৯। কেহ কেহ প্রাণবৃত্তিতে অপান বৃত্তি আহুতি দিয়া (পূরক), অপানবৃত্তিতে প্রাণবৃত্তি আহুতি দিয়া (রেচক) এবং প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া (কুম্ভকরূপ) প্রাণায়াম করেন; আবার কেহ কেহ আহার নিয়মিত করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ প্রাণবৃত্তিতে আহুতি দেন।

৩০। এই সকল যজ্ঞবিদেরাই যজ্ঞের দ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

৩১। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞহীন লোকের পরলোকের কথা দূরে থাক, ইহলোকও নাই।

৩২। এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মমুখে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সেই সমুদায়কেই কর্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া জান। এবং এইরূপ জ্ঞান লাভ করিলেই তুমি মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

৩৩। হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়ান্। কারণ ফলসমন্বিত সকল কর্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়।

৩৪। প্রণিপাত, প্রশ্ন এবং সেবা দ্বারা জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯॥

৩৫। যে জ্ঞান লাভ করিলে হে পাণ্ডব! তুমি পুনরায় এই প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইবে না এবং যাহা দ্বারা তুমি সমস্ত ভূতমণ্ডলীকে নিজের মধ্যে এবং তাহার পর আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে।

৩৬। যদি তুমি সকল পাপীর মধ্যেও অধিক পাপী হও, তাহা হইলেও তুমি সেই জ্ঞানরূপ ভেলাদ্বারা সমস্ত পাপসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

৩৭। হে অর্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যে প্রকার [সমস্ত] যজ্ঞীয় কাষ্ঠ ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানাগ্নিও সমুদায় কর্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে।

৩৮। এই জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছুই নাই। যোগনিষ্ঠ ব্যক্তি এই জ্ঞান কালক্রমে স্বয়ং নিজ আত্মাতেই প্রাপ্ত হন।

৩৯। যে ব্যক্তি [গুরূপদেশে] শ্রদ্ধাবান্, যিনি গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরা শান্তি প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০॥
যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

৪০। [কিন্তু] জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়শীল ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়ালুর পক্ষে এই লোকও নাই পরলোকও নাই, সুখও নাই।

৪১। হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগদ্বারা কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন এবং জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন, [তাদৃশ] আত্মবান পুরুষকে কর্মফল বন্ধন করিতে পারে না।

৪২। অত এব, আত্মজ্ঞানরূপ অসিদ্বারা হৃদয়নিহিত অজ্ঞানসম্ভূত সন্দেহ ছেদন করিয়া কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর। হে ভারত! উঠ।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্মসন্ন্যাসযোগঃ

অর্জুন উবাচ—

সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২॥
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪॥

১। অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি [একবার] কর্মত্যাগ ও আবার কর্মযোগের কথাও বলিতেছ। এই উভয়ের মধ্যে আমার পক্ষে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল।

২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—কর্মত্যাগ এবং কর্মযোগ এই উভয়ই মুক্তির কারণ। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কর্মত্যাগ হইতে কর্মযোগ শ্রেয়ঃ।

৩। যাঁহার দ্বেষ নাই এবং যিনি কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না [কর্মানুষ্ঠান করিলেও] তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহাবাহো, এই প্রকার রাগ-দ্বেষহীন পুরুষই অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

৪। সাংখ্য বা কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ পৃথক্ ইহা মূর্খেরাই বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা নহে। কারণ, এই উভয়ের মধ্যে একটিকে আশ্রয় করিলেও পুরুষ উভয়েরই ফল লাভ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

৫। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা [মোক্ষনামক] যে স্থান প্রাপ্ত হন, যোগীরাও সেই স্থান লাভ করেন। কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগকে যিনি এক বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী।

৬। হে মহাবাহো! কর্মযোগ ব্যতীত কর্মসন্ন্যাস লাভ করা কঠিন। কর্মযোগযুক্ত পুরুষ কর্মসন্ন্যাসী হইয়া অচিরে ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

৭। যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হন, যিনি নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহার আত্মা সকল ভূতের আত্মস্বরূপ, তিনি কর্ম করিলেও কর্মে লিপ্ত হন না।

৮-৯। তত্ত্বদর্শী কর্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাসগ্রহণ, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও সত্যই মনে করেন—আমি কিছুই করিতেছি না, [কেবল] ইন্দ্রিয়েরাই ইন্দ্রিয়দের কাজ করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

১০। যিনি ব্রহ্মে কর্মফল সমর্পণপূর্বক নিরাসক্ত হইয়া কর্ম করেন, জলকর্তৃক পদ্মপত্রের মত তিনি কখনও পাপদ্বারা লিপ্ত হন না।

১১। কর্মযোগিগণ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত শরীর, মন ও বুদ্ধিদ্বারা এবং কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিরাসক্ত হইয়া কর্ম করিয়া থাকেন।

১২। যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগপূর্বক নৈষ্ঠিকী শান্তি (অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঈশ্বরে নিষ্ঠাবিহীন ব্যক্তি কামনাপরায়ণ হইয়া ফলাসক্তি বশতঃ বন্ধন প্রাপ্ত হয়।

১৩। আত্মসংযমশীল ব্যক্তি মনে মনে সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে সুখে বাস করেন। তিনি কাজ করেনও না, করানও না।

১৪। ভগবান্ কাহারও জন্য কর্তৃত্ব বা কর্ম সৃষ্টি করেন না। তিনি কাহাকেও কর্মফলভোগীও করেন না। স্বভাবই তৎসমুদয়ের প্রবর্তক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥ ১৬॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯॥

১৫। ভগবান্ কাহারও পাপও গ্রহণ করেন না পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয় বলিয়া জীবগণ মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে।

১৬। কিন্তু আত্মার জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে তাঁহাদিগের ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান সূর্যের মতই প্রকাশিত হয়।

১৭। যাঁহাদের বুদ্ধি এবং আত্মা ভগবানে সমর্পিত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবন্নিষ্ঠ এবং ভগবানই যাঁহাদিগের আশ্রয় তাঁহাদিগের পাপ জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয় এবং তাঁহাদিগের পুনর্জন্ম হয় না।

১৮। পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালকে সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

১৯। যাঁহাদিগের মন সাম্যে অবস্থিত হইয়াছে (অর্থাৎ যাঁহারা সকল জীবের প্রতি সমদৃষ্টি পোষণ করেন) তাঁহারা ইহলোকেই সংসার জয় করিয়া থাকেন (অর্থাৎ জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন)। নির্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করেন, তজ্জন্য তাঁহারা (সমদর্শী ব্যক্তিরা) ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩॥
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫॥

২০। [যিনি] ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মে স্থিত [সেই] ব্যক্তি প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে [ও] আনন্দিত হন না অথবা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া [ও] উদ্বিগ্ন হন না। [কারণ], তিনি মোহমুক্ত [হইয়া] স্থিরবুদ্ধি [হইয়াছেন]।

২১। বাহ্যবস্তুতে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে যে [শান্তি] সুখ [তাহা] লাভ করেন, তিনি সমাধি দ্বারা ব্রহ্মে যুক্তচিত্ত হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।

২২। যে সকল সুখ [বাহ্য] বিষয় হইতে জাত, তাহা দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর ; হে কুন্তীপুত্র, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে আনন্দ প্রাপ্ত হন না।

২৩। যিনি শরীর পরিত্যাগের পূর্বে কাম ও ক্রোধ হইতে উদ্ভূত বেগ তৎকালেই সহ্য করিতে অর্থাৎ প্রতিরোধ করিতে পারেন, সেই লোকই যোগী, তিনিই সুখী।

২৪। আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া এবং আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি [সন্নিবদ্ধ], সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬॥
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮॥
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

২৫। যাঁহাদের পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, সংশয়ের উচ্ছেদ হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত সংযত এবং যাঁহারা সর্বভূতের হিতে রত, সেই ঋষিরাই ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

২৬। যে সকল যতি সংযতচিত্ত, কাম-ক্রোধ-বিযুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা উভয়তঃ (অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে) মোক্ষলাভ করেন।

২৭-২৮। যিনি [মন হইতে] বাহ্য বস্তুসকল বাহির করিয়া দিয়াছেন, ভ্রূযুগলের মধ্যে চক্ষুর্দ্বয় স্থাপিত করিয়াছেন, নাসার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমভাবাপন্ন করিয়াছেন, যাঁহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ অপগত হইয়াছে, তিনি সর্বদা মুক্ত।

২৯। মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সকল লোকের মহেশ্বর এবং সকল ভূতের সুহৃদ্ জানিয়া শান্তি লাভ করে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

অভ্যাসযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪॥

১। শ্রীভগবান্ বলিলেন—যিনি কর্মফলের অপেক্ষা না করিয়া কর্তব্যবোধে কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী। [কিন্তু] নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী ও যোগী নহেন এবং অক্রিয় অর্থাৎ অনগ্নিসাধ্য পূর্ত (জলাশয় খনন) প্রভৃতি কর্মত্যাগীও নহেন।

২। হে পাণ্ডব! [শাস্ত্রকারগণ] যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। [ফল] সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে কোনও ব্যক্তি যোগী হইতে পারেন না।

৩। [জ্ঞান]যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক মুনির কর্ম কারণ বলিয়া কথিত হয়; জ্ঞানযোগে আরোহণ করিলে তাঁহারই শম (চিত্তচাঞ্চল্যকর কর্ম হইতে নিবৃত্তি) [যোগারূঢ়ত্বের] সাধন বলিয়া অভিহিত হয়।

৪। সকল [ফল] সঙ্কল্প ত্যাগ করায় [যোগী] যখন ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে ও [বিষয়ভোগের উপায়ভূত] কর্মে আসক্ত হন না, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

৫। আত্মাদ্বারা (অর্থাৎ বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা) আত্মাকে [সংসার হইতে] উদ্ধার করিবে, কখনও আত্মাকে অবসাদ গ্রস্ত করিবে না। কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু (মুক্তিপরিপন্থী)।

৬। যে আত্মাদ্বারা [যে] আত্মাকে (দেহেন্দ্রিয়াদিকে) বশীভূত করা যায়, [সেই] আত্মাই (মন) সেই আত্মার বন্ধু, কিন্তু অবশীভূত আত্মার আত্মাই শত্রুর ন্যায় শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

৭। জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত (রাগদ্বেষাদিরহিত) ব্যক্তির আত্মাই (মন) শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং মান-অপমানে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) অবিচলিত থাকেন।

৮। [যিনি] জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত চিত্ত, [যিনি] নির্বিকার, [যিনি] ইন্দ্রিয়জয়ী, [যিনি] মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি সম্পন্ন [তিনি] যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

৯। * সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু এবং অসাধুর প্রতি যাঁহার সমজ্ঞান তিনিই শ্রেষ্ঠ।

---

* সুহৃৎ—স্বভাবতঃ হিতাকাঙ্ক্ষী। মিত্র—স্নেহবশে উপকারক। উদাসীন—বিবাদকারী পক্ষদ্বয়ের উপেক্ষক। মধ্যস্থ—বিবাদকারী পক্ষদ্বয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

১০। যোগী সতত নির্জন স্থানে অবস্থান করত নিঃসঙ্গ নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া দেহ ও মন সংযমপূর্বক চিত্তকে সমাহিত করিবেন।

১১—১২। পবিত্র স্থানে কুশাসনের উপরে [যথাক্রমে] ব্যাঘ্রাদি চর্ম ও বস্ত্র দ্বারা বিরচিত অনতি উচ্চ অনতি নিম্ন স্বকীয় স্থির আসন স্থাপন-পূর্বক [যোগী] সেই আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমপূর্বক মনঃ শুদ্ধির জন্য একাগ্রমনে যোগ অভ্যাস করিবেন।

১৩—১৪। মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবা (অর্থাৎ হস্ত-পদ ভিন্ন সর্বশরীর) সরল ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া স্থির হইয়া স্বকীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া [অন্য] কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়া প্রশান্ত চিত্তে নির্ভয়ে ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক মদ্‌গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া মন সংযমপূর্বক সমাহিতভাবে অবস্থান করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

১৫। পূর্বোক্ত প্রকারে মনকে সমাহিত করিয়া নিরুদ্ধচিত্ত যোগী আমার সারূপ্যরূপ মোক্ষপ্রধান পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১৬। হে অর্জুন! অতিশয় ভোজনশীল বা অত্যন্ত অল্পাহারী; অতিশয় নিদ্রাশীল অথবা একেবারে নিদ্রাহীন [এরূপ] ব্যক্তির যোগ হয় না।

১৭। যিনি পরিমিত-আহার, পরিমিত-বিহার, কর্মে পরিমিত শ্রমশীল এবং পরিমিত নিদ্রা-জাগরণসম্পন্ন, তাঁহারই দুঃখ-নাশক যোগ [লাভ] হইয়া থাকে।

১৮। যখন [যোগীর] চিত্ত বিশেষরূপে সংযত হইয়া আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থান করে তখন [ঐহিক পারত্রিক] সর্ব কাম্য পদার্থে বিতৃষ্ণ সেই যোগী যুক্ত বলিয়া অভিহিত হন।

১৯। বায়ুশূন্য প্রদেশে অবস্থিত প্রদীপশিখা যেমন নিষ্কম্প অবস্থায় অবস্থান করে, আত্মযোগ অভ্যাসকারী যোগীর স্থির চিত্ততার তাহাই দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

২০। যে অবস্থায় যোগসেবাদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত (সর্ববৃত্তি শূন্য) হয় এবং যে অবস্থায় শুদ্ধ চিত্তদ্বারা আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই পরিতুষ্টি লাভ করে।

২১। যে অবস্থায় ইনি (যোগী) বুদ্ধিদ্বারাই গ্রহণীয়, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত অনির্বচনীয় আত্যন্তিক সুখ অনুভব করেন এবং আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া তাহা হইতে বিচলিত হন না।

২২। যাহা লাভ করিয়া [যোগী] অন্য লাভ তাহার অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে করেন না এবং যাহাতে অবস্থান করিয়া দুঃসহ দুঃখেও বিচলিত হন না।

২৩—২৪। ঈদৃশ অবস্থাকেই দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ যোগ বলিয়া অবগত হইবে। [শীঘ্র সিদ্ধিলাভ না হইলেও] নির্বেদশূন্য চিত্তদ্বারা অধ্যবসায় সহকারে সংকল্প-সমুদ্ভূত সকল কামনা নিঃশেষরূপে পরিহার করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সমস্ত বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া এই যোগ অভ্যাস করা কর্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

২৫। [প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ মন বিচলিত হইলে] ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মস্থিত করিয়া ধীরে ধীরে [যোগ হইতে] নিবৃত্ত হইবে। কিছুই চিন্তা করিবে না।

২৬। চঞ্চল স্বভাব মন [ধারণাতেও] স্থির না হইয়া যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে নিবৃত্ত করিয়া আত্মারই বশে আনিবে।

২৭। [এইরূপে] যিনি রজোগুণবৃত্তি-রহিত, যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত, যিনি নিষ্পাপ, যিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই যোগীকে উত্তম সুখ আশ্রয় করিয়া থাকে।

২৮। এইরূপে মনকে নিয়ত সমাহিত করত নিষ্পাপ [হইয়া] যোগী অক্লেশে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অতিশয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

২৯। যোগে সমাহিতচিত্ত সর্বত্র সমদর্শী, [পুরুষ] স্বকীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং ভূতসমূহকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অর্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

৩০। যিনি আমাকে সর্বভূতে দর্শন করেন এবং আমাতে সর্বভূত দর্শন করেন, আমি তাঁহার চক্ষুর অবিষয়ীভূত হই না, তিনিও আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হন না।

৩১। যিনি অভেদবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সর্বভূতে অবস্থানকারী আমাকে ভজনা করেন, সেই যোগী যে অবস্থায়ই বর্তমান থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

৩২। হে অর্জুন! যিনি সুখ বা দুঃখকে আত্মতুলনায় সর্বজীবে তুল্যভাবে দর্শন করেন, তিনি আমার মতে সর্বপ্রধান যোগী।

৩৩। অর্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন! তুমি এই যে সমতারূপ যোগ বলিলে, মনের চঞ্চলতাবশতঃ আমি ইহার স্থির বিদ্যমানতা দেখিতে পাইতেছি না (অর্থাৎ দীর্ঘকাল এইরূপ যোগ করা সম্ভব নহে)।

৩৪। হে কৃষ্ণ! মন যেহেতু স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়াদির ক্ষোভজনক, মহাশক্তিসম্পন্ন এবং [লৌহবৎ অতিশয়] কঠিন, এইজন্য আমি মনে করি, উহার নিরোধ বায়ুকে আবদ্ধ করার ন্যায় সুদুষ্কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

৩৫। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো! চঞ্চলস্বভাব মন যে দুর্নিরোধ্য, ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা উহাকে নিগৃহীত (সংযত) করা যায়।

৩৬। অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমার অভিমত। কিন্তু যত্নশীল জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি [বিহিত] উপায়দ্বারা এই যোগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

৩৭। অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধার সহিত যোগ অভ্যাসে রত হইয়াও যত্নের অভাবে যোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, তিনি কোন্ গতি লাভ করিয়া থাকেন?

৩৮। হে মহাবাহো! উভয় (অর্থাৎ কর্ম ও যোগফল হইতে) বিভ্রষ্ট মূঢ় ও নিরাশ্রয় [যোগী] ব্রহ্মলাভের পথ জানিতে না পারায় বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হন না ত?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

৩৯। হে কৃষ্ণ! আমার এই সন্দেহ নিঃশেষরূপে ছেদন করিতে তুমিই একমাত্র যোগ্য। তুমি ভিন্ন আমার এই সংশয়ের অপনোদনকারী অপর কেহ নাই।

৪০। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! সেই [যোগভ্রষ্ট] ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে বিনাশ (ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকে নরকাদি প্রাপ্তি) হয় না। কারণ, হে বৎস, কল্যাণকারী কোন ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।

৪১। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্মকারীদের প্রাপ্য স্বর্গলোকাদি লাভ করিয়া [তথায়] বহু বৎসর বাসের পরে সদাচারী ধনিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

৪২। অথবা ধীমান্ যোগীদিগের কুলেই জন্মলাভ করেন। এইরূপ যে জন্ম, ইহা জগতে দুর্লভতর।

৪৩। হে কুরুনন্দন! [যোগপরিভ্রষ্ট পুরুষ] সেই জন্মে পূর্বদেহোৎপন্ন সেই ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া থাকেন। অনন্তর মোক্ষলাভের নিমিত্ত অধিকতর যত্নবান্ হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

৪৪। তিনি (সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ) অনিচ্ছায়ও পূর্বের অভ্যাস বশতই [যোগসাধনে] আকৃষ্ট হন। যোগের স্বরূপমাত্র জানিতে ইচ্ছুক অবস্থায়ও তিনি বেদকে অতিক্রম করেন (অর্থাৎ বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের ফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করেন)।

৪৫। পরন্তু [যে] যোগী [যোগে] অধিকাধিক যত্ন করিয়া [যোগদ্বারাই] নিষ্পাপ হন, [তিনি] অনেক জন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া পূর্বোক্ত যোগী অপেক্ষাও উত্তম গতি লাভ করেন।

৪৬। যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত; হে অর্জুন, সেই হেতু তুমি যোগী হও।

৪৭। সকল যোগীর মধ্যেও [আবার] যিনি শ্রদ্ধার সহিত আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যুক্ততম অর্থাৎ যোগিপ্রধান; ইহা আমার মত।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

১। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! [তুমি] আমাতে চিত্ত সমাবেশপূর্বক আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাস করিলে সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন আমাকে পূর্ণরূপে নিঃসংশয়ে যে প্রকারে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

২। আমি তোমাকে অনুভবের সহিত বর্তমান মদ্‌বিষয়ক এই শাস্ত্রীয় জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বলিব; যাহা জ্ঞাত হইলে, শ্রেয়স্কর পথে পুনরায় অন্য কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না।

৩। [অপর প্রাণীর ত কথাই নাই] সহস্র সহস্র মানবের মধ্যে [ও] কোন একজন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। যত্নশীল সিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যেও কোন একজন আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন।

৪। ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট-প্রকারে আমার প্রকৃতি (ঐশ্বরী মায়া) বিভক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

৫। হে মহাবাহো! এই আট প্রকারের প্রকৃতি [জড় ও পরাধীন হওয়ায়] ইহা অপরা (নিকৃষ্টা), কিন্তু ইহা হইতে উৎকৃষ্ট জীবস্বরূপা আমার অপর একটী প্রকৃতি অবগত হও। যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

৬। [স্থাবর-জঙ্গমাত্মক] সকল ভূত এই [দ্বিবিধ চেতন এবং অচেতনাত্মক] প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত, ইহা অবগত হও। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের কারণ।

৭। হে ধনঞ্জয়! মদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (জগতের সৃষ্টি ও সংহার-বিষয়ে স্বতন্ত্র) অন্য কিছু নাই। সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে।

৮। হে কৌন্তেয়! জলে আমি রস, শশী ও দিবাকরে আমি প্রভা, সকল বেদে আমি ওঁকার, আকাশে আমি শব্দ এবং মনুষ্যে আমি পুরুষকাররূপে বিরাজ করিতেছি।

৯। পৃথিবীতে আমি পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে [আমি] তেজঃ, সকলভূতে [আমি] জীবন ও তপস্বিগণে আমি তপোরূপে বিরাজ করিয়া থাকি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪॥

১০। হে পার্থ! আমাকে [স্থাবর-জঙ্গমাত্মক] সকল ভূতের সনাতন কারণ বলিয়া অবগত হইবে। আমি বুদ্ধিমান্ প্রাণীগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ হইয়া থাকি।

১১। হে ভরতর্ষভ! আরও, আমি বলবান্ প্রাণীর কামরাগ-বর্জিত বল। আমি ভূতগণের মধ্যে ধর্মের অবিরোধী কামরূপে বিরাজ করিতেছি।

১২। [জীবগণের] যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও যে সকল তামসিক ভাব সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা আমা হইতেই জাত বলিয়া অবগত হইবে। [এইরূপ হইলেও] আমি তাহাতে অবস্থান করি না, তাহারাই আমাতে অবস্থিত (অর্থাৎ তাহারা আমার বশীভূত)।

১৩। এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ (জীবসমূহ) মোহিত, [এইজন্য] আমাকে এই সমস্তগুণের উর্ধ্বে অবস্থিত অব্যয়রূপে জানিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫॥
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮॥

১৪। আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী (অলৌকিকী) মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। কিন্তু যাঁহারা আমারই শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই [দুস্তরা] মায়া সমুত্তীর্ণ হন।

১৫। বিবেকহীন নরাধম দুষ্কৃতকারিগণ মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া ও অসুরসুলভ স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে ভজনা করে না।

১৬। হে ভরতর্ষভ, অর্জুন! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী (অর্থাৎ ইহলোকে বা পরলোকে ভোগের উপায়স্বরূপ অর্থাভিলাষী) ও আত্মবিৎ—এই চতুর্বিধ সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার ভজনা করিয়া থাকেন।

১৭। তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বদা আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন, এবং আমাতেই একমাত্র ভক্তিবিশিষ্ট, এইরূপ জ্ঞানী (তত্ত্ববিৎ) শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যধিক প্রিয়।

১৮। ইঁহারা সকলেই মহৎ (অর্থাৎ মোক্ষভাগী), কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, ইহাই আমার সিদ্ধান্ত; যেহেতু আমাতে সমাহিত-চিত্ত সেই জ্ঞানী সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০॥
যো যো যাং যাং তনূং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩॥

১৯। বহু জন্মের পরে জ্ঞানবান্ [শেষ জন্মে] চরাচর বিশ্ব বাসুদেব-ময় এইরূপ দৃষ্টিতে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ।

২০। [স্ত্রী, পুত্র, ধন ও স্বর্গাদিলাভের] সেই সেই কামনা দ্বারা যাঁহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাঁহারা সেই সেই নিয়ম (জপ উপ-বাসাদি) স্বীকার পূর্বক নিজ নিজ স্বভাবের অনুবর্তী হইয়া অন্য দেবতার ভজনা করিয়া থাকেন।

২১। যে যে ভক্ত [আমার] যে যে [দেবতারূপ] মূর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই [মূর্তিবিষয়িণী] শ্রদ্ধাকে অচলা করিয়া থাকি।

২২। সেই ভক্ত তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবমূর্তির আরাধনা করিয়া থাকেন এবং সেই দেবতা বিশেষের নিকট হইতে আমার দ্বারাই বিহিত সেই কাম্য বিষয়সমূহ নিশ্চয় লাভ করিয়া থাকেন।

২৩। কিন্তু অল্পবুদ্ধি সেই ভক্তগণের সেই [উপাসনালব্ধ] ফল ক্ষয় হইয়া যায়। [কারণ] দেবসেবিগণ [বিনাশশীল] দেবগণকে প্রাপ্ত হন, আর আমার ভক্তমণ্ডলী [জন্মমৃত্যুহীন] আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪॥
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫॥
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮॥

২৪। নির্বোধগণ আমার অক্ষয় অনুত্তম শ্রেষ্ঠ ভাব (পরমাত্মস্বরূপ) অবগত না হইয়া প্রপঞ্চাতীত আমাকে [মৎস্য কূর্মাদিরূপে] ব্যক্তীভূত মনে করিয়া থাকে।

২৫। আমি যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত থাকায় সকলের নিকট প্রকট হই না। [এই হেতু] মোহাবৃত এই সকল লোক অজ ও অব্যয়স্বরূপ আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

২৬। হে অর্জুন! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই কালত্রয়ের সমস্ত প্রাণীকেই অবগত আছি; কিন্তু আমাকে কেহই জানিতে পারে না।

২৭। হে পরন্তপ, ভারত! জন্মের পর, ইচ্ছাদ্বেষসমুদ্ভূত [সুখ-দুঃখাদি] দ্বন্দ্বজনিত মোহদ্বারা জীবগণ মোহাভিভূত হইয়া থাকে।

২৮। কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে, [শীতোষ্ণাদি] দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহ হইতে বিনির্মুক্ত সেই সকল দৃঢ়ব্রত ব্যক্তি আমার ভজনা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥ ২৯॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

২৯। যাঁহারা জরা ও মরণ হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত আমাতে চিত্ত সমাবেশিত করিয়া প্রযত্ন করেন, তাঁহারা সেই [পর] ব্রহ্ম, সমস্ত আত্মতত্ত্ব ও অখিল (সরহস্য) কর্ম অবগত হইয়া থাকেন।

৩০। আর, যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত বর্তমান আমাকে অবগত হন, [আমাতে] সমাহিতচিত্ত সেই সকল ব্যক্তি—মৃত্যু-কালেও আমাকে জানিতে সমর্থ হইয়া থাকেন (অর্থাৎ মৃত্যুভয়ে আমাকে ভুলিয়া যান না)।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ

অর্জুন উবাচ—

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কি কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪॥

১। অর্জুন বলিলেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে এবং কাহাকে অধিদৈব বলা হয়।

২। হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং কি প্রকারে [তিনি অবস্থান করিতেছেন]? মরণ সময়ে সংযমিগণ কিরূপে তোমাকে অবগত হইয়া থাকেন?

৩। শ্রীভগবান্ বলিলেন—[যিনি] পরম অক্ষর (জগতের মূলীভূত কারণ), [তিনি] ব্রহ্ম। স্বভাবকে (অর্থাৎ ব্রহ্মের জীবভাবে অবস্থানকে) অধ্যাত্ম বলা হয়। ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে বিসর্গ (দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ত্যাগরূপ যজ্ঞ) তাহাই কর্ম নামে কথিত হইয়া থাকে।

৪। হে নরশ্রেষ্ঠ! দেহাদি নশ্বর পদার্থই অধিভূত, পুরুষই (হিরণ্যগর্ভ) অধিদৈবত এবং এই দেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ। (অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পুরুষ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬॥
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৭॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯॥

৫। এবং যিনি অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করিয়া [উত্তরায়ণ মার্গে] গমন করেন, তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

৬। হে কৌন্তেয়! যিনি অন্তকালে যে যে ভাব (দেবতা বা অন্য কিছু) চিন্তা করত কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি সর্বদা সেই ভাবে নিমগ্ন থাকায় সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৭। সেই হেতু [তুমি] নিয়ত আমাকে চিন্তা কর এবং যুদ্ধও কর। [তুমি] আমাতে মন ও বুদ্ধি ন্যস্ত করিলে নিঃসংশয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

৮। হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তদ্বারা দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে [সাধক] তাঁহাকে (সেই দিব্য পরম পুরুষকে) লাভ করিয়া থাকেন।

৯-১০। যিনি কবি (সর্বদর্শী), পুরাণ (অনাদিসিদ্ধ), জগন্নিয়ন্তা এবং অণু হইতেও অণীয়ান্, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, দিবাকরবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১॥
সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩॥

স্বপ্রকাশ, প্রকৃতির অতীত পুরুষকে অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া একাগ্রমনে যোগবল দ্বারা প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে ধারণপূর্বক স্মরণ করিয়া থাকেন, তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

১১। বেদজ্ঞগণ যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া থাকেন, আসক্তিশূন্য যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য [ব্রহ্মচারিগণ] ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তোমাকে সেই পরম পদের (প্রাপ্য বস্তুর) বিষয় সংক্ষেপে বলিব।

১২-১৩। সকল ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রূযুগমধ্যে প্রাণ সংস্থাপনপূর্বক স্থির যোগাভ্যাসে রত হইয়া ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম [নাম] উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করত মহাপ্রয়াণ করেন তিনি পরম গতি লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥
সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭॥
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮॥

১৪। হে পার্থ! অনন্যমনে যিনি আমাকে নিয়ত প্রতিদিন স্মরণ করেন, সেই নিত্য-সমাহিত যোগীর পক্ষে আমি সহজলভ্য হইয়া থাকি।

১৫। মহাত্মগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দুঃখালয় অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। কারণ, তাঁহারা পরম সিদ্ধি (অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৬। হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকবাসীই পুনরাবর্তন করিয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

১৭। [যাঁহারা] [চারি] সহস্র যুগব্যাপী ব্রহ্মার যে একটী দিন [তাহা] এবং [চারি] সহস্র যুগব্যাপী তাঁহার একটী রাত্রি অবগত আছেন, সেই সকল লোক দিবারাত্রির [প্রকৃত] তত্ত্ব জানেন।

১৮। [ব্রহ্মার] দিনাগমে সমস্ত লোক কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদ্ভূত হয় এবং রাত্রিসমাগমে সেই অব্যক্ত নামক কারণেই বিলীন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ২২॥
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩॥

১৯। হে পার্থ! [পূর্বকল্পে যাহারা ছিল] সেই ভূতগণই [দিবসাগমে] বার বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া [ব্রহ্মার] রাত্রিসমাগমে লয় প্রাপ্ত হয় আবার, দিবসাগমে স্বীয় কর্মের বশীভূত হইয়া জন্মলাভ করে।

২০। কিন্তু সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ অপর যে সনাতন অব্যক্ত পদার্থ (পরব্রহ্ম) আছেন, তিনি সকল ভূতের বিনাশ হইলেও বিনাশ-প্রাপ্ত হন না।

২১। [যিনি] অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে [জীবের] পরম গতি বলা হয়, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া [জীবগণ পুনর্বার সংসারে] প্রত্যাবর্তন করে না, তাহাই আমার পরম পদ।

২২। হে পার্থ! ভূতসমূহ যাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, যাঁহা দ্বারা [চরাচর] সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ [আমি] একান্ত ভক্তি দ্বারা লভ্য হইয়া থাকি।

২৩। হে ভরতর্ষভ! যে কালে প্রয়াণ (দেহত্যাগ) করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ২৫॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥ ২৬॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭॥

যোগিগণ [যথাক্রমে] অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি লাভ করেন (অর্থাৎ মুক্তি ও ও পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন), সেই কালের বিষয় বলিব।

২৪। অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—এইরূপ কালে দেহত্যাগকারী ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

২৫। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ ছয়মাস—এই কালে (অর্থাৎ পিতৃযানমার্গে) [গমনকারী] কর্মযোগী চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া [সেইখানে কর্মফল ভোগান্তে পুনরায় সংসারে] প্রত্যাবর্তন করেন।

২৬। জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ (জ্ঞান ও কর্ম) এই দুইটী পথ সনাতন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। একটী দ্বারা মুক্তিলাভ হয় অন্যটী দ্বারা পুনর্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়।

২৭। হে পার্থ! [মুক্তি ও পুনর্জন্ম লাভকারক] এই পথ দুইটী পরিজ্ঞাত হইয়া কোনও উপাসক মোহগ্রস্ত হন না। অতএব, হে অর্জুন, তুমি সকল সময়ে যোগযুক্ত হও (অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যানে চিত্ত সমাহিত কর)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

২৮। বেদপাঠে, যজ্ঞে, তপশ্চর্যায় এবং দানাদি কর্মে যে পুণ্যফল [শাস্ত্রে] উপদিষ্ট হইয়াছে, এই [তত্ত্ব] অবগত হইয়া যোগী সে সকল অতিক্রম করেন এবং জগতের মূল কারণ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

১। শ্রীভগবান্ বলিলেন—অসূয়াশূন্য তোমাকে অতিগুহ্য বিজ্ঞান-সহিত এই [ব্রহ্মবিষয়ক] জ্ঞান বলিব। যাহা জানিলে [তুমি] অশুভ (অর্থাৎ সংসারবন্ধন) হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

২। এই [জ্ঞান] রাজবিদ্যা (বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ও রাজগুহ্য (অতিগুহ্য); উত্তম, পবিত্র, প্রত্যক্ষ বোধগম্য, ধর্মসঙ্গত, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় [ফলপ্রদ]।

৩। হে পরন্তপ! এই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ পুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকুল সংসারপথে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে।

৪। অব্যক্ত-মূর্তি আমি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছি। ভূতসমূহ আমাতে অবস্থান করে, কিন্তু আমি তৎসমুদয়ে অবস্থান করি না।

৫। আবার, ভূতগণ আমাতে অবস্থান [ও] করিতেছে না। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯ ॥

ঐশ্বরিক যোগ (মাহাত্ম্য) দর্শন কর। আমার আত্মা ভূতগণের ধারক এবং জনক হইয়াও ভূতগণে অবস্থিত নহে।

৬। সর্বত্রগামী মহান্ বায়ু যেমন আকাশে প্রতিনিয়ত অবস্থান করে, [কিন্তু নিরবয়বত্ব হেতু আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না,] সেইরূপ ভূত সকল আমাতে অবস্থিত, [কিন্তু আমি তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহি,] ইহা জানিও।

৭। হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং কল্পের আদিতে পুনর্বার আমি সেই সকল [ভূতগণকে] বিশেষ-ভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকি।

৮। আমি স্বকীয় [মায়ারূপ] প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতির প্রভাবে [কর্মাদির] পরবশ এই সমস্ত প্রাণিসমূহকে বার বার বিশেষ প্রকারে সৃষ্টি করিয়া থাকি।

৯। হে ধনঞ্জয়! [আমি] সেই সকল কর্মে আসক্তিরহিত এবং উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত [আছি বলিয়া] আমাকে সেই সকল কর্ম আবদ্ধ করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

১০। আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) বিশ্ব সৃজন করে। হে কৌন্তেয়, এই জন্য জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১১-১২। বুদ্ধিভ্রংশকরী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্যর্থকাম, ব্যর্থকর্মা, ব্যর্থজ্ঞান এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত বিবেকহীন জনগণ ভূতগণের মহেশ্বরস্বরূপ আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া [আমি] মনুষ্য-দেহধারী [বলিয়া] আমাকে অনাদর করিয়া থাকে।

১৩। কিন্তু হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতির অধিকারী মহাত্মগণ আমাকে ভূতসমূহের আদি কারণ ও সনাতন জানিয়া একমনে [আমার] ভজন করেন।

১৪। [পূর্বোক্ত মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ] কীর্তন করিয়া [আমার সেবা করিয়া থাকেন], [কেহ কেহ] দৃঢ়রূপে নিয়ম পালন-পূর্ব্বক [ভগবদ্জ্ঞানবিষয়ে ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে] যত্নবান থাকিয়া [আমার সেবা করিয়া থাকেন], [কেহ কেহ] আমাকে প্রণাম করিয়া [আমার সেবা করিয়া থাকেন], [কেহ কেহ বা] নিরন্তর যোগাবলম্বন করিয়া সর্বদা আমার সেবা করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ১৯॥

১৫। আবার অপর কেহ কেহ [বাসুদেবই সকল এইরূপ] জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা করেন, [তাঁহাদের মধ্যেও] [কেহ বা] একরূপে, [কেহ কেহ] পৃথক্ রূপে, [কেহ বা] সর্বাত্মক আমাকে [ব্রহ্ম রুদ্রাদি] নানাভাবে আরাধনা করে।

১৬। আমি [বৈদিক] ক্রতু, আমি [স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত] যজ্ঞ, আমি স্বধা (পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি), আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি [হোমের] ঘৃত, আমি অগ্নি ও আমিই হোম।

১৭। এই জগতের আমি পিতা, মাতা, ধাতা (কর্মফল বিধাতা), বেদ্য (জ্ঞেয় বস্তু), পবিত্রতাকারক, ওঁকার (প্রণব), ঋক্, সাম ও যজুঃ।

১৮। আমি গতি, ভর্তা (পোষণ কর্তা), প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাস, রক্ষক, সুহৃৎ, প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্তা), আধার, নিধান (লয় স্থান) এবং অব্যয় কারণ।

১৯। হে অর্জুন! আমি [কখন] তাপ প্রদান করি, [কখন] বর্ষণ করি, [কখন] প্রতিরোধ করি। আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ, অসৎ, [এইরূপ মনে করিয়া জনগণ আমাকে বহুরূপে ভজনা করিয়া থাকে।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২॥
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ ২৩॥

২০। বেদত্রয়োক্ত কর্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞসমূহ দ্বারা আমার পূজা করিয়া [যজ্ঞাবশিষ্ট] সোমপানপূর্বক নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গতি প্রার্থনা করেন ; তাঁহারা পুণ্য [ফলে] স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিয়া থাকেন।

২১। তাহারা সেই বিপুল স্বর্গলোক (স্বর্গীয় সুখ) ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে [পুনরায়] মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন ; ত্রিবেদীয় ধর্মাচরণ-কারিগণ ভোগকামী হইয়া এইভাবে [নিরন্তর] গতাগতি করিয়া থাকেন (অর্থাৎ জন্মমৃত্যু লাভ করেন)।

২২। অনন্যনিষ্ঠ যে সকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে ভজনা করে ; আমি সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত (সর্বপ্রকারে মদেকনিষ্ঠ) ব্যক্তিদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করি (অর্থাৎ ধনাদি লাভ ও তৎপালনের বিধান করিয়া থাকি)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা
যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭॥

২৩। হে কৌন্তেয়! যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতার ভজনা করে; তাহারা অবিধিপূর্বক আমাকেই ভজনা করে (অর্থাৎ অন্য দেবতার ভজনে আমার ভজন হইলেও তাহা বিধিপূর্বক হয় না)।

২৪। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (ফলদাতা)। কিন্তু আমাকে সেইরূপে জানিতে পারে না বলিয়া তাহারা [ফল] চ্যুত হয় (অর্থাৎ পুনর্বার জন্ম লাভ করে)।

২৫। দেবভক্তগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন, [শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া-পরায়ণ] পিতৃভক্তগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূতসেবিগণ ভূতগণকে লাভ করেন এবং আমার পূজকগণ [অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ] আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

২৬। যিনি ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল [মাত্রও] প্রদান করেন; আমি শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্বক অর্পিত সেই [পত্র-পুষ্পাদি] গ্রহণ করি।

২৭। হে কৌন্তেয়! তুমি যে কিছু কার্য কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যে তপস্যা কর; সেই সমস্ত আমাকে সমর্পণ করিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥
সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

২৮। এইরূপ করিলে কর্মবন্ধন হইতে (অর্থাৎ কর্মনিমিত্তক ইষ্টানিষ্ট ফল হইতে) মুক্তি লাভ করিবে, মুক্তি লাভ করিয়া সন্ন্যাসযোগ দ্বারা সমাহিতচিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

২৯। আমি সর্বভূতেই সমান, [এই হেতু] আমার শত্রুও নাই মিত্রও নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিসহকারে পূজা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে, আমিও সেই সকল ভক্তজনে অবস্থান করি।

৩০। অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্যদেবতার ভজনে বিমুখ হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করা উচিত ; যেহেতু, তাহার অধ্যবসায় উত্তম।

৩১। [সে] শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় [ও] শাশ্বতী শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, তুমি প্রতিজ্ঞা করিতে পার [যে], আমার ভক্ত নাশ প্রাপ্ত হয় না।

৩২। হে পার্থ! যাহারা হীনকুলজাত, [যাহারা] স্ত্রীলোক, [যাহারা] বৈশ্য, [যাহারা] শূদ্র তাহারাও আমাকে সেবা করিয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ॥

৩৩। ভক্ত সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ এবং রাজর্ষিগণ যে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিবেন সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? অত এব, তুমি অনিত্য অসুখকর এই [মর্ত্য] লোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর।

৩৪। তুমি আমাতেই মন সমাহিত কর, আমার সেবক হও, আমার পূজাপরায়ণ হও, আমাকে প্রণাম কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া [আমাতে] আত্মা সমাবেশিত করিলে [পরমানন্দস্বরূপ] আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

১। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো! পুনর্বার আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর, যাহা [আমার পূর্বকথিত বাক্য শ্রবণে] সন্তুষ্ট [চিত্ত] তোমার নিকট হিতকামনায় [আমি] বলিব।

২। দেবগণ আমার আবির্ভাব জানেন না, মহর্ষিগণ [আমার আবির্ভাব জানেন] না। যেহেতু, আমি দেবতা ও মহর্ষিদিগের সকল রকমে আদি কারণস্বরূপ।

৩। যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও লোকসমূহের মহেশ্বর বলিয়া অবগত হন, মনুষ্যের মধ্যে মোহশূন্য তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

৪-৫। বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, (অব্যাকুলতা), ক্ষমা, সত্য, দম (বাহেন্দ্রিয়সংযম), শম (অন্তঃকরণসংযম), সুখ, দুঃখ, ভব (উদ্ভব),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

অভাব (মৃত্যু), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ ;—জীবগণের এই সকল বিভিন্ন ভাব আমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

৬। [ভৃগুপ্রভৃতি] সাত জন মহর্ষি, [তাঁহাদেরও] পূর্বতন [সনকাদি] চারিজন [মহর্ষি] এবং [স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ] মনু—ইহারা [সকলেই হিরণ্যগর্ভরূপ] আমারই সঙ্কল্প হইতে সমুদ্ভূত এবং আমার প্রভাববিশিষ্ট। জগতে যাহাদের [পরিদৃশ্যমান] এই সকল সন্ততি [ও শিষ্যপরম্পরা জন্মিয়াছে]।

৭। যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ যথার্থরূপে অবগত হন, তিনি অবিচলিত যোগ (সম্যগ্ দর্শন) যুক্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

৮। আমি সকলের উৎপত্তিস্থান ও আমা হইতে সকল প্রবর্তিত হইতেছে, ইহা মনে করিয়া বিবেকিগণ প্রীত হইয়া আমার ভজনা করিয়া থাকেন।

৯। মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ [সেই বিবেকিগণ] পরস্পর [ন্যায় ও শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা] আমার তত্ত্ব বিচার করিয়া এবং আমার নাম সঙ্কীর্তনাদি করিয়া প্রতিনিয়ত তুষ্টি ও নির্বৃতি লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১॥

অর্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩॥
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪॥

১০। নিরন্তর মদনুরক্তচিত্ত [ও] প্রীতিসহকারে [আমার] ভজনাকারী তাহাদিগকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।

১১। আমি সেই সকল [ভক্তের] প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা [তাঁহাদের] অজ্ঞান-সম্ভূত অন্ধকার (সংসার) নাশ করিয়া থাকি।

১২-১৩। অর্জুন বলিলেন—তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র। [ভৃগুপ্রভৃতি] সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস তোমাকে শাশ্বত পুরুষ, স্বয়ং প্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত ও বিভু বলিয়া থাকেন। তুমি নিজেও আমাকে [ঐরূপ] বলিলে।

১৪। হে কেশব! [তুমি] আমাকে যাহা বলিতেছ, এই সকলই [আমি] সত্য বলিয়া মনে করি। হে ভগবন্, দেবগণ তোমার আবির্ভাব অবগত নহেন, দানবগণও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫॥
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯॥

১৫। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, তুমি নিজেই নিজদ্বারা নিজেকে জানিতেছ।

১৬। [তোমার যে] দিব্য আত্মবিভূতিসমূহ [আছে], যে সকল বিভূতি দ্বারা তুমি এই সকল লোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, [সেই সকল দিব্য আত্মবিভূতি] বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে তুমিই সমর্থ।

১৭। হে যোগিন্! কি ভাবে অর্থাৎ কোন্ বিভূতিদ্বারা সর্বদা চিন্তা করিয়া তোমাকে আমি জানিতে পারিব? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ পদার্থেই বা [তুমি] আমার চিন্তনীয়?

১৮। হে জনার্দন! [তুমি] স্বকীয় যোগ ও বিভূতি পুনর্বার বিস্তৃতভাবে বর্ণন কর; কারণ, তোমার অমৃত [রূপ বচন] শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

১৯। ভগবান্ বলিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার [যে] সকল অলৌকিক বিভূতি [আছে], প্রধানভাবে [তাহা] তোমাকে বলিব। কারণ, আমার [বিভূতির] বিস্তরের শেষ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

২০। হে গুড়াকেশ! আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা। সমস্ত প্রাণীর আমিই আদি, [আমিই] মধ্য (স্থিতি) ও [আমিই] অন্ত (অর্থাৎ আমিই প্রাণিকুলের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারক)।

২১। [বিভূতিসমূহ বলিতেছেন] আমি [দ্বাদশ] আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে অংশুমালী রবি, বায়ুসমূহের মধ্যে মরীচি [নামক বায়ু] ও নক্ষত্রদিগের মধ্যে শশী।

২২। আমি [চার] বেদের মধ্যে সাম বেদ, দেবগণের মধ্যে বাসব, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন ও প্রাণিগণের সম্বন্ধে চেতনা।

২৩। আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, বসুর মধ্যে অগ্নি ও পর্বতগণের মধ্যে সুমেরু।

২৪। হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে। সেনানীগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয় ও জলাশয়সমূহের মধ্যে সমুদ্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫॥
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯।

২৫। মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে আমি এক অক্ষর অর্থাৎ ওঁকার। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ ও স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয়।

২৬। সকল বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ ও সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল [নামক] মুনি।

২৭। অশ্বদিগের মধ্যে আমাকে অমৃত [মন্থন] সমুদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রদিগের মধ্যে ঐরাবত ও নরগণমধ্যে নরপতি বলিয়া অবগত হইবে।

২৮। শস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুদিগের মধ্যে আমি কামধেনু, আমি প্রজোৎপত্তি হেতু কন্দর্প এবং [বিষযুক্ত] সর্পগণের মধ্যে বাসুকি।

২৯। [বিষহীন] নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, আমি জলচরদিগের [রাজা] বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্যমা এবং নিয়মকারিগণের মধ্যে আমি যম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩॥
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪॥

৩০। দৈত্যদিগের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, [জগৎ] বশকারীদিগের মধ্যে কাল, পশুদিগের মধ্যে আমি মৃগেন্দ্র ও পক্ষিসমূহের মধ্যে গরুড়।

৩১। পবিত্রতাকারীদিগের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর ও স্রোতস্বতীদিগের মধ্যে আমি ভাগীরথী।

৩২। হে অর্জুন! [আকাশাদি] সৃষ্ট পদার্থসমূহের আমি আদি, অন্ত ও মধ্য; বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং বাদীদিগের আমি বাদ (তত্ত্ব নিরূপণ ফলস্বরূপ)।

৩৩। বর্ণসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমি অক্ষয় কাল এবং বিশ্বতোমুখ বিধাতা (অর্থাৎ সকল কর্মফলের বিধাতা আমিই)।

৩৪। আমি সকলের সংহারক মৃত্যু, ভাবী প্রাণীদিগের আমি উৎপত্তিস্থান ও নারীদিগের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা [রূপ সপ্ত স্ত্রীদেবতা]।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ৩৭॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮॥
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯॥

৩৫। সাম [মন্ত্র] সমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দঃ [বিশিষ্ট মন্ত্র] সমূহের মধ্যে গায়ত্রী [মন্ত্র], মাসসমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ, [ছয়] ঋতুর মধ্যে বসন্ত।

৩৬। [পরস্পর] বঞ্চনাকারীদিগের [সম্বন্ধে] আমি দ্যূত, প্রভাবশালীদিগের আমি প্রভাব, [জেতাদিগের] আমি জয়, [ব্যবসায়িগণের] ব্যবসায় এবং সাত্ত্বিকদিগের আমি সত্ত্ব।

৩৭। বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস, শাস্ত্রদর্শীদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য।

৩৮। শাসকদিগের আমি দণ্ড, জয়েচ্ছুদিগের আমি নীতি, গোপনীয় বিষয়-সম্বন্ধে আমি মৌন এবং জ্ঞানবান্‌দিগের আমি জ্ঞান।

৩৯। হে অর্জুন! যাহা সকল প্রাণীর [মূল] কারণ তাহাও আমি। স্থাবর-জঙ্গম এমন [কোন] প্রাণী নাই যাহা আমাকে বাদ দিয়া হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০॥
যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ॥

৪০। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের পরিসীমা নাই। আমি সংক্ষেপে এই বিভূতির বিস্তার বলিলাম।

৪১। যাহা যাহা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন অথবা প্রভাবশালী, তুমি তাহা তাহাই আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

৪২। অথবা, হে অর্জুন! [আমার বিভূতি সম্বন্ধে] এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপে জানিবার তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমগ্র জগৎ একাংশ দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

১। অর্জুন বলিলেন—তুমি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার জন্য পরম গোপনীয় অধ্যাত্ম-সংজ্ঞক (অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবেক বিষয়ক) যে বাক্য বলিলে, তাহার দ্বারা আমার [আমি হননকারী, ইহাদিগকে বধ করিতেছি, এইরূপ] পূর্বেকার মোহ বিদূরিত হইল।

২। হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার নিকটে ভূতসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয় [যে তোমা হইতে হয় তাহা] এবং [তোমার] অক্ষয় মাহাত্ম্য বিশদরূপে শ্রবণ করিলাম [ইহাতেও আমার ভ্রম দূর হইল]।

৩। হে পরমেশ্বর! তুমি নিজকে যেরূপ বলিলে তাহা ঐ রূপই বটে; [তথাপি] হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

৪। হে প্রভো! যদি আমাকে সেই রূপ দর্শন করিবার যোগ্য বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর, সেই অব্যয় আত্মস্বরূপ আমাকে দেখাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫ ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত॥ ৬ ॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭ ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯ ॥

৫। ভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! তুমি আমার অনেক বর্ণ ও আকারবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র নানাবিধ অলৌকিক রূপ দর্শন কর।

৬। হে ভারত! [তুমি আমার দেহে] আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্‌গণ দর্শন কর এবং পূর্বে যাহা [অন্য কেহ বা তুমি] দেখ নাই এইরূপ অতি অদ্ভুত [রূপ] সকল দর্শন কর।

৭। হে গুড়াকেশ! আমার এই দেহে [অবয়বরূপে] একসঙ্গে অবস্থিত সমগ্র সচরাচর জগৎ এবং অন্য যাহা [কিছু] দেখিতে ইচ্ছা কর [তাহাও] অদ্য দর্শন কর।

৮। কিন্তু তুমি এই স্বকীয় [চর্ম] চক্ষুদ্বারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না, [অতএব] তোমাকে আমি অলৌকিক [জ্ঞান] চক্ষু প্রদান করিতেছি। [উহার দ্বারা] আমার ঐশ্বরিক যোগ [শক্তি] দর্শন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১ ॥
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪ ॥

৯। সঞ্জয় বলিলেন—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তদনন্তর পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন।

১০। [সেইরূপ] অনেক মুখ ও অনেক নয়নযুক্ত, নানা অদ্ভুতের প্রত্যক্ষস্থল, অনেক দিব্যাভরণে ভূষিত এবং অনেক উদ্যত দিব্যাস্ত্রধারী।

১১। [তাহা] দিব্য মাল্য ও বস্ত্রধারী, দিব্য গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত, সর্বাশ্চর্যময়, দীপ্তিশালী, অনন্ত, সর্বত্র মুখবিশিষ্ট।

১২। গগনমণ্ডলে যদি [যুগপৎ উদিত] সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ সমুদিত হয়, [তবে] তাহা সেই মহাত্মার (ভগবানের) প্রভার তুল্য হইতে পারে।

১৩। [তখন] অর্জুন সেই দেবদেবের শরীরে একসঙ্গে অবস্থিত অনেক প্রকারে বিভক্ত সমগ্র জগৎ দর্শন করিলেন।

১৪। অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়াভিভূত ও রোমাঞ্চিত হইয়া [অবনত] মস্তক দ্বারা দেবকে প্রণামপূর্বক হাত যোড় করিয়া বলিলেন—।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

১৫। অর্জুন বলিলেন—হে দেব! [আমি] তোমার দেহে [আদিত্যাদি] সকল দেবগণ, [জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি] বিশেষ বিশেষ [সকল] প্রাণিবৃন্দ, [দেবতাদিগের] অধিপতি কমলাসন ব্রহ্মা, সকল দিব্য ঋষিগণ ও [সকল] সর্পগণ দর্শন করিতেছি।

১৬। হে বিশ্বেশ্বর! আমি তোমাকে অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপে সকলদিকেই দর্শন করিতেছি। [কিন্তু] হে বিশ্বরূপ, আমি তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি [কিছুমাত্র] দেখিতে পাইতেছি না।

১৭। [আমি] তোমাকে মুকুটধারী, গদাধারী ও চক্রধারী, সকলদিকে দ্যুতিবিশিষ্ট, তেজঃপুঞ্জরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের দীপ্তির ন্যায় দ্যুতিসমন্বিত এবং অপ্রমেয় ('এবম্ভূত'—এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞানের অবিষয়ীভূত) দর্শন করিতেছি।

১৮। তুমি [মুমুক্ষুগণ কর্তৃক] জ্ঞাতব্য পরব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের প্রকৃষ্ট আশ্রয়। তুমি নিত্য ও [তুমি] সনাতন ধর্মের পালক। তুমি সনাতন পুরুষ—এই আমার অভিমত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥১৯॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥২০॥
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২ ॥

১৯। [তোমার] আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; [তোমার] প্রভাব অনন্ত; [তোমার] বাহু অসংখ্য; চন্দ্র সূর্য [তোমার] নেত্র; [তোমার] মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন, [তুমি] স্বকীয় তেজে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ, [এইরূপ] তোমাকে দর্শন করিতেছি।

২০। তুমি একাকীই স্বর্গ ও মর্তের এই মধ্যস্থল (অন্তরীক্ষ) এবং সমস্ত দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ। হে মহাত্মন্, তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব উগ্র রূপ দর্শন করিয়া ত্রিলোক ভীত হইতেছে [দেখিতেছি]।

২১। এই সকল দেবগণ [ভীত মনে] তোমাকে আশ্রয় করিতেছেন, [ইঁহাদের মধ্যে] কেহ কেহ [অত্যন্ত] ভীত হইয়া যুক্তকরে [তোমার] স্তব করিতেছেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ 'স্বস্তি' [হউক] বলিয়া বহু স্তুতি [বাক্য] দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন।

২২। রুদ্র ও আদিত্যগণ, বসুগণ, যাঁহারা সাধ্য, বিশ্বে-দেবগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, মরুদ্গণ, উষ্মপগণ (পিতৃগণ), গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও [কপিলাদি] সিদ্ধগণ—সকলেই চমৎকৃত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্॥ ২৩ ॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫ ॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭ ॥

২৩। হে মহাবাহো! বহু বক্ত্র ও [বহু] নেত্রবিশিষ্ট বহু বাহু, [বহু] ঊরু ও [বহু] পাদযুক্ত, বহু উদরবিশিষ্ট ও বহু দন্তদ্বারা ভীষণ তোমার মহৎ রূপ দর্শন করিয়া সমস্ত লোক অত্যন্ত ভীত হইয়াছে এবং আমিও [অত্যন্ত ভীত হইয়াছি]।

২৪। হে বিষ্ণো! আকাশস্পর্শী, তেজোময়, বহুবর্ণযুক্ত, মুখব্যাদান-কারী ও প্রদীপ্ত-বিশালনেত্র-বিশিষ্ট তোমাকে সন্দর্শন করিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে, আমি [কোন প্রকারে] ধৈর্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

২৫। হে দেবেশ! দংষ্ট্রাকরাল ও প্রলয়াগ্নিসদৃশ তোমার মুখসমূহ দর্শন করিয়া [ভয়বশতঃ] দিক্ স্থির করিতে পারিতেছি না। এবং সুখ পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস (জগতের আশ্রয়), [তুমি] প্রসন্ন হও।

২৬—২৭। [জয়দ্রথাদি] রাজগণের সহিত এবং মৎ-পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবৃন্দেরও সহিত ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

সূতপুত্র (কর্ণ) ধাবিত হইয়া তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছেন। [তাঁহাদের মধ্যে] কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তকে তোমার দন্তসন্ধিসমূহে লগ্ন [রহিয়াছেন], দেখা যাইতেছে।

২৮। যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ [সমুদ্রের] অভিমুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ ঐ সকল নরলোকের বীরগণ তোমার অত্যুজ্জ্বল মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে।

২৯। শলভগণ যেমন মরণের নিমিত্ত বিপুল বেগশালী হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ [এই সকল] জনগণও মরণের নিমিত্ত বর্ধিতবেগ হইয়া তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

৩০। [তুমি] প্রদীপ্ত মুখসমূহ দ্বারা সর্বতোভাবে গ্রাসোদ্যত হইয়া সমস্ত লোকগুলিকে লেহন করিতেছ। হে বিষ্ণো; তোমার প্রখর দীপ্তিসমূহ সমস্ত জগৎকে তেজঃসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া সন্তপ্ত করিতেছে।

৩১। উগ্ররূপী তুমি কে? আমাকে বল। তোমাকে প্রণাম করি; হে দেবপ্রধান, [তুমি] প্রসন্ন হও। আদি পুরুষ তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু
যোধাঃ॥ ৩২ ॥
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩ ॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪॥

সবিশেষ জানিতে অভিলাষ করি। যে হেতুক, [আমি] তোমার বৃত্তান্ত জানি না।

৩২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি লোকদিগের ক্ষয়কর্তা অত্যুৎকট কাল। জগতে লোকদিগকে সংহার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাকে বাদ দিলেও সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধ্গণ অবস্থিত আছেন তাঁহারা কেহই জীবিত থাকিবেন না।

৩৩। অত এব তুমি [যুদ্ধার্থ] উত্থিত হও, যশোলাভ কর [এবং] শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। আমিই ইহাদিগকে পূর্বেই বধ করিয়াছি। হে সব্যসাচিন্, (যিনি বামহস্তেও শরসন্ধান করিতে পারেন) তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

৩৪। মৎ-কর্তৃক [পূর্বেই] নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য যোদ্ধবীরগণকে তুমি বধ কর, ভয় করিও না, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। [তুমি] নিশ্চয়ই শত্রুদিগকে রণে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অর্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

৩৫। সঞ্জয় বলিলেন—কেশবের এই বাক্য শ্রবণের পর কম্পিত অর্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্বক অতিভীতচিত্তে নত হইয়া পুনর্বার গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন।

৩৬। অর্জুন বলিলেন—হে হৃষীকেশ! তোমার [মাহাত্ম্য] সংকীর্তনে জগৎ [যে] হৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া থাকে, রাক্ষসগণ [যে] ভীত হইয়া [চারি] দিকে পলায়ন করে এবং সমস্ত সিদ্ধগণ [যে] নমস্কার করিয়া থাকেন, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে [কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে]।

৩৭। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ [এবং তাঁহারও] আদি কারণ তোমাকে কেন [সকলে] নমস্কার করিবে না? ব্যক্ত, অব্যক্ত ও এতদুভয়ের অতীত যে অক্ষর (ব্রহ্ম), তাহাও তুমি।

৩৮। তুমি আদিদেব ও পুরাণ পুরুষ। তুমি এই জগতের একমাত্র লয়স্থান। [তুমি] জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরমপদ। হে অনন্তরূপ, তুমি বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

৩৯। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি (পিতামহ ব্রহ্মা) ও [ব্রহ্মারও জনক বলিয়া] প্রপিতামহ। তোমাকে [সহস্র সহস্র] নমস্কার, পুনরায় সহস্রবার নমস্কার, আবারও [সহস্রবার] নমস্কার, নমস্কার।

৪০। হে সর্ব! তোমাকে সম্মুখে [নমস্কার] এবং পশ্চাতে নমস্কার; তোমাকে সর্ব দিকেই নমস্কার। অসীম সামর্থ্যশালী [ও] অমিতবিক্রমী তুমি সমস্ত [বিশ্ব] ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ; এই নিমিত্ত তুমি সর্ব [বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাক]।

৪১—৪২। তোমার মাহাত্ম্য এবং [তোমার] এই বিশ্বরূপ না জানিয়া প্রমাদ বা স্নেহবশতঃ আমি তোমাকে [সাধারণ] সখা মনে করিয়া, 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে,' এইরূপ হঠাৎ যে সম্বোধন করিয়াছি এবং হে অচ্যুত, বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনে একাকী অথবা বন্ধুজন-সমক্ষে তোমাকে যে উপহাসচ্ছলে অনাদর করিয়াছি, এক্ষণে সেই সকল [অপরাধ] ক্ষমা করার জন্য অচিন্ত্য প্রভাববিশিষ্ট তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম-
প্রভাব ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪ ॥
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥

৪৩। হে অনুপমপ্রভাব! তুমি চরাচর বিশ্বের জনক, পূজ্য, গুরু এবং গুরুতর [অতএব] ত্রিলোকেই তোমার তুল্য [ই] অন্য [কেহ] নাই। [তোমা হইতে] অধিক [আবার] কোথা হইতে [হইবে] ?

৪৪। হে দেব! সেই হেতু, [ভূমিতে] দেহ লুটাইয়া প্রণামপূর্বক জগতের ঈশ্বর স্তুতিযোগ্য তোমাকে প্রসন্ন হইতে অনুনয় করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা [যেমন] সখার, প্রিয় [যেমন] প্রিয়ার [অপরাধ] ক্ষমা করেন, সেইরূপ [তুমি আমার অপরাধ] ক্ষমা কর।

৪৫। হে দেব! আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব [রূপ] দর্শন করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছি এবং আমার চিত্ত ভয়ে বিচলিত হইতেছে। [তোমার] সেই (পূর্ব) রূপ আমাকে দর্শন করাও; হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি [আমার প্রতি] প্রসন্ন হও।

৪৬। আমি তোমাকে পূর্বের ন্যায় কিরীটধারী, গদাধারী ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্তে, [তুমি] সেই চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্॥ ৪৭॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০॥

৪৭। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া [কৃপাবশতঃ] নিজ যোগমায়াসামর্থ্যে আমার এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আদ্য, উত্তমরূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম; আমার যেরূপ তুমি ভিন্ন কেহ পূর্বে দর্শন করে নাই।

৪৮। হে কুরুপ্রবীর! মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন অপর কেহ—না বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা, না দান দ্বারা, না অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতকর্ম দ্বারা অথবা না উগ্র [চান্দ্রায়ণাদি] তপস্যা দ্বারা ঈদৃশ [বিশ্ব] রূপধারী আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন।

৪৯। আমার ঈদৃশ এই ভয়ঙ্কর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া তোমার ব্যথা [ও] যেন না হয়, বিমূঢ়ভাবও যেন না হয়। [তুমি] ভয় পরিহার করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্বার এই আমার সেই [পূর্ব] রূপ ভাল ভাবে (চক্ষু ভরিয়া) দর্শন কর।

৫০। সঞ্জয় বলিলেন—মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে ইহা বলিয়া পুনর্বার [যেমন পূর্বে ছিল] সেইরূপ স্বকীয় [চতুর্ভুজ] মূর্তি দর্শন করাইলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

এবং পুনরায় শান্তমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন।

৫১। অর্জুন বলিলেন—হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত হইলাম ও সুস্থতা লাভ করিলাম।

৫২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—[তুমি] আমার যে [বিশ্ব] রূপ দর্শন করিলে, ইহা অতীব দুর্দর্শনীয় (অর্থাৎ সহজে দেখা যায় না), দেবগণও এই [বিশ্ব] রূপ দেখিবার জন্য সর্বদা লালায়িত।

৫৩। [তুমি] আমাকে যেরূপ দর্শন করিয়াছ, এবংবিধ [বিশ্বরূপী] আমাকে না বেদাধ্যয়ন, না তপস্যা, না দান বা না যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দর্শন করা যায়।

৫৪। হে পরন্তপ অর্জুন [একমাত্র] অনন্যা ভক্তি দ্বারাই [ভক্তগণ] এবংবিধ [বিশ্বরূপী] আমাকে [শাস্ত্রদ্বারা] জ্ঞাত হইতে, [স্বরূপতঃ] দর্শন করিতে এবং [আমাতে] প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

৫৫। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার জন্য কর্ম করে, [যে] আমাকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, [যে] আমার ভক্ত, [যে] পুত্রাদিতে আসক্তিরহিত, [যাহার] বৈরভাব নাই, সমস্ত জীবের মধ্যে সেই ব্যক্তি[ই] আমাকে লাভ করিয়া থাকে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

অর্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪॥

১। অর্জুন বলিলেন—হে ভগবন্! এইরূপে [সর্বকর্মসমর্পণাদি দ্বারা] [তোমাতে] একনিষ্ঠ হইয়া যে ভক্তগণ তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করে, এই দুই দলের মধ্যে কাহারা যোগিশ্রেষ্ঠ?

২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—যাহারা আমাতে চিত্ত সমাবেশিত করিয়া ও একনিষ্ঠ হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপাসনা করে, তাহারাই আমার মতে যোগিশ্রেষ্ঠ।

৩—৪। সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন যাহারা সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত থাকিয়া ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল এবং শাশ্বত অক্ষরের (ব্রহ্মের) উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫॥
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ ৮॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯॥

৫। ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত তাহাদের [সিদ্ধিলাভে] অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে, কারণ, দেহাভিমানীর [পক্ষে] ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা অতি ক্লেশে লাভ হইয়া থাকে।

৬—৭। কিন্তু যাহারা আমাতে (পরমেশ্বরে) সমস্ত কর্ম ন্যস্ত করিয়া মৎপর হইয়া একনিষ্ঠ [ভক্তি] যোগ-সহকারে আমার ধ্যান করত উপাসনা করে, হে পার্থ, আমাতে সমাবেশিতচিত্ত সেই সকল [সাধককে] আমি অবিলম্বে মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

৮। তুমি আমাতেই [সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক] মন সমাহিত কর এবং আমাতে[ই] বুদ্ধি সন্নিবিষ্ট কর, [এইরূপ করিলে আমার অনুগ্রহে জ্ঞান লাভ করিয়া] অতঃপর [দেহাবসানে] আমাতেই বাস করিবে, ইহাতে [কোন] সন্দেহ নাই।

৯। হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে [আমার অনুস্মরণরূপ] অভ্যাস-যোগের দ্বারা আমাকে পাইতে প্রযত্ন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২॥
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪॥

১০। যদি অভ্যাসেও অশক্ত হও, তাহা হইলে মৎকর্মপরায়ণ হও (অর্থাৎ আমার প্রীতির জন্য একাদশীর উপবাস, ব্রত, পূজা ও সংকীর্তনাদির অনুষ্ঠান কর); আমার জন্য কর্ম করিতে করিতেও [ক্রমে] সিদ্ধি লাভ করিবে।

১১। আর যদি ইহাও করিতে অশক্ত হও, তবে [একমাত্র] আমাকেই আশ্রয় করিয়া সংযতচিত্ত হইয়া সকল কর্মফল ত্যাগ কর।

১২। [জ্ঞানশূন্য] অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। [কর্মফল] ত্যাগের [অব্যবহিত] পরেই শান্তি [লাভ হয়]।

১৩—১৪। সর্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্রীভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, অহঙ্কারহীন, সুখ ও দুঃখে সম [চিত্ত], ক্ষমাবান্, সর্বদা হৃষ্টচিত্ত, অপ্রমত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ়নিশ্চয় ও আমাতেই মন-বুদ্ধি সমর্পণকারী—এইরূপ যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯॥

১৫। যাঁহার নিকটে [কোন] লোক [ভয়ের আশঙ্কায়] উদ্বেগ বোধ করে না, যিনি [নিজেও] [কোন] লোক হইতে উদ্বেগ বোধ করেন না এবং যিনি [স্বাভাবিক] হর্ষ, বিষাদ, ত্রাস ও উদ্বেগ হইতে বিমুক্ত; তিনিও আমার প্রিয়।

১৬। [দৈবাৎ উপস্থিত বিষয়েও] অনপেক্ষ অর্থাৎ স্পৃহাশূন্য, [অন্তরে ও বাহিরে] শুচিতাসম্পন্ন, দক্ষ (অনলস), উদাসীন, মনঃপীড়া-শূন্য ও সমস্ত উদ্যমত্যাগী যিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়।

১৭। যিনি [প্রিয় বস্তু পাইয়া] হৃষ্ট হন না, [অপ্রিয় বস্তু পাইয়া] দ্বেষ করেন না, [প্রিয়বিয়োগে] শোক করেন না, [অপ্রাপ্ত অর্থ] আকাঙ্ক্ষা করেন না, [যিনি] পাপ-পুণ্য সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি ভক্তিপরায়ণ, তিনি আমার প্রিয়।

১৮—১৯। শত্রু-মিত্র ও মান-অপমানে সমভাবাপন্ন, শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, অনাসক্ত, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

সংযতবাক্, যে কিছুতেই সন্তুষ্ট, [কোনস্থানেই] নিয়ত বাস করেন না, স্থিরচিত্ত, [এইরূপ] ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

২০। যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত উক্ত প্রকার এই ধর্মরূপ অমৃত পান করেন, সেই সকল ভক্ত আমার অতীব প্রিয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ

অর্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ২ ঃ
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ ৩॥
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪॥

১। অর্জুন বলিলেন—হে কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—ইহা [আমি] জানিতে অভিলাষ করি।

২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাকে যিনি [আমি বা আমার বলিয়া] জানেন (মনে করেন), ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের [বিবেক] জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করেন।

৩। হে ভারত! সর্বক্ষেত্রে [অনুগত] আমাকেই [তুমি] [সেই] ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অবগত হইবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে [বিশিষ্ট] জ্ঞান, তাহাই [প্রকৃত] জ্ঞান ; [ইহাই] আমার মত।

৪। [মদুক্ত] সেই ক্ষেত্র যাহা (যেরূপ স্বভাববিশিষ্ট) ও যে প্রকার (যাদৃশ ধর্মযুক্ত) যেরূপ [ইন্দ্রিয়াদি] বিকারযুক্ত, যাহা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

[উৎপন্ন] যেরূপ [স্থাবরাদিভেদে ভিন্ন] এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ [স্বরূপতঃ] যাহা এবং যেরূপ প্রভাববিশিষ্ট, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর।

৫। [বশিষ্ঠ প্রভৃতি] ঋষিগণ [যোগশাস্ত্রসমূহে] বহু প্রকারে [উহা নিরূপণ করিয়াছেন], [নিত্যনৈমিত্তিকাদি নানা কর্মবিষয়ক] নানা বেদ পৃথকভাবে [উহা বর্ণন করিয়াছেন] এবং যুক্তিযুক্ত নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্মসূচক বাক্যসমূহ [উহা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব] নিরূপণ করিয়াছেন।

৬—৭। [ক্ষিত্যাদি পঞ্চ] মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব) অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), দশ (বাক্-পাণি-পাদ প্রভৃতি) ও এক (মন=একাদশ) ইন্দ্রিয়, [শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি] পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয় এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর), চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) ও ধৃতি;—এই ক্ষেত্র ইন্দ্রিয়াদিবিকারের সহিত [তোমার নিকট] সংক্ষেপে বলিলাম।

৮—১২। অমানিত্ব (আত্মশ্লাঘারাহিত্য), দম্ভহীনতা, অহিংসা, সহিষ্ণুত্ব, সরলতা, [সদ্] গুরুর সেবা, শৌচ, [সৎপথে] একনিষ্ঠতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

আত্মবিনিগ্রহ (শরীর সংযম), ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যতা, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখদায়কতারূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, পুত্র দার ও গৃহাদিতে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখদুঃখে নিজ সুখদুঃখ কল্পনার অভাব, ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে চিত্তের সর্বদা সমভাব, আমাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা দ্বারা অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জনে বাস, জনসভায় অরতি, আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা, ইহাই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যাহা ইহার বিপরীত [তাহা] অজ্ঞান [বলিয়া কথিত]।

১৩। [অধুনা] যাহা জ্ঞেয় [বস্তু], যাহা জ্ঞাত হইলে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা তোমাকে বলিব।—[তাহা হইতেছে] অনাদি পরব্রহ্ম। তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন।

১৪। সর্বদিকে তাঁহার কর-চরণ, সর্বদিকে তাঁহার চক্ষুঃ, শিরঃ ও মুখ, সর্বদিকে তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়; তিনি জগতে সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৫॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদাবজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৬॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৮॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৯॥

১৫। [তিনি] [চক্ষুরাদি] সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে ভাসমান [হইয়াও] সকল ইন্দ্রিয়বিরহিত, [তিনি] নিঃসঙ্গ ও সকল বস্তুর আধারস্বরূপ, [তিনি] নির্গুণ [হইয়াও] সকল গুণের ভোক্তা।

১৬। [তিনি] সমস্ত ভূতের অন্তরে এবং বহির্ভাগে [অবস্থান করিতেছেন], তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক। তিনি সূক্ষ্মতাবশতঃ অবিজ্ঞেয়; তিনি দূরে থাকিয়াও অতিসন্নিধানে [অবস্থান করিতেছেন]।

১৭। [তিনি] ভূতসমূহে অবিভক্ত থাকিয়াও বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত। [তিনি] [স্থিতিকালে] ভূতগণের পালক, [প্রলয়কালে] গ্রাসকারী ও [সৃষ্টিকালে নানারূপে] প্রকাশমান।

১৮। তিনি [সূর্যাদি] জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতিঃ (প্রকাশক), [অজ্ঞানরূপ] অন্ধকারের অতীত, [তিনিই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত] জ্ঞান, [তিনিই রূপাদির আকারে] জ্ঞেয়, [এবং তিনিই অমানিত্ব প্রভৃতি পূর্বোক্ত সাধন দ্বারা] জ্ঞানগম্য, [তিনি] সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

১৯। এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় [তোমার নিকট] সংক্ষেপে বলা হইল। আমার ভক্ত ইহা বিদিত হইয়া আমার স্বরূপ লাভে যোগ্য হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ২০॥
কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২১॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২২॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২৩॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৪॥

২০। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া অবগত হইবে। [দেহেন্দ্রিয়াদি] বিকারসমূহ এবং [সুখ-দুঃখ-মোহ প্রভৃতি] গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন [হইয়াছে বলিয়া] জ্ঞাত হইবে।

২১—২২। কার্য (শরীর) ও কারণের (সুখদুঃখহেতু ইন্দ্রিয়-সমূহের) কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি কারণ বলিয়া কথিত হয় এবং সুখ-দুঃখ-ভোগবিষয়ে পুরুষ কারণ বলিয়া কথিত হয়। পুরুষ প্রকৃতিতে (প্রকৃতিকার্য দেহে) অবস্থান করিয়া প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ বিষয়ে [শুভাশুভকর্মকারী] ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক কারণ।

২৩। [প্রকৃতিকার্য] এই দেহে বিদ্যমান [থাকিয়াও] পুরুষ [দেহ হইতে] পৃথক্; [কারণ] তিনি সমীপে থাকিয়া দ্রষ্টা, অনুমন্তা (নিজ উপস্থিতি দ্বারা উপকারী), ভর্তা (ধারণকর্তা), ভোক্তা (পালক), মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

২৪। যিনি এইরূপে পুরুষকে ও [সুখদুঃখাদি] গুণসমন্বিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি [বিধিপূর্বকই হৌক বা অবিধিপূর্বকই হৌক] যে কোনরূপ আচরণ করিলেও পুনর্বার জন্মপরিগ্রহ করেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্মযোগেণ চাপরে ॥ ২৫ ॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

২৫। কেহ কেহ ধ্যানের সাহায্যে দেহমধ্যে আত্মাকে মনের দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। অন্যে সাংখ্যযোগের সাহায্যে, [অপর কেহ কেহ] [অষ্টাঙ্গ] যোগের সাহায্যে ও কেহ বা কর্মযোগের সাহায্যে [আত্মাকে দর্শন করেন]।

২৬। কিন্তু অপর কেহ কেহ আত্মাকে এইরূপ (পূর্বোক্ত উপদ্রষ্টৃত্বাদি লক্ষণযুক্ত) অবগত হইতে না পারিয়া অন্যের নিকট [উপদেশরূপে] শ্রবণপূর্বক উপাসনা করে। তাহারাও [শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ] শ্রবণে রত হইয়া নিশ্চয়ই সংসার অতিক্রম করিয়া থাকে।

২৭। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যত কিছু স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে [হইয়া থাকে] জানিবে।

২৮। যিনি পরমেশ্বরকে [স্থাবরজঙ্গমাত্মক] সকল ভূতে সমভাবে অবস্থানকারী [রূপে] এবং সমস্ত বিনষ্ট হইতে থাকিলেও অবিনাশী [রূপে] দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

২৯। ভূতমাত্রে সমভাবে সম্যক্ রূপে অবস্থিত পরমেশ্বরের দর্শনকারী—যে হেতু দেহের সহিত আত্মাকে হিংসা করেন না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

(অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া আত্মার বিনাশ সাধন করেন না)—এইজন্য [তিনি] মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

৩০। কর্মসমূহকে প্রকৃতিকর্তৃকই সর্বপ্রকারে অনুষ্ঠীয়মানরূপে এবং আত্মাকে [ঐ কর্মের] অকর্তৃরূপে যিনি দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

৩১। যে সময়ে [সাধক] [স্থাবরজঙ্গমাত্মক] ভূতসমূহের নানা-রূপতা [প্রলয়কালে] একস্থানে (একমাত্র প্রকৃতিতে) অবস্থিত [দর্শন করেন] এবং [সৃষ্টিকালে] সেই প্রকৃতি হইতেই [ভূতগণের] বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

৩২। হে কৌন্তেয়! অনাদিত্ব ও নির্গুণত্বপ্রযুক্ত এই পরমাত্মা অব্যয়; [এই হেতু] দেহে অবস্থান করিয়াও [তিনি] কর্মানুষ্ঠান করেন না এবং [কর্মফলেও] লিপ্ত হন না।

৩৩। আকাশ যেমন সকল পদার্থে অবস্থিত হইলেও সূক্ষ্মতা বশতঃ [পঙ্কাদি কোন কিছু দ্বারা] লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও [দৈহিক দোষ-গুণ দ্বারা] লিপ্ত হন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

৩৪। যেমন এক সূর্য এই সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করেন; হে ভারত! সেইরূপ [একমাত্র] ক্ষেত্রী (আত্মা) সমস্ত ক্ষেত্রকে (দেহকে) প্রকাশিত করেন।

৩৫। যাঁহারা জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এইরূপ ভেদ এবং ভূতগণের [এই যে] প্রকৃতি [ইহা] হইতে [নিজ] উদ্ধারের উপায় (অর্থাৎ ধ্যানাদি) অবগত হন, তাঁহারা পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১॥
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২॥
মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩॥
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪॥

১। শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি পুনরায় জ্ঞানসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান (উপদেশ) [তোমাকে] বিশেষভাবে বলিতেছি, যাহা জ্ঞাত হইয়া মুনিগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন।

২। [বক্ষ্যমাণ] এই জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া [যাহারা] আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয়, [তাহারা] সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়-কালে [ও] দুঃখানুভব করে না (অর্থাৎ প্রলয়দুঃখ অনুভব করে না)।

৩। মহদ্‌ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) আমার যোনি [স্বরূপ], আমি তাহাতে গর্ভাধান করি (অর্থাৎ প্রলয়ে আমাতে লীন জীবাত্মাকে ভোগ্য দেহের সহিত যুক্ত করি) ; হে ভারত! তাহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

৪। হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে [স্থাবর- জঙ্গমাত্মক] যে সব মূর্তি সমুৎপন্ন হয়; মহদ্‌ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়া) এবং আমি বীজদাতা পিতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

৫। হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় দেহমধ্যে অব্যয় (অর্থাৎ নির্বিকার) আত্মাকে আবদ্ধ করে।

৬। হে অনঘ! এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছত্বপ্রযুক্ত [স্ফটিকবৎ] প্রকাশক ও শান্ত; এইজন্য উহা (সত্ত্বগুণ) সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা [আত্মাকে] বন্ধন করিয়া রাখে।

৭। হে কৌন্তেয়! রজোগুণ রাগাত্মক এবং [বিষয়] তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক বলিয়া জানিবে; উহা আত্মাকে কর্মাসক্তি দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখে।

৮। হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত ও সমস্ত দেহীর মোহ-জনক বলিয়া জানিও; উহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা [আত্মাকে] আবদ্ধ করিয়া রাখে।

৯। হে ভারত! সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখের সহিত যুক্ত করে, রজোগুণ কর্মের সহিত [যুক্ত করে] এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন-পূর্বক অনবধানে [ও আলস্যাদিতেও] সংযুক্ত করিয়া রাখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

১০। হে ভারত! সত্ত্বগুণ—রজঃ ও তমোগুণকে [অভিভূত করিয়া সমুদ্ভূত হয়], রজোগুণ—তমঃ ও সত্ত্বগুণকে [অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হয়] এবং তমোগুণ—রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

১১। যখন এই দেহে সমস্ত দ্বারে (শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে) জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন [ঐ প্রকাশরূপ চিহ্ন দ্বারা এবং সুখাদি চিহ্ন দ্বারা] সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অবগত হইবে।

১২। হে ভরতর্ষভ! লোভ, [কর্মে] প্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম, [কর্ম-প্রবাহের] অনুপশম ও [বিষয়ে] স্পৃহা—রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এই সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে (অর্থাৎ এই সকল চিহ্ন দ্বারা রজোগুণের বৃদ্ধি জানিবে)।

১৩। হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম, প্রমাদ ও মোহ (মিথ্যা অভিনিবেশ)—এই সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে (অর্থাৎ এই সকল চিহ্নদ্বারা তমোগুণের বৃদ্ধি অনুমান করিবে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

১৪—১৫। যখন সত্ত্বগুণ বর্ধিত হইলে [কোন] দেহী দেহ পরিত্যাগ করে, তখন [সে] হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের প্রকাশময় লোক প্রাপ্ত হয়। রজোগুণের বৃদ্ধিসময়ে মরিয়া কর্মাসক্তে (অর্থাৎ কর্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে) জন্মিয়া থাকে এবং তমোগুণের বৃদ্ধিসময়ে মৃত ব্যক্তি [পশ্বাদি] মূঢ় যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

১৬। [কপিলাদি মুনিগণ] সাত্ত্বিক কর্মের ফল সত্ত্বপ্রধান প্রকাশ বহুল সুখ, রাজস কর্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্মের ফল অজ্ঞান, বলিয়া থাকেন।

১৭। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, রজোগুণ হইতে লোভ হয় এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

১৮। সত্ত্ববৃত্তিপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বলোক (অর্থাৎ মনুষ্য-গন্ধর্ব প্রভৃতি সত্যলোক পর্যন্ত) প্রাপ্ত হয়, রাজসিক ব্যক্তিগণ [তৃষ্ণাদি দ্বারা আকুল হইয়া] মধ্যে (অর্থাৎ মনুষ্যলোকে) অবস্থান করে এবং জঘন্যগুণের (অর্থাৎ তমোগুণের) [মোহাদি] বৃত্তিতে অবস্থিত তমঃপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোগতি (অর্থাৎ তমিস্রাদি নরক) প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জুন উবাচ—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

১৯। যখন দর্শক [গুণত্রয়ের বিবেকজ্ঞ হইয়া] গুণভিন্ন অন্য কর্তা দর্শন করেন না (অর্থাৎ গুণসমূহকেই কর্তৃরূপে দর্শন করেন) এবং [আত্মাকে] গুণ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া বিদিত হন তখন তিনি আমার ভাব (অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হন।

২০। দেহী দেহসমুদ্ভূত এই তিনটী গুণ অতিক্রম করত জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে।

২১। অর্জুন বলিলেন—হে প্রভো! [আত্মগত] কিরূপ চিহ্ন দ্বারা দেহী গুণত্রয়াতীত [রূপে প্রতিভাত] হন? ইঁহার আচার কিরূপ? এবং কি উপায়ে তিনি এই তিনটী গুণ অতিক্রম করেন? [তাহা বলুন]।

২২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পাণ্ডব! [যিনি] প্রকাশ (সত্ত্বকার্য), প্রবৃত্তি (রজঃকার্য) এবং মোহ (তমঃকার্য) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলেও [দুঃখ-বুদ্ধিতে] দ্বেষ করেন না এবং [ঐ সকল কার্য] নিবৃত্ত হইলেও [সুখবুদ্ধিতে] আকাঙ্ক্ষা করেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

২৩। যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত হইয়া গুণ [কার্য সুখদুঃখাদি] দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচালিত হন না, গুণসমূহ [স্বকার্যে] বর্তমান আছে, [ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই] এইরূপ বিবেকজ্ঞান দ্বারা যিনি [নীরবভাবে] অবস্থান করেন, চঞ্চল হন না।

২৪। [যিনি] সুখ-দুঃখে তুল্যজ্ঞান, [যিনি] স্বরূপে অবস্থিত, [যিনি] লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সম [দৃষ্টিসম্পন্ন], [যিনি] প্রিয় ও অপ্রিয়ে সম [বুদ্ধি], [যিনি] ধীমান্, [যিনি] স্বকীয় নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্য।

২৫। মানে ও অপমানে [যিনি] তুল্য [জ্ঞানসম্পন্ন], মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে যিনি সম [বুদ্ধিসম্পন্ন], [দৃষ্ট-অদৃষ্ট] সকল উদ্যম [যিনি] ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।

২৬। যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকেই সেবা করেন, তিনি এই সকল গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো
নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

২৭। কারণ আমি ব্রহ্মের, নিত্য মোক্ষের, শাশ্বত ধর্মের ও অখণ্ডিত সুখের প্রতিষ্ঠা (প্রতিমূর্তি)।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তমযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥
অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

১। শ্রীভগবান্ বলিলেন—ঊর্ধ্বে [যাহার] মূল, অধোদিকে [যাহার] শাখা, বেদসমূহ যাহার পত্র এইরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে [বেদজ্ঞগণ] অব্যয় বলিয়া থাকেন। তাহাকে (এইরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে) যিনি জানেন, তিনি বেদবিৎ।*

২। সত্ত্বাদি গুণবৃত্তি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিষয় (রূপরসাদি) রূপ পল্লববিশিষ্ট তাহার [ব্রহ্মাদি-জীববৃন্দরূপ] শাখাসমূহ ঊর্ধ্বদেশে (দেবাদিযোনিতে) অধোদেশে (পশ্বাদিযোনিতে) বিস্তৃত। [ঐ বৃক্ষের] [ধর্মাধর্মরূপ] কর্মপ্রসূতি [অবান্তর] মূলসমূহ (ভোগবাসনা) অধঃপ্রদেশে মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

৩-৪। এই সংসারে [অবস্থিত প্রাণিগণ কর্তৃক] সংসারবৃক্ষের তাদৃশ রূপ [উপলব্ধ হয় না], ইহার আদি, অন্ত ও [কিরূপে]

---

* ঊর্ধ্ব অর্থাৎ উত্তম=পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যাহার মূল, অধঃ অর্থাৎ তদপেক্ষা হীন অথবা অর্বাচীন হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি জীবগণ যাহার শাখাস্থানীয় এবম্ভূত সংসার-বৃক্ষকে অশ্বত্থ (অর্থাৎ আগামী কল্যপর্যন্তও যাহার অবস্থান বিশ্বাস করা যায় না এইরূপ, শ্ব=আগামী কল্য, ত্থ=থাকা) বলা হয়। অথচ ঐ সংসার প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়া অব্যয়ও বটে। ছায়ারূপ কর্মফল দ্বারা ইহাকে সর্বজীবের আশ্রয়ণীয় করে বলিয়া বেদ ইহার পর্ণস্থানীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্মান-মোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

স্থিতি [তাহা] উপলব্ধ হয় না। এই অত্যন্ত বদ্ধমূল অশ্বত্থ বৃক্ষকে অহংমমতা ত্যাগরূপ শস্ত্র দ্বারা সম্যক্ বিচারপূর্বক ছেদন করিয়া অনন্তর [উহার মূলীভূত] সেই বস্তু (অর্থাৎ বৈষ্ণব পদ) অন্বেষণ করিবে; যাহা প্রাপ্ত হইলে [জীব] পুনর্বার [সংসারে] প্রত্যাবৃত্ত হয় না। যাহা হইতে এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষের শরণ গ্রহণ করিতেছি [এইরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে]।

৫। যাঁহাদের [অন্তর হইতে] অহঙ্কার ও মোহ দূরীভূত হইয়াছে, যাহারা [পুত্রাদির প্রতি] আসক্তি [রূপ] দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিত, যাঁহাদের কামনা বিশেষভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা সুখদুঃখসংজ্ঞক [শীতোষ্ণাদি] দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিগণ অবিদ্যাশূন্য হইয়া সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৬। তাহা (উক্ত বৈষ্ণব পদ) সূর্য উদ্ভাসিত করিতে পারেন না, চন্দ্র না, অগ্নি না। যে [পদ] প্রাপ্ত হইলে [যোগিগণ সংসারে] প্রত্যাবৃত্ত হন না, তাহাই আমার পরম স্বরূপ।

৭। আমারই অংশ মনুষ্যলোকে [অবিদ্যাবশতঃ] জীবরূপে পরিচিত হইয়া প্রকৃতিতে বিলীন অবস্থায় স্থিত [পঞ্চ] ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে [ভোগের জন্য পুনর্বার সংসারে] আকর্ষণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

৮। বায়ু যেমন [গন্ধের] আশ্রয় (পুষ্পাদি) হইতে গন্ধ [বিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশসমূহ] গ্রহণপূর্বক গমন করে, তদ্রূপ [দেহাদির] অধিপতি [জীব] [যখন] যে শরীর গ্রহণ করেন এবং যে শরীর হইতে চলিয়া যান, [তখন] পূর্বদেহ হইতে এই সকল [ইন্দ্রিয়] গ্রহণ করিয়া [দেহান্তরে] গমন করিয়া থাকেন।

৯। জীবাত্মা শ্রোত্র, চক্ষুঃ, ত্বক্, রসনা ও মনকে আশ্রয় করিয়া [শব্দাদি] বিষয়সমূহ ভোগ করে।

১০। মূঢ় ব্যক্তিগণ [কি দেহ হইতে] চলিয়া যাওয়ার সময়, [কি দেহে] অবস্থানকালে, [কি বিষয়] ভোগ কালে ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত [জীবকে] দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞাননেত্রবিশিষ্ট বিবেকিগণ দেখিতে পান।

১১। [ধ্যানাদিদ্বারা] যত্নশীল যোগিগণ দেহে অবস্থিত ইহাকে (আত্মাকে) দেখিতে পান, কিন্তু অবিশুদ্ধচিত্ত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ [শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা] প্রযত্ন করিয়াও ইহাকে দেখিতে পায় না।

১২। সূর্যে অবস্থিত যে তেজঃ সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে, যাহা চন্দ্রে [অবস্থিত], যাহা অগ্নিতে [অবস্থিত], তাহা আমারই তেজ জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪॥
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥১৫॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭॥

১৩। আমি শক্তিপ্রভাবে পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করিয়া ভূতসমুদয়কে ধারণ করিতেছি। আমিই রসময় চন্দ্র হইয়া [ব্রীহ্যাদি] সমস্ত ওষধিকে পোষণ করিতেছি।

১৪। আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণীদিগের দেহে প্রবেশপূর্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া [প্রাণিগণকর্তৃক ভুক্ত ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চোষ্য—এই] চতুর্বিধ অন্ন জীর্ণ করিয়া থাকি।

১৫। আমি [অন্তর্যামিরূপে] সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতেই [প্রাণিমাত্রের] স্মৃতি ও জ্ঞান [সমুদ্ভূত হয়] ও [এতদুভয়ের] বিলোপ হইয়া থাকে। আমিই সমস্ত বেদদ্বারা বেদ্য এবং আমিই বেদান্ত-প্রবর্তক ও বেদার্থবেত্তা।

১৬। জগতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ [প্রসিদ্ধ আছে]। তাহাদের মধ্যে [ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত] সমস্ত ভূত ক্ষর [পুরুষ] এবং কূটস্থ (দেহাদির বিনাশ হইলেও যিনি অবিকৃত থাকেন) অক্ষর [পুরুষ]।

১৭। [ক্ষর এবং অক্ষর ভিন্ন] পরমাত্মা নামে অভিহিত অপর একজন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি নির্বিকার ঈশ্বররূপে লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া [সমস্ত] পালন করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

১৮। যে হেতু আমি ক্ষরের (জড়বর্গের) অতীত এবং অক্ষর (চেতনবর্গ) হইতেও উত্তম, এইজন্য আমি লোক এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকি।

১৯। হে ভারত! যে ব্যক্তি এই প্রকারে স্থিরবুদ্ধি হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনি সর্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন [ও তাহার ফলে] সর্বজ্ঞ হন।

২০। হে অনঘ (অব্যসনী) ভারত! আমি [সংক্ষেপে] এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিলাম, [মদুক্ত] ইহা জানিয়া লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতস্য ভারত॥ ৩॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪॥
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভি জাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫॥

১-৩। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ভারত! অভয়, চিত্তের সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে পরিনিষ্ঠা, দান, দম (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম), যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (ব্রহ্মযজ্ঞাদি), তপঃ, অবক্রতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতারাহিত্য, প্রাণীর প্রতি দয়া, লোভাভাব, মৃদুত্ব, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ, অদ্রোহ ও অতিমানাভাব,—[এই ষড়্‌বিংশতি গুণ] দেবোচিত [সাত্ত্বিক] সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে।

৪। হে পার্থ! আসুরী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জাত ব্যক্তির দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরত্ব ও অবিবেক, [এই সকল] হইয়া থাকে।

৫। দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের হেতু এবং আসুরী সম্পদ্ সংসার-বন্ধনের হেতু [বলিয়া] বিবেচিত হয়। হে পাণ্ডব, শোক করিও না; [যেহেতু] তুমি দৈবী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

৬। এই লোকে দৈব (দেবস্বভাব) ও আসুর (অসুরস্বভাব) এই দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি আছে। হে পার্থ, দৈব [সৃষ্টির বিষয়] বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে আসুর [সৃষ্টির বিষয়] আমার নিকট শ্রবণ কর।

৭। আসুরভাব-বিশিষ্ট জনগণ [ধর্মে] প্রবৃত্তি ও [অধর্ম হইতে] নিবৃত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানে না ; এই জন্য তাহাদের শৌচ নাই, আচার নাই ও সত্য নাই।

৮। সেই [আসুরপ্রকৃতির] জনগণ জগৎকে অসত্য (বেদাদি-প্রামাণ্যরহিত), অপ্রতিষ্ঠ (ধর্মাধর্ম-ব্যবস্থাবিহীন), অনীশ্বর (ব্যবস্থাপক ঈশ্বরশূন্য) ও অন্যোন্যসম্ভূত (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের মিথুনসম্ভূত), [অধিক] আর কি, একমাত্র কামহেতুক—বলিয়া থাকে।

৯। এইরূপ [নাস্তিক্য] বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া মলিনচিত্ত, অল্পবুদ্ধি, হিংস্রকর্মা ও অহিতকারী জনগণ জগতের ক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে।

১০। [তাহারা] দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয়পূর্বক দম্ভ, মান ও মদান্বিত এবং অশুচিব্রত (মদ্যমাংসাদিনিরত) হইয়া মোহবশতঃ অসদ্গ্রাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

(অর্থাৎ এই মন্ত্রের দ্বারা এই দেবতাকে আরাধনা করিয়া মহানিধি প্রাপ্ত হইব ইত্যাদি দুরাগ্রহ) স্বীকার করিয়া [কর্মে=ক্ষুদ্রদেবতার আরাধনায়] প্রবৃত্ত হয়।

১১—১২। [তাহারা] মরণকাল পর্যন্ত অপরিমিত চিন্তাপরায়ণ থাকিয়া কামোপভোগই সর্বোত্তম ভাবিয়া এবং ইহাই একমাত্র [পরম পুরুষার্থ] এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও কাম-ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কামভোগার্থ [চৌর্যাদি] অন্যায্য [আচরণ] দ্বারা অর্থসংগ্রহে যত্ন করিয়া থাকে।

১৩—১৬। আজ আমি ইহা লাভ করিলাম, এই অভীষ্ট বস্তু[পরে] পাইব; এই ধন আছে, পুনরায় এই [ধন] হইবে; আমি এই শত্রুটাকে বধ করিয়াছি, অপর [শত্রু]গুলিকেও [এইরূপ] বধ করিব; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগাধিকারী, আমি সিদ্ধ [কাম], আমি বলশালী, আমি সুখী, আমি ধনাদিসম্পন্ন, আমি কুলীন, আমার তুল্য অপর কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৭॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০॥

আছে? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব ও আমোদ [আহ্লাদ] করিব;—এইরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত জীবগণ [বিবিধ বিষয়ে] বিভ্রান্ত-চিত্ত হওয়ায় মোহজালে সমাবৃত ও বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া অশুচি (কষ্টজনক) নরকে পতিত হয়।

১৭। তাহারা স্বয়ং সম্মানিত, অবিনয়ী ও ধন [সম্ভূত] মান ও গর্বদ্বারা যুক্ত হইয়া দম্ভের সহিত অবিধিপূর্বক নামেই [যাহা যজ্ঞ, কার্যতঃ নহে এইরূপ] যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

১৮। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হইয়া [গুণী ব্যক্তির] গুণে দোষারোপপূর্বক আত্মদেহে ও পরদেহে [চিদংশরূপে অবস্থিত] আমাকে দ্বেষ করিয়া [যজ্ঞ করিয়া] থাকে (অর্থাৎ উপবাসাদিদ্বারা আত্মক্লেশ ও পশুহিংসাদিদ্বারা পরক্লেশমাত্রই ঈদৃশ যজ্ঞের ফল)।

১৯। আমি সেই [আমার প্রতি] দ্বেষপরায়ণ, ক্রূরবুদ্ধি, অশুভকারী নরাধমদিগকে সংসারে [অতিক্রূর ব্যাঘ্র-সর্পাদি] আসুর-যোনিমধ্যে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

২০। হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত সেই সকল মূঢ়গণ আমাকে না পাইয়াই তাহা হইতেও (অর্থাৎ পূর্বজন্মাপেক্ষাও) অধোগতি [কৃমিকীটাদিযোনি] প্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

২১। কাম, ক্রোধ এবং লোভ,—এই ত্রিবিধ [বস্তু] নরকের দ্বার ও আত্মনাশকর (অর্থাৎ আত্মার অধোগতিকারক), সেই হেতু এই তিনটী [সর্বথা] ত্যাগ করিবে।

২২। হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটী (কাম, ক্রোধ ও লোভ) হইতে মুক্ত ব্যক্তি আত্মার কল্যাণ সাধন করেন এবং পরে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

২৩। যে ব্যক্তি বেদবিহিত ধর্ম ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি লাভ করে না, সুখ না, পরম গতি না।

২৪। অতএব কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্র (শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি) তোমার প্রমাণ ; তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম জ্ঞাত হইয়া কর্মাধিকারে [নিযুক্ত থাকিয়া] [তাহার] অনুষ্ঠান কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ

অর্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

১। অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিহারপূর্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে; তাহাদের নিষ্ঠা [আশ্রয়] কি? [কি] সত্ত্বগুণ, রজোগুণ অথবা তমোগুণ? (অর্থাৎ তাহাদের দেবপূজাদি প্রবৃত্তি কি সত্ত্বাশ্রিত, রজঃসংশ্রিত না তমঃসংশ্রিত?)।

২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—দেহীদিগের স্বভাবজ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এইরূপে ত্রিবিধ হইয়া থাকে; তাহা (ত্রিবিধ শ্রদ্ধা) শ্রবণ কর।

৩। হে ভারত! [যে হেতু বিবেকী ও অবিবেকী] সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের তারতম্য অনুসারে হয় (রজোগুণ ও তমোগুণের সংমিশ্রণে সত্ত্বগুণের তারতম্য হইয়া থাকে)। [সেই হেতু] এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়; যিনি [পূর্বজন্মে] যেরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট তিনি [ইহজন্মেও] সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥
আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

৪। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ [সত্ত্বপ্রকৃতি] দেবগণের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিগণ [রজঃপ্রকৃতি] যক্ষ ও রাক্ষসগণের এবং এতদ্ভিন্ন তামসিক জনগণ [তমোগুণবিশিষ্ট] ভূত ও প্রেতগণের পূজা করিয়া থাকে।

৫—৬। যে সমস্ত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি দম্ভ ও অহঙ্কারসংযুক্ত এবং কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া [বৃথা উপবাসাদি দ্বারা] দেহস্থিত ভূতসমূহকে এবং শরীরের মধ্যে অবস্থিত [আত্মস্বরূপ] আমাকেও কৃশ করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ভয়ঙ্কর তপস্যা করে তাহাদিগকে আসুরজ্ঞানসম্পন্ন জানিবে।

৭। সকল ব্যক্তিরই [সত্ত্বাদিগুণভেদে যেমন] তিন প্রকার আহার প্রিয় হইয়া থাকে সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও [তিন প্রকার প্রিয়]। তাহাদের এই [বক্ষ্যমাণ] ভেদ শ্রবণ কর।

৮। আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচির বর্ধক, এবং সরস, স্নিগ্ধ, [দেহে সারাংশদ্বারা] স্থিতিশীল ও দৃষ্টমাত্রে হৃদয়ঙ্গম আহার সাত্ত্বিক জনগণের প্রিয় হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০॥
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩॥

৯। [অতি] কটু, [অতি] অম্ল, [অতি] লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, [অতি] তীক্ষ্ণ, [অতি] রুক্ষ, [অতি] প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগদায়ক আহার (আহার্যদ্রব্য) রাজসগণের প্রিয় হইয়া থাকে।

১০। প্রহরপূর্বে পক্ক (অর্থাৎ শীতল), গতরস, (অর্থাৎ যাহা রস-শূন্য হইয়াছে), দুর্গন্ধ, দিনান্তরে পক্ক, উচ্ছিষ্ট ও অভক্ষ্য ভোজ্য তামসিকদিগের প্রিয় হইয়া থাকে।

১১। ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত পুরুষগণ [ফল হউক্ বা না হৌক্] যজ্ঞ অবশ্য কর্তব্য এইভাবে মন স্থির করিয়া শাস্ত্রবিহিত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাই সাত্ত্বিক।

১২। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফল উদ্দেশ্য করিয়া এবং দম্ভপ্রকাশের জন্যও [বটে] যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় সেই যজ্ঞ রাজসিক বলিয়া জানিবে।

১৩। শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্য, অন্নদানবিরহিত, মন্ত্রহীন, [যথোক্ত] দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে [শিষ্টগণ] তামসিক বলিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

১৪। দেব, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—[এই সকল] শারীরিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয়।

১৫। অনুদ্বেগকর, সত্য, [শ্রোতার] প্রিয় ও হিতকর যে বাক্য [তাহা] এবং বেদাভ্যাস বাচিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

১৬। মনঃপ্রসন্নতা, অক্রূরতা, মৌনভাব, মনঃসংযম ও ভাবসংশুদ্ধি (অকপট ব্যবহার)—এই সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

১৭। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সমাহিতচিত্ত নরগণকর্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত সেই (পূর্বোক্ত) ত্রিবিধ (শারীরিক, বাচিক ও মানসিক) তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

১৮। সৎকার, মান ও (দৈহিক) পূজা লাভের নিমিত্ত এবং দম্ভের অবলম্বনে যে অনিয়ত এবং ক্ষণিক [পূর্বোক্ত ত্রিবিধ] তপস্যার অনুষ্ঠান করা হয় তাহা রাজসিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥
ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

১৯। মোহজন্য দুরাগ্রহবশে অথবা অন্যের বিনাশার্থ আত্মাকে পীড়িত করিয়া যে [পূর্বোক্ত ত্রিবিধ] তপঃ অনুষ্ঠিত হয় তাহা তামসিক বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে।

২০। দান করা কর্তব্য এইরূপ [নিশ্চয়] বুদ্ধিতে [কুরুক্ষেত্রাদি] দেশে [গ্রহণাদি] কালে ও [ব্রাহ্মণাদি] পাত্রে অনুপকারী ব্যক্তিকে যে দান করা হয় সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়।

২১। [লৌকিক] প্রত্যুপকার লাভের ইচ্ছায় অথবা [স্বর্গাদি] ফললাভের উদ্দেশ্যে কষ্টের সহিত যে দান করা হয় সেই দান রাজস বলিয়া বিবেচিত হয়।

২২। অদেশে (অশুচি স্থানে), অকালে (অশৌচাদি সময়ে) ও অপাত্রে তিরস্কার সহকারে সৎকারশূন্য যে দান করা হয় তাহা তামস বলিয়া উদাহৃত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭॥

২৩। 'ওম্' 'তৎ' ও 'সৎ' ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ নাম শিষ্টগণ-কর্তৃক কথিত হইয়াছে। পূর্বে এই ত্রিবিধ নির্দেশ দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ [বিধাতা-কর্তৃক] সৃষ্ট হইয়াছে।

২৪। সেই হেতু ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক [অনুষ্ঠিত] ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া [অঙ্গবৈকল্য থাকিলেও] সকল-কালে[ই] উৎকৃষ্ট (অর্থাৎ বৈগুণ্যহীন) হয়।

২৫। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পুরুষগণ ফলাভিসন্ধি না করিয়া তৎশব্দ উচ্চারণপূর্বক বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

২৬। হে পার্থ! সদ্ভাব ও সাধুভাবে সৎশব্দ প্রযুক্ত হয়, এবং প্রশস্ত (মাঙ্গলিক) কার্যে (অর্থাৎ বিবাহাদি কার্যে) সৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

২৭। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে তৎপরভাবে যে স্থিতি তাহাও সৎ বলিয়া উক্ত হয় এবং তদর্থীয় অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ্যক কর্মের পরিপূরক কর্মও (ঈশ্বরোদ্দেশ্যক কর্ম পূজাপ্রভৃতি, তৎপরিপূরক কর্ম পুষ্পোদ্যান-নির্মাণ প্রভৃতি) 'সৎ' বলিয়া কথিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

২৮। হে পার্থ! হোম, দান, তপস্যা ও [অন্যান্য] যাহা অশ্রদ্ধার সহিত করা হয় [তাহা] অসৎ বলিয়া কথিত হয়। তাহা ইহলোকে বা লোকান্তরে ফলপ্রদ হয় না।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগঃ

অর্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ॥ ৪॥

১। অর্জুন বলিলেন—হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিষূদন! হে মহাবাহো! [আমি] সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথগ্‌ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।

২। শ্রীভগবান্ বলিলেন—বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ [ফলসহিত] কাম্য-কর্মের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া অবগত হন, এবং সমস্ত প্রকার কর্মের ফল-ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন।

৩। কোন কোন পণ্ডিতগণ বলেন—কর্ম দোষের ন্যায় পরিত্যাজ্য, আবার অপর কেহ কেহ বলেন—যজ্ঞ, দান ও তপঃকর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে।

৪। হে ভরতসত্তম! ত্যাগবিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র, [তত্ত্ববিদ্‌গণ-কর্তৃক তামসাদিভেদে] ত্যাগ তিন প্রকার কীর্তিত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥
নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

৫। যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাজ্য নহে, উহা কর্তব্যই; কারণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষিগণের [চিত্ত] শুদ্ধিকর হইয়া থাকে।

৬। হে পার্থ! এই সকল কর্মও সঙ্গ অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া করা বিধেয়, ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম মত।

৭। কিন্তু নিত্যকর্মের ত্যাগ উচিত নহে, মোহবশতঃ [যে] সেই [নিত্য] কর্মের ত্যাগ [তাহা] তামস বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে।

৮। [যে ব্যক্তি] দুঃখজনক মনে করিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম ত্যাগ করে [তাহা রাজস ত্যাগ,] সে [এইরূপ] রাজসিক ত্যাগ করিয়া ত্যাগের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না (অর্থাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় না)।

৯। হে অর্জুন! কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলকামনা পরিহারপূর্বক একমাত্র কর্তব্যবোধে যে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া অভিমত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১॥
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২॥
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪॥

১০। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি), সংশয় (মিথ্যাজ্ঞান) হীন, ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখাবহ (শীতকালে প্রাতঃস্নানাদি) কর্মে দ্বেষ করেন না ও সুখাবহ (গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নস্নানাদি) কর্মে প্রীতি অনুভব করেন না।

১১। দেহধারী ব্যক্তি সমস্ত কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু যিনি [কর্ম করিয়াও] কর্মফল ত্যাগ করেন তিনি ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন।

১২। অত্যাগীদিগের (অর্থাৎ সকাম পুরুষদিগের) দেহাবসানে [কর্মানুসারে] অনিষ্ট (নারকিত্বলাভ), ইষ্ট (দেবত্বলাভ) ও মিশ্র (মনুষ্যত্বলাভ) এই ত্রিবিধ কর্মফল হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসীদের (অর্থাৎ কর্মফলত্যাগীদের) কখনও [ঐরূপ ফললাভ] হয় না।

১৩। হে মহাবাহো! সমস্ত কর্ম-সম্পাদনের নিমিত্ত [তত্ত্বজ্ঞান] নির্ণায়ক সাঙ্খ্যশাস্ত্রে নিরূপিত এই [বক্ষ্যমাণ] পঞ্চবিধ কারণ আমার নিকট অবগত হও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫॥
তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬॥
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮॥
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯॥

১৪। অধিষ্ঠান (শরীর), কর্তা (অহঙ্কার), [চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি] অনেক প্রকার ইন্দ্রিয়, বিবিধ চেষ্টা (প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ুর ব্যাপার) এবং ইহাদের মধ্যে পঞ্চম দৈব।

১৫। মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ন্যায্য [হউক] বা অন্যায্য [হউক] যে [কোন] কর্ম করে এই পাঁচটী সেই সকল কর্মের হেতু।

১৬। এইরূপ হইলেও (অর্থাৎ সকল কর্মের প্রতি এই পাঁচটী কারণ হইলেও) যে অসংস্কৃত বুদ্ধিবশতঃ নিঃসঙ্গ আত্মাকে কর্তৃরূপে দর্শন করে, সেই দুর্মতি সম্যক্ দর্শন করে না।

১৭। যাঁহার ['আমি কর্তা' এইরূপ] অহঙ্কৃত ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কর্মে আসক্ত হয় না, তিনি এই সমস্ত লোককে বিনাশ করিয়াও বিনাশ করেন না এবং [বিনাশজনিত ফল দ্বারাও] আবদ্ধ হন না।

১৮। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই ত্রিবিধ [বস্তু] কর্মে প্রবৃত্তির হেতু। করণ, কর্ম ও কর্তা এই তিনটী কর্মসংগ্রহ (অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয়)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌ ॥ ২০ ॥
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ ॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকম্‌।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ ॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্‌।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

১৯। সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা [প্রত্যেকটী] সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকলও (জ্ঞানাদি) যথাযথ শ্রবণ কর।

২০। যে জ্ঞানদ্বারা [পরস্পর] বিভক্ত [ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত] সর্বভূতে অবিভক্ত (অনুস্যূত) এক নির্বিকার [পরমাত্ম] তত্ত্ব দৃষ্টিগোচর করা হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক [বলিয়া] জানিবে।

২১। পৃথক্‌রূপে যে জ্ঞান—[অর্থাৎ যে জ্ঞানদ্বারা] সকল দেহে [বাস্তবিকই] নানাভাববিশিষ্ট জীবাত্মাকে ভিন্ন ভিন্নরূপে পরিজ্ঞাত হয়, তাহা রাজস জ্ঞান বলিয়া জানিবে।

২২। যে জ্ঞান কোন একটী দেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ (অর্থাৎ এই দেহে সম্পূর্ণ আত্মা বা এই প্রতিমাতে সম্পূর্ণ ঈশ্বর আছেন এইরূপ) অভিনিবেশযুক্ত হয়, সেই অযৌক্তিক, অবাস্তব ও তুচ্ছ জ্ঞান তামস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

২৩। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তি-কর্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ-পূর্বক আসক্তিশূন্যভাবে যে নিত্য কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক [কর্ম] বলা হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬॥
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯॥

২৪। ফলাকাঙ্ক্ষী বা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি-কর্তৃক বহু কষ্টকর যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজসিক [কর্ম] বলিয়া উক্ত হয়।

২৫। ভাবী শুভাশুভ, ধনক্ষয়, পরপীড়া ও [স্বকীয়] সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া [কেবল] মোহবশতঃ যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস [কর্ম] বলিয়া কথিত হয়।

২৬। আসক্তিরহিত, গর্বোক্তিশূন্য, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত, [আরব্ধ কর্মের] সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে নির্বিকার (হর্ষ-বিষাদশূন্য) কর্তা সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হন।

২৭। [পুত্রাদিতে] প্রীতিযুক্ত, কর্মফলকামী, লুব্ধ (পরস্বাভিলাষী), মারকস্বভাব, বিহিত শৌচহীন ও [লাভালাভে] হর্ষশোকযুক্ত কর্তা রাজসিক বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে।

২৮। অনবধান, অবিবেকী, অনম্র, শঠ, অন্যের অপমানকারী, উদ্যমশূন্য, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্তা তামস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

২৯। হে ধনঞ্জয়! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধ ভেদ [আমি] পৃথগ্‌ভাবে নিঃশেষে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

৩০। হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা [ধর্মে] প্রবৃত্তি, [অধর্মে] নিবৃত্তি, [দেশ-কালভেদে] কার্যাকার্য, ভয়াভয়, বন্ধ ও মোক্ষ জানা যায়, তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

৩১। হে পার্থ! যে [বুদ্ধি] দ্বারা ধর্ম, অধর্ম, কার্য ও অকার্য সন্দিগ্ধভাবে জানা যায়, তাহা রাজসী বুদ্ধি।

৩২। হে পার্থ! যে বুদ্ধি তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া অধর্মকে ধর্ম ও সমস্ত পদার্থকে বিপরীতরূপে গ্রহণ করে সেই বুদ্ধি তামসী।

৩৩। হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতাবশতঃ বিষয়ান্তরপরাঙ্মুখী যে ধৃতি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ নিয়মিত করে, তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি।

৩৪। হে পার্থ! হে অর্জুন! যে ধৃতিদ্বারা [পুরুষ] প্রসঙ্গক্রমে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে, সেই ধৃতি রাজসিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

৩৫। হে পার্থ! অবিবেকী পুরুষ যে ধৃতিদ্বারা স্বপ্ন (নিদ্রা), ভয়, শোক, বিষাদ ও গর্ব ত্যাগ করিতে পারে না, তাহা তামসী ধৃতি।

৩৬—৩৭। হে ভরতর্ষভ! সম্প্রতি আমার নিকট তিন প্রকার সুখের বিষয় শ্রবণ কর। [পুরুষ] যে সুখে অভ্যাস নিবন্ধন রত হয় [কিন্তু বৈষয়িক সুখের ন্যায় সহসা রতি প্রাপ্ত হয় না] এবং [যে সুখে রত থাকিয়া] দুঃখের অবসান লাভ করে। যাহা প্রথমে বিষের ন্যায় [দুঃখাবহ] ও পরিণামে অমৃততুল্য [সুখকর], আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে সমুৎপন্ন সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

৩৮। বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের সংযোগ নিবন্ধন প্রসিদ্ধ যে [সুখ] প্রথমে অমৃতসদৃশ, কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য, সেই সুখ রাজস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

৩৯। যে সুখ প্রথমে ও পরেও আত্মার মোহকর এবং [যাহা] নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুদ্ভূত, তাহা তামস বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

৪০। পৃথিবীতে [মনুষ্যমধ্যে] বা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই, যাহা প্রকৃতি-সমুদ্ভূত এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে বিমুক্ত।

৪১। হে পরন্তপ! স্বভাবজাত (অর্থাৎ পূর্বজন্ম-সংস্কার হইতে উদ্ভূত) গুণত্রয়দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম-সমূহ প্রকৃষ্টভাবে বিভক্ত হইয়াছে।

৪২। শম (চিত্তোপরম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম), শৌচ, ক্ষমা, অবক্রতা, [শাস্ত্রীয়] জ্ঞান, বিজ্ঞান (অনুভব) ও আস্তিক্য (পরলোক আছে এইরূপ নিশ্চয়)—এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম।

৪৩। পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, কৌশল, যুদ্ধে অপলায়ন, উদারতা ও প্রভুত্ব—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম।

৪৪। কর্ষণ, গোপালন ও বাণিজ্য—বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম এবং [বর্ণত্রয়ের] পরিচর্যারূপ কর্ম শূদ্রেরও স্বভাবজাত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ।
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

৪৫। মানুষ নিজ নিজ [অধিকারবিহিত] কর্মে নিরত থাকিয়া সিদ্ধি (জ্ঞানযোগ্যতা) লাভ করে। স্বকর্মে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি যে প্রকারে সিদ্ধি (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর।

৪৬। যাহা হইতে প্রাণিসমূহের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হয়, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মানুষ স্বকীয় কর্ম দ্বারা তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) পূজা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

৪৭। যথাবিধি অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে অঙ্গহীন স্বকীয় ধর্ম শ্রেষ্ঠ; কারণ, স্বভাবনিয়ত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপভাগী হইতে হয় না।

৪৮। হে কৌন্তেয়! স্বভাববিহিত কর্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না; কারণ, অগ্নি যেমন ধূমরাশি দ্বারা [আবৃত থাকে] সেইরূপ [দৃষ্টাদৃষ্ট] সমস্ত কর্মই দোষ দ্বারা আবৃত আছে।

৪৯। সকল বিষয়ে যাঁহার বুদ্ধি আসক্তিশূন্য, যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন ও যাঁহার [কর্মফলে] স্পৃহা নাই—এইরূপ মনুষ্য [কর্মাসক্তি ও ফলাসক্তি ত্যাগরূপ] সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি (সর্বকর্ম নিবৃত্তি-রূপ সত্ত্বশুদ্ধি) প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

৫০। হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত পুরুষ যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন—জ্ঞানের যাহা চরম, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপেই শ্রবণ কর।

৫১—৫৩। [মনুষ্য] বিশুদ্ধ (সাত্ত্বিক) বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইয়া [সাত্ত্বিক] ধৃতি দ্বারা আত্মাকে (সেই বুদ্ধিকে) নিয়মিত করিয়া, শব্দাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগপূর্বক আসক্তি ও দ্বেষ পরিহার করিয়া, পবিত্র [নির্জন] স্থানবাসী ও পরিমিতভোজী হইয়া বাক্য, দেহ ও চিত্ত সংযত করিয়া, সর্বদা ধ্যানযোগতৎপর হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিশেষভাবে পরিত্যাগ করিয়া নির্মম ও শান্তিপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

৫৪। ব্রহ্মে অবস্থিত নির্মলচিত্ত ব্যক্তি [নষ্টদ্রব্য বিষয়ে] শোকও করেন না; [অপ্রাপ্ত বিষয়ে] আকাঙ্ক্ষাও করেন না; সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া মদ্বিষয়ক উত্তম ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

৫৫। তিনি ভক্তিদ্বারা আমি পরিমাণতঃ যতখানি (সর্বব্যাপী) এবং স্বরূপতঃ যাহা (সচ্চিদানন্দ) [সেইরূপে] আমাকে জানিতে পারেন। অনন্তর আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া অব্যবহিত পরেই আমাতে প্রবেশ করেন (অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ হন)।

৫৬। আমার আশ্রিত ভক্তজন [নিত্য-নৈমিত্তিক] সমস্ত কর্ম [পূর্বোক্ত-ক্রমে] সর্বদা করিয়াও আমার অনুগ্রহে অনাদি অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।

৫৭। চিত্তবৃত্তি দ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করত সর্বদা মদ্গতচিত্ত হও।

৫৮। মদ্গতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে সাংসারিক সমস্ত দুঃখ সমুত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহঙ্কারবশতঃ তুমি [আমার কথা] না শুন, তাহা হইলে নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে (অর্থাৎ ধর্মার্থ প্রভৃতি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে)।

৫৯। [তুমি আমার বাক্য অনাদর করিয়া] অহঙ্কার আশ্রয়পূর্বক 'যুদ্ধ করিব না' এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার এই উদ্যম ব্যর্থ[ই] হইবে, [কারণ] প্রকৃতি তোমাকে [যুদ্ধে] নিয়োজিত করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

৬০। হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ যে কর্ম (যুদ্ধ) করিতে অভিলাষ করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বকীয় [ক্ষত্রিয়োচিত] কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত তুমি অবশ হইয়া অবশ্যই তাহা করিবে।

৬১। হে অর্জুন! ঈশ্বর ভূতসমূহকে যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া (কার্যে প্রবৃত্ত করিয়া) সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।

৬২। হে ভারত! [তুমি] সর্বতোভাবে তাঁহারই (ঈশ্বরের) আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহার অনুগ্রহে পরম শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

৬৩। এই প্রকারে আমি তোমাকে গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞানের উপদেশ দিলাম। ইহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কর।

৬৪। সমস্ত গুহ্য হইতে গুহ্যতম আমার উৎকৃষ্ট বাক্য পুনর্বার শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এইজন্য তোমাকে হিত[কথা] বলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

৬৫। মদ্‌গতচিত্ত, মৎসেবী ও মদ্‌যাজী হও এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, [এইজন্য] তোমার নিকট যথার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তুমি [এইরূপ আচরণ করিলে আমার অনুগ্রহে জ্ঞানলাভ করিয়া] আমাকেই প্রাপ্ত হইবে [ইহাতে সন্দেহ নাই]।

৬৬। তুমি সকল প্রকার ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। [এইরূপ করিলে কর্মত্যাগজনিত পাপ হইবে মনে করিয়া] শোক করিও না ; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব।

৬৭। এই গীতার্থতত্ত্ব তুমি স্বকীয় ধর্মানুষ্ঠান-বিরহিত ব্যক্তিকে কখনও বলিবে না। [গুরু ও ঈশ্বরে] ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকে [বলিবে] না। শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে [বলিবে] না। যে আমার (পরমেশ্বরের) প্রতি অসূয়াপরবশ হয় (অর্থাৎ যে আমাকে মনুষ্যদৃষ্টিতে দোষারোপ করিয়া নিন্দা করে) তাহাকেও [বলিবে] না।

৬৮। যিনি আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বলিবেন, [তিনি] আমাকে পরম ভক্তি করিয়া (ইহা ভক্তের নিকট বলাই আমাকে ভক্তি করা) নিঃসংশয়ে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১ ॥
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অর্জুন উবাচ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

৬৯। মনুষ্যগণমধ্যে তাঁহার (অর্থাৎ আমার ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতার) অপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয়কার্যকর্তা আর কেহ [নাই ও] হইবে না এবং আমারও তদপেক্ষা প্রিয় আর কেহ ভূতলে [নাই ও] হইবে না।

৭০। যে ব্যক্তি আমাদের (শ্রীকৃষ্ণার্জুনের) ধর্মজনক এই সংবাদ পাঠ করিবে, তৎকর্তৃক [সর্বযজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ] জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমি পূজিত হইব, ইহাই আমার নিশ্চয়।

৭১। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়ারহিত হইয়া [এই সংবাদ] শ্রবণ[মাত্রও] করে, সেও [সকল পাপ হইতে] মুক্ত হইয়া [অশ্বমেধাদি] পুণ্যকারীদিগের শুভ লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৭২। হে পার্থ! তুমি একাগ্রমনে এই গীতাশাস্ত্র শুনিয়াছ ত? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞান-সম্ভূত মোহ বিদূরিত হইয়াছে ত?

৭৩। অর্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার [আত্মবিষয়ক] মোহ বিদূরিত হইয়াছে এবং [স্বরূপানুসন্ধানরূপ] স্মৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

আমি লাভ করিয়াছি। আমি [যুদ্ধের জন্য] সমুত্থিত হইয়াছি ; আমার সন্দেহ অপগত হইয়াছে ; [এক্ষণে] তোমার আদেশ পালন করিব।

৭৪। সঞ্জয় বলিলেন—আমি এইরূপে মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জুনের অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর এই কথোপকথন শুনিয়াছিলাম।

৭৫। আমি ব্যাসের অনুগ্রহে [দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া] এই পরম গুহ্য যোগ সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

৭৬। হে রাজন্! কেশবার্জুনের এই পবিত্র বিস্ময়কর সংবাদ বারংবার স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত হইতেছি।

৭৭। হে রাজন্! শ্রীহরির সেই অদ্ভুত রূপও বার বার স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় হইতেছে এবং আমি পুনঃপুনঃ হৃষ্ট হইতেছি।

৭৮। যে পক্ষে (পাণ্ডবপক্ষে) যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্ধর পার্থ [আছেন], সেই পক্ষেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়, উত্তরোত্তর অভ্যুদয় ও নিশ্চিত নীতি [থাকিবে], ইহাই আমার নিশ্চয়।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্যম্

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ধরোবাচ—

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুঞ্জমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো॥ ১ ॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ—

প্রারব্ধং ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্মণা নোপলিপ্যতে॥ ২ ॥
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৩ ॥
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ততে।
তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ॥ ৪ ॥

১। ধরিত্রী বলিলেন—হে ভগবন্ পরমেশ্বর! হে প্রভু! প্রারব্ধ (যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ) কর্মের ভোগকারী [মনুষ্যের] কি প্রকারে অব্যভিচারিণী ভক্তি উৎপন্ন হয়?

২। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন—প্রারব্ধের ভোগকারী [ও] [যদি] সর্বদা গীতা[পাঠা]ভ্যাসে (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে) নিরত থাকেন [তাহা হইলে] তিনি ইহজগতে মুক্ত ও সুখী হন। তিনি কর্মদ্বারা লিপ্ত হন না।

৩। গীতাপাঠকারী যদি মহাপাপ অতিপাপও করেন [তথাপি] তিনি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না।

৪। যে স্থানে গীতা পুস্তক [থাকে] এবং যে স্থানে গীতা পাঠ হয়, সেই সেই স্থানে প্রয়াগ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ অবস্থান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে।
গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৫ ॥
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি ॥ ৬ ॥
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীল্লোঁকান্ পালয়াম্যহম্ ॥ ৭ ॥
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সাঽনির্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৮ ॥
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯ ॥

৫। যে স্থানে গীতা পাঠ হয় সে স্থানে সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ, যোগিগণ ও পন্নগগণ এবং নারদ, উদ্ধব ও পার্ষদগণ সহ গোপালগণ ও গোপিকাগণ শীঘ্র সহায়ক হন।

৬। হে পৃথ্বি! যে স্থানে গীতার বিচার, পঠন, পাঠন ও শ্রবণ হয় সে স্থানে আমি নিশ্চয়ই সর্বক্ষণ বাস করিয়া থাকি।

৭। আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি এবং গীতা আমার উৎকৃষ্ট গৃহ। গীতাজ্ঞান আশ্রয়পূর্বক আমি লোকত্রয় পালন করিয়া থাকি।

৮। গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা [ইহাতে] সন্দেহ নাই। সেই [গীতা] অর্ধমাত্রা, অক্ষরা, নিত্যা ও অনির্বাচ্যপদস্বরূপা।

৯। চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বেদত্রয়াত্মিকা পরানন্দদায়িনী তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা [গীতা] অর্জুনকে বলিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোঽষ্টাদশ জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্॥ ১০ ॥
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১ ॥
ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ॥ ১২ ॥
একাধ্যায়ন্তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥ ১৩ ॥
অধ্যায়মেকং পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে॥ ১৪ ॥

১০। যে মানব অষ্টাদশ [অধ্যায়] (অর্থাৎ সম্পূর্ণ গীতা) প্রতিদিন একাগ্রমনে পাঠ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন এবং পরে পরম পদ প্রাপ্ত হন।

১১। [যিনি] [গীতার] সম্পূর্ণ পাঠে অপারগ, [তিনি] যদি উহার অর্ধাংশ পাঠ করেন, তাহা হইলে গোদানের পুণ্য লাভ করেন, ইহাতে সংশয় নাই।

১২। [গীতার] ত্রিভাগ পাঠকারী গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন এবং ষড়ংশ পাঠকারী সোমযাগের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

১৩। যিনি প্রতিদিন ভক্তিযুক্ত হইয়া [গীতার] এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং [শিবের সঙ্গী] প্রমথ হইয়া বহুকাল তথায় বাস করেন।

১৪। হে বসুন্ধরে! যিনি প্রতিদিন [গীতার] এক অধ্যায় বা এক পাদ পাঠ করেন, তিনি এক মন্বন্তর [কাল পর্যন্ত] নর জন্ম লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্॥ ১৫ ॥
গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ॥ ১৬ ॥
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্।
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ॥ ১৭ ॥
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ১৮ ॥
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্মাণি ভূরিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্॥ ১৯ ॥

১৫। যে মানব প্রতিদিন গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চার, তিন, দুই এক বা তাহার অর্ধশ্লোক পাঠ করেন [তিনি] অযুত (দশ সহস্র) বর্ষকাল যাবৎ চন্দ্রলোকে নিশ্চিত বাস করেন।

১৬। গীতাপাঠে যুক্ত থাকিয়া [যাঁহার] মৃত্যু হয় [তিনি] মানব জন্ম লাভ করিয়া থাকেন।

১৭। [ঐ লব্ধমানবজন্মা পুরুষ] পুনর্বার গীতাভ্যাস করিয়া উত্তম গতি লাভ করেন। 'গীতা' এই শব্দ উচ্চারণকালীন মৃত্যুদশা প্রাপ্ত [মানব] সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন।

১৮। গীতার অর্থ শ্রবণে অভিনিবেশযুক্ত [ব্যক্তি] মহাপাপযুক্ত হইলেও বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন এবং বিষ্ণুর সহিত পরম আনন্দ উপভোগ করেন।

১৯। বহু কর্ম করিয়া [ও] [যিনি] প্রতিনিয়ত গীতার্থ চিন্তা করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। দেহাবসানে [তিনি] পরম পদ লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীত্বা যাতাঃ পরং পদম্॥ ২০॥
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ॥ ২১॥
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
স তৎ ফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ২২॥

সূত উবাচ—

মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ॥ ২৩॥

ইতি শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

ওঁ তৎসৎ॥

২০। গীতা আশ্রয় করিয়া জনক প্রভৃতি বহু রাজন্যবৃন্দ ইহ জগতে নিষ্পাপ বলিয়া কীর্তিত হইয়া মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২১। গীতা পাঠ করিয়া যিনি [গীতা] মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার [গীতা] পাঠ বিফল হয় [উহা] কেবলমাত্র শ্রমই, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

২২। যিনি যথোক্ত মাহাত্ম্যযুক্ত গীতা আবৃত্তি করেন, তিনি তাহার ফল প্রাপ্ত হন এবং দুর্লভ গতি লাভ করেন।

২৩। সূত বলিলেন—এই সনাতন গীতা-মাহাত্ম্য আমি বলিলাম। যিনি গীতাপাঠান্তে [ইহা] পাঠ করেন তিনি যথাকথিত ফল লাভ করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অকারাদি-শ্লোক-সূচী

	অঃ	শ্লোঃ
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি	২	৩৪
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম	৮	৩
অক্ষরাণামকারোঽস্মি	১০	৩৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ	৮	২৪
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ং	২	২৪
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা	৪	৬
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ	৪	৪০
অত্র শূরা মহেষ্বাসা	১	৪
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং	৩	৩৬
অথ চিত্তং সমাধাতুং	১২	৯
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং	২	৩৩
অথ চৈনং নিত্যজাতং	২	২৬
অথবা বহুনৈতেন	১০	৪২
অথবা যোগিনামেব	৬	৪২
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা	১	২০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি	১২	১১
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি	১১	৪৫
অদেশকালে যদ্দানং	১৭	২২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং	১২	১৩
অধর্মং ধর্মমিতি যা	১৮	৩২
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ	১	৪০
অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতা	১৫	২
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ	৮	৪
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র	৮	২
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা	১৮	১৪
অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বং	১৩	১২
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং	১৮	৭০

	অঃ	শ্লোঃ
অনন্তবিজয়ং রাজা	১	১৬
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং	১০	২৯
অনন্যচেতাঃ সততং	৮	১৪
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং	৯	২২
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ	১২	১৬
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ	১৩	৩২
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য	১১	১৯
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং	৬	১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ	১৮	১২
অনুদ্বেগকরং বাক্যং	১৭	১৫
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসা	১৮	২৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা	১৬	১৬
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং	১১	১৬
অনেকবক্ত্রনয়ন	১১	১০
অন্তকালে চ মামেব	৮	৫
অন্তবত্তু ফলং তেষাং	৭	২৩
অন্তবন্ত ইমে দেহা	২	১৮
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি	৩	১৪
অন্যে চ বহবঃ শূরা	১	৯
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ	১৩	২৬
অপরং ভবতো জন্ম	৪	৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং	৭	৫
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং	১	১০
অপানে জুহ্বতি প্রাণং	৪	২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো	৯	৩০
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ	৪	৬৬
অপি ত্রৈলোক্য	১	৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ	১৪	১৩
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো	১৭	১১
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি০	১৬	১
অভিসন্ধায় তু ফলং	১৭	১২
অভ্যাসযোগযুক্তেন	৮	৮
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি	১২	১০
অমানিত্বমদম্ভিত্ব০	১৩	৮
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য	১১	২৬
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা	১১	২১
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো	৬	৩৭
অয়নেষু চ সর্বেষু	১	১১
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ	১৮	২৮
অবজানন্তি মাং মূঢ়া	৯	১১
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্	২	৩৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি	২	১৭
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু	১৩	১৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি	২	২৮
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ	৮	১৮
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত০	৮	২১
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং০	২	২৫
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং	৭	২৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং	১৭	৫
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং	২	১১
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা	৯	৩
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং	১৭	২৮
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং	১০	২৬
অসংযতাত্মনা যোগো	৬	৩৬
অসংশয়ং মহাবাহো	৬	৩৫
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র	১৮	৪৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ	১৩	৯

	অঃ	শ্লোঃ
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬	৮
অসৌ ময়া হতঃ শত্রু০	১৬	১৪
অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে	১	৭
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	৯	১৬
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা	১৫	১৪
অহং সর্বস্য প্রভবো	১০	৮
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং	৯	২৪
অহঙ্কারং···সংশ্রিতাঃ	১৬	১৮
অহঙ্কারং···পরিগ্রহম্	১৮	৫৩
অহমাত্মা গুড়াকেশ	১০	২০
অহিংসা সত্যমক্রোধ০	১৬	২
অহিংসা সমতা তুষ্টি০	১০	৫
অহো বত মহৎ পাপং	১	৪৪
আখ্যাহি মে কো	১১	৩১
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি	১৬	১৫
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা	১৬	১৭
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র	৬	৩২
আদিত্যানামহং বিষ্ণু০	১০	২১
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং	২	৭০
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ	৮	১৬
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য০	১৭	৮
আয়ুধানামহং বজ্রং	১০	২৮
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং	৬	৩
আবৃতং জ্ঞানমেতেন	৩	৩৯
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ	১৬	১২
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি	২	২৯
আসুরীং যোনিমাপন্না	১৬	২০
আহারস্ত্বপি সর্বস্য	১৭	৭
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে	১০	১৩

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং	১৩	৭
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন	৭	২৭
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং	১৩	১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং	১৫	২০
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং	১৮	৬৩
ইত্যর্জুনং বাসুদেব॰	১১	৫০
ইত্যহং বাসুদেবস্য	১৮	৭৪
ইদং শরীরং কৌন্তেয়	১৩	২
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৪	২
ইদন্তু তে গুহ্যতমং	৯	১
ইদন্তে নাতপস্কায়	১৮	৬৭
ইদমদ্য ময়া লব্ধং	১৬	১৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে	৩	৩৪
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং	২	৬৭
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু॰	৩	৪২
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধি॰	৩	৪০
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং	১৩	৯
ইমং বিবস্বতে যোগং	৪	১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি	৩	১২
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং	১১	৭
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো	৫	১৯
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং	১৮	৬১
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং	১০	২৭
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি	১৫	১০
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ	১৫	১৭
উৎসন্নকুলধর্মাণাং	১	৪৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা	৩	২৪
উদারাঃ সর্ব এবৈতে	৭	১৮
উদাসীনবদাসীনো	১৪	২৩
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং	৬	৫
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ	১৩	২৩
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা	১৪	১৮
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখ॰	১৫	১
ঋষিভির্বহুধা গীতং	১৩	৫
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং	১১	৩৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি	৭	৬
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ	৬	৩৯
এতান্যপি তু কর্মাণি	১৮	৬
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য	১৬	৯
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ	১০	৭
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়	১৬	২২
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম	৪	১৫
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং	৪	২
এবং প্রবর্তিতং চক্রং	৩	১৬
এবং বহুবিধা যজ্ঞা	৪	৩২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা	৩	৪৩
এবং সততযুক্তা যে	১২	১
এবমুক্তো হৃষীকেশো	১	২৪
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্	১১	৯
এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে	১	৪৬
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং	২	৯
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং॰	১১	৩
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে	২	৩৯
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ	২	৭২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম	৮	১৩
ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো	১৭	২৩
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ	১৮	৭২
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্ট॰	৬	৩৮
কটূম্লবণাত্যুষ্ণ॰	১৭	৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ	১	৩৮
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে	২	৪
কথং বিদ্যামহং যোগিং॰	১০	১৭
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি	২	৫১
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ	১৪	১৬
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধি॰	৩	২০
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং	৪	১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ	৪	১৮
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে	২	৪৭
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি	৩	১৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য	৩	৬
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং	১৭	৬
কবিং পুরাণমনু॰	৮	৯
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্	১১	৩৭
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং	৪	১২
কাম এষ ক্রোধ এষ	৩	৩৭
কামক্রোধবিযুক্তানাং	৫	২৬
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং	১৬	১০
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা	২	৪৩
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ	৭	২০
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং	১৮	২
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	৫	১১
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ	২	৭
কার্যকারণকর্তৃত্বে	১৩	২১
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম	১৮	৯
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ	১১	৩২
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ	১	১৭
কিং কর্ম কিমকর্মেতি	৪	১৬
কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং	৮	১
কিং নো রাজ্যেন	১	৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা	৯	৩৩
কিরীটিনং গদিনং চক্র॰	১১	৪৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রি॰	১১	১৭
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং	২	২
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি	১	৩৯
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং	১৮	৪৪
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণান্	১৪	২১
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ	২	৬৩
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্	১২	৫
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ	২	৩
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা	৯	৩১
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব॰	১৩	৩৫
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং	১৩	৩
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য	৪	২৩
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী	৯	১৮
গামাবিশ্য চ ভূতানি	১৫	১৩
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্	১৪	২০
গুরূনহত্বা হি	২	৫
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ	৬	৩৪
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং	৭	১৬
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং	৪	১৩
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ	১৬	১১
চেতসা সর্বকর্মাণি	১৮	৫৭
জন্ম কর্ম চ মে দিব্য॰	৪	৯
জরামরণমোক্ষায়	৭	২৯
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু॰	২	২৭
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য	৬	৭
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ	১৮	১৯
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং	১৮	১৮
জ্ঞানং তেঽহং	৭	২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে	৯	১৫
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা	৬	৮
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং	৫	১৬
জ্ঞেয়ং যত্তৎ	১৩	১৩
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী	৫	৩
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে	৩	১
জ্যোতিষামপি	১৩	১৮
তং তথা কৃপয়াবিষ্ট॰	২	১
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ॰	৬	২৩
ত ইমেঽবস্থিতা	১	৩৩
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৭
ততঃ পদং তৎ	১৫	৪
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ	১	১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে	১	১৪
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো	১১	১৪
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্	১৩	৪
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো	৩	২৮
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং	৬	৪৩
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ	১৪	৬
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্	১	২৬
তত্রৈকস্থং জগৎ	১১	১৩
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা	৬	১২
তত্রৈবং সতি কর্তার॰	১৮	১৬
তদিত্যনভিসন্ধায়	১৭	২৫
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মান॰	৫	১৭
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন	৪	৩৪
তপস্বিভ্যোঽধিকো	৬	৪৬
তপাম্যহমহং বর্ষং	৯	১৯
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি	১৪	৮
তমুবাচ হৃষীকেশঃ	২	১০

	অঃ	শ্লোঃ
তমেব শরণং গচ্ছ	১৮	৬২
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে	১৬	২৪
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ	৩	৪১
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো	১১	৩৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়	১১	৪৪
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু	৮	৭
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং	৪	৪২
তস্মাদসক্তঃ সততং	৩	১৯
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য	১৭	২৪
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো	২	৬৮
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং	১	১২
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্	১৬	১৯
তানি সর্বাণি সংযম্য	২	৬১
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ	১	২৭
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী	১২	১৯
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচ॰	১৬	৩
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং	৯	২১
তেষামহং সমুদ্ধর্তা	১২	৭
তেষামেবানুকম্পার্থং॰	১০	১১
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত	৭	১৭
তেষাং সততযুক্তানাং	১০	১০
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং	৪	২০
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে	১৮	৩
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈ॰	৭	১৩
ত্রিবিধং নরকস্যেদং	১৬	২১
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭	২
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা	২	৪৫
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯	২০
ত্বমক্ষরং পরমং	১১	১৮
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ	১১	৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে	১১	২৫
দণ্ডো দময়তামস্মি	১০	৩৮
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ	১৬	৪
দাতব্যমিতি যদ্দানং	১৭	২০
দিবি সূর্যসহস্রস্য	১১	১২
দিব্যমাল্যাম্বরধরং	১১	১১
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম	১৮	৮
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ	২	৫৬
দূরেণ হ্যবরং কর্ম	২	৪৯
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং	১	২
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং	১১	৫১
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ	১	২৮
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ০	১৭	১৪
দেবান্ ভাবয়তানেন	৩	১১
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে	২	১৩
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং	২	৩০
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং	৪	২৫
দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়	১৬	৫
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী	৭	১৪
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং	১	৪২
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং	১১	২০
দ্যূতং ছলয়তামস্মি	১০	৩৬
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা	৪	২৮
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ	১	১৮
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ	১১	৩৪
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে	১৫	১৬
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে০	১৬	৬
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	১	১
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি০	৩	৩৮
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ	৮	২৫
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে	১৮	৩৩
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ	১	৫
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি	১৩	২৫
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ	২	৬২
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি	৫	১৪
ন কর্মণামনারম্ভা০	৩	৪
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু	১৮	৬৯
ন চ মৎস্থানি ভূতানি	৯	৫
ন চ মাং তানি কর্মাণি	৯	৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং	১	৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি	১	৩১
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো	২	৬
ন জায়তে ম্রিয়তে বা	২	২০
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা	১৮	৪০
ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো	১৫	৬
ন তু মাং শক্যসে	১১	৮
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং	২	১২
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম	১৮	১০
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য	৫	২০
ন বুদ্ধিভেদং জনয়ে০	৩	২৬
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেক০	১১	২৪
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠত০	১১	৪০
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি	৪	১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ	৭	১৫
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং	৩	২২
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ	১০	২
ন রূপমস্যেহ তথোপ০	১৫	৩
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন	১১	৪৮
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা	১৮	৭৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি	৩	৫
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং	৪	৩৮
ন হি দেহভৃতা শক্যং	১৮	১১
ন হি প্রপশ্যামি মমাপ॰	২	৮
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি	৬	১৬
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং	৫	১৫
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং	১০	৪০
নান্যং গুণেভ্যঃ	১৪	১৯
নায়ং লোকোঽস্ত্য॰	৪	৩১
নাসতো বিদ্যতে ভাবো	২	১৬
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য	২	৬৬
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য	৭	২৫
নাহং বেদৈর্ন তপসা	১১	৫৩
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ	১৮	৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং	৩	৮
নিয়তং সঙ্গরহিত॰	১৮	২৩
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা	৪	২১
নির্মানমোহা জিতসঙ্গ॰	১৫	৫
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র	১৮	৪
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি	২	৪০
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্	৮	২৭
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি	২	২৩
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫	৮
নৈব তস্য কৃতেনার্থো	৩	১৮
পঞ্চৈতানি মহাবাহো	১৮	১৩
পত্রং পুষ্পং ফলং	৯	২৬
পরন্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো॰	৮	২০
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম	১০	১২
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১
পরিত্রাণায় সাধূনাং	৪	৮

	অঃ	শ্লোঃ
পবনঃ পবতামস্মি	১০	৩১
পশ্য মে পার্থ রূপাণি	১১	৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্	১১	৬
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব	১১	১৫
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণা॰	১	৩
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো	১	১৫
পাপমেবাশ্রয়েদ॰	১	৩৬
পার্থ নৈবেহ নামুত্র	৬	৪০
পিতাসি লোকস্য	১১	৪৩
পিতাহমস্য জগতো	৯	১৭
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ	৭	৯
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি	১৩	২২
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ	৮	২২
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং	১০	২৪
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব	৬	৪৪
পৃথক্ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানং	১৮	২১
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ	১৪	২২
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং	১৩	১
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্য॰	১৩	২০
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	৯	৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ	৩	২৯
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	৩	২৭
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি	১৩	৩০
প্রজহাতি যদা কামান্	২	৫৫
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু	৬	৪৫
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন	৮	১০
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ন্	৫	৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ	১৮	৩০
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা	১৬	৭
প্রশান্তমনসং হ্যেনং	৬	২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
প্রশান্তাত্মা বিগতভী॰	৬	১৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং	২	৬৫
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং	১০	৩০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং	৬	৪১
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য	৬	৬
বলং বলবতামস্মি	৭	১১
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং	১৩	১৬
বহূনাং জন্মনামন্তে	৭	১৯
বহূনি মে ব্যতীতানি	৪	৫
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা	৫	২১
বীজং মাং সর্বভূতানাং	৭	১০
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ	২	৫০
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ	১০	৪
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব	১৮	২৯
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো	১৮	৫১
বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং	১০	৩৫
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহ॰	১৪	২৭
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি	৫	১০
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮	৫৪
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি॰	৪	২৪
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং	১৮	৪১
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া	১১	৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি	১৮	৫৫
ভয়াদ্রণাদুপরতং	২	৩৫
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ	১	৮
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং	১১	২
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ	১	২৫
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং	৮	১৯
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ	৭	৪
ভূয় এব মহাবাহো	১০	১
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং	৫	২৯
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং	২	৪৪
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি	১৮	৫৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা	১০	৯
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো	১১	৫৫
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ	৭	৭
মদনুগ্রহায় পরমং	১১	১
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং	১৭	১৬
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু	৭	৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো	৯	৩৪
মন্মনা ভব···প্রিয়োঽসি	১৮	৬৫
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং	১১	৪
মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম	১৪	৩
মমৈবাংশো জীবলোকে	১৫	৭
ময়া ততমিদং সর্বং	৯	৪
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ	৯	১০
ময়া প্রসন্নেন তবা॰	১১	৪৭
ময়ি চানন্যযোগেন	১৩	১১
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি	৩	৩০
ময্যাবেশ্য মনো যে	১২	২
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ	৭	১
ময্যেব মন আধৎস্ব	১২	৮
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে	১০	৬
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং	১০	২৫
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ	৯	১৩
মহাভূতান্যহঙ্কারো	১৩	৬
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ	১৪	২৬
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ	১	৩৪
মা তে ব্যথা মা চ	১১	৪৯
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়	২	১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
মানাপমানয়োস্তুল্য॰	১৪	২৫
মামুপেত্য পুনর্জন্ম	৮	১৫
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য	৯	৩২
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী	১৮	২৬
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ	১৭	১৯
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহ॰	১০	৩৪
মোঘাশা মোঘ॰	৯	১২
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং	৮	৬
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং	৬	২২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহু॰	৬	২
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে	২	১৫
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৬	২৩
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহ॰	২	৫৭
য ইদং পরমং গুহ্যং	১৮	৬৮
য এনং বেত্তি হন্তারং	২	১৯
য এবং বেত্তি পুরুষং	১৩	২৪
যচ্চাপি সর্বভূতানাং	১০	৩৯
যচ্চাবহাসার্থমসৎ॰	১১	৪২
যজন্তে সাত্ত্বিকা	১৭	৪
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহ॰	৪	৩৫
যজ্ঞদানতপঃকর্ম	১৮	৫
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো	৪	৩১
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো	৩	১৩
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র	৩	৯
যজ্ঞে তপসি দানে চ	১৭	২৭
যততো হ্যপি কৌন্তেয়	২	৬০
যততো যোগিনশ্চৈনং	১৫	১১
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং	১৮	৪৬
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি॰	৫	২৮
যতো যতো নিশ্চরতি	৬	২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি	৯	২৭
যত্তদগ্রে বিষমিব	১৮	৩৭
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম	১৮	২৪
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্	১৮	২২
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং	১৭	২১
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তি॰	৮	২৩
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো	১৮	৭৮
যত্রোপরমতে চিত্তং	৬	২০
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে	৫	৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং	৯	৬
যথা দীপো নিবাতস্থো	৬	১৯
যথা নদীনাং বহবোঽম্বু॰	১১	২৮
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩	৩৪
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং	১১	২৯
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ	১৩	৩৩
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি॰	৪	৩৭
যদক্ষরং বেদবিদো	৮	১১
যদগ্রে চানুবন্ধে চ	১৮	৩৯
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য	১৮	৫৯
যদা তে মোহকলিলং	২	৫২
যদাদিত্যগতং তেজো	১৫	১২
যদা ভূতপৃথগ্ভাব॰	১৩	৩১
যদা যদা হি ধর্মস্য	৪	৭
যদা বিনিয়তং চিত্ত॰	৬	১৮
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু	১৪	১৪
যদা সংহরতে চায়ং	২	৫৮
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু	৬	৪
যদি মামপ্রতীকার॰	১	৪৫
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং	৩	২৩
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং	২	৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো	৪	২২
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ০	৩	২১
যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং	১০	৪১
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি	১	৩৭
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ	১৮	৩১
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং	১৮	৩৫
যয়া তু ধর্মকামার্থান্	১৮	৩৪
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যা০	৩	১৭
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা	৩	৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহ০	১৫	১৮
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো	১২	১৫
যস্য নাহংকৃতো ভাবো	১৮	১৭
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ	৪	১৯
যাতযামং গতরসং	১৭	১০
যা নিশা সর্বভূতানাং	২	৬৯
যান্তি দেবব্রতা দেবান্	৯	২৫
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং	২	৪২
যাবৎ সঞ্জায়তে	১৩	২৭
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং	১	২২
যাবানর্থ উদপানে	২	৪৬
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা	৫	১২
যুক্তাহারবিহারস্য	৬	১৭
যুঞ্জন্নেবং··· নিয়তমানসঃ	৬	১৫
যুঞ্জন্নেবং···বিগতকল্মষঃ	৬	২৮
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত	১	৬
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা	৭	১২
যে তু ধর্মামৃতমিদং	১২	২০
যে তু সর্বাণি কর্মাণি	১২	৬
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্য০	১২	৩
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো	৩	৩২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা	৯	২৩
যে মে মতমিদং	৩	৩১
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে	৪	১১
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৭	১
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং	৭	২৮
যে হি সংস্পর্শজা	৫	২২
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা	৫	৭
যোগসংন্যস্তকর্মাণং	৪	৪১
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি	২	৪৮
যোগিনামপি সর্বেষাং	৬	৪৭
যোগী যুঞ্জীত সততং	৬	১০
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং	১	২৩
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি	১২	১৭
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরা০	৫	২৪
যো মামজমনাদিঞ্চ	১০	৩
যো মামেবমসংমূঢ়ো	১৫	১৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র	৬	৩০
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া	৬	৩৩
যো যো যাং যাং তনুং	৭	২১
রজসি প্রলয়ং গত্বা	১৪	১৫
রজস্তমশ্চাভিভূয়	১৪	১০
রজো রাগাত্মকং	১৪	৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়	৭	৮
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু	২	৬৪
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সু০	১৮	২৭
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৬
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং	৯	২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি	১০	২৩
রুদ্রাদিত্যা বসবো	১১	২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্র০	১১	২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং	৫	২৫
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ	১১	৩০
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা	৩	৩
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ	১৪	১২
বক্তুমর্হস্যশেষেণ	১০	১৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা	১১	২৭
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ	১১	৩৯
বাসাংসি জীর্ণানি যথা	২	২২
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে	৫	১৮
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং	১৭	১৩
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী	১৮	৫২
বিষয়া বিনিবর্তন্তে	২	৫৯
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্	১৮	৩৮
বিস্তরেণাত্মনো যোগং	১০	১৮
বিহায় কামান্ যঃ	২	৭১
বীতরাগভয়ক্রোধা	৪	১০
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি	১০	৩৭
বেদানাং সামবেদোঽস্মি	১০	২২
বেদাবিনাশিনং নিত্যং	২	২১
বেদাহং সমতীতানি	৭	২৬
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু	৮	২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে	১	২৯
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ	২	৪১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন	৩	২
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবান্	১৮	৭৫
শক্নোতীহৈব যঃ	৫	২৩
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ	৬	২৫
শমো দমস্তপঃ শৌচং	১৮	৪২
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ	১৮	১৫
শরীরং যদবাপ্নোতি	১৫	৮

	অঃ	শ্লোঃ
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে	৮	২৬
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য	৬	১১
শুভাশুভফলৈরেবং	৯	২৮
শৌর্যং তেজো ধৃতিঃ	১৮	৪৩
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং	১৭	১৭
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ	১৮	৭১
শ্রদ্ধাবাল্লভতে জ্ঞানং	৪	৩৯
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে	২	৫৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্	৪	৩৩
শ্রেয়ান্···কিল্বিষম্	১৮	৪৭
শ্রেয়ান্···ভয়াবহঃ	৩	৩৫
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাঃ	১২	১২
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে	৪	২৬
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ	১৫	৯
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য	৪	৩
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো	৩	২৫
সখেতি মত্বা প্রসভং	১১	৪১
স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং	১	১৯
সঙ্করো নরকায়ৈব	১	৪১
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্	৬	২৪
সততং কীর্তয়ন্তো মাং	৯	১৪
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	৭	২২
সৎকারমানপূজার্থং	১৭	১৮
সত্ত্বং রজস্তম ইতি	১৪	৫
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি	১৪	৯
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং	১৪	১৭
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য	১৭	৩
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ	৩	৩৩
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ	১৭	২৬
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী	১২	১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	অঃ	শ্লোঃ
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ	৫	১
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ	৫	২
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো	৫	৬
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো	১৮	১
সমং কায়শিরোগ্রীবং	৬	১৩
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র	১৩	২৯
সমং সর্বেষু ভূতেষু	১৩	২৮
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২	১৮
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ	১৪	২৪
সমোঽহং সর্বভূতেষু	৯	২৯
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ	১০	৩২
সর্বকর্মাণি মনসা	৫	১৩
সর্বকর্মাণ্যপি সদা	১৮	৫৬
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ	১৮	৬৪
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ	১৩	১৪
সর্বদ্বারাণি সংযম্য	৮	১২
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্	১৪	১১
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য	১৮	৬৬
সর্বভূতস্থমাত্মানং	৬	২৯
সর্বভূতস্থিতং যো মাং	৬	৩১
সর্বভূতানি কৌন্তেয়	৯	৭
সর্বভূতেষু যেনৈকং	১৮	২০
সর্বমেতদৃতং মন্যে	১০	১৪
সর্বযোনিষু কৌন্তেয়	১৪	৪
সর্বস্য চাহং হৃদি	১৫	১৫
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি	৪	২৭
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং	১৩	১৫
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞ০	৪	৩০
সহজং কর্ম কৌন্তেয়	১৮	৪৮
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ	৩	১০
সহস্রযুগপর্যন্তমহ০	৮	১৭
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং	১২	৪
সাধিভূতাধিদৈবং মাং	৭	৩০
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ	৫	৪
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা	১৮	৫০
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা	২	৩৮
সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ	৬	২১
সুখং ত্বিদানীং	১৮	৩৬
সুদুর্দর্শমিদং রূপং	১১	৫২
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন০	৬	৯
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে	১	২১
স্থানে হৃষীকেশ তব	১১	৩৬
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা	২	৫৪
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্	৫	২৭
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য	২	৩১
স্বভাবজেন কৌন্তেয়	১৮	৬০
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং	১০	১৫
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ	১৮	৪৫
হতো বা প্রাপ্স্যসি	২	৩৭
হন্ত তে কথয়িষ্যামি	১০	১৯

—(০)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ শব্দসূচী

[দাঁড়ির পূর্ববর্তী সংখ্যা দ্বারা অধ্যায় ও পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা শ্লোক বুঝিতে হইবে।]

অক্ষর ৮।৩, ১১, ১৩, ২৩; ১১।৩৭, ১১।৫৬, ১৮; ৩।১৫

অচল ২।২৪

অজ ৪।৬; ২।২০-২১

অধিযজ্ঞ ৮।২, ৪

অধ্যাত্ম ৮।১, ৩; ১৩।১২; ১০।৩২

অপুনরাবৃত্তি ৪।১৭

অভ্যাস—৬।৩৫; ১২।১০; ৮।৮;

অব্যক্ত—৭।২৪; ৮।১৮, ২০, ২১; ২।২৮; ৯।৪

অব্যয়—২।১৭, ২১; ৪।১; ৭।১৩; ৪।৬

অমৃতত্ব—২।১৬

অহঙ্কার—৩।২৩; ৭।৪; ১৩।৬

আততায়ী—১।৩৫

আত্মতৃপ্ত; আত্মরতি—৩।১৭

ইক্ষ্বাকু—৪।১১

উত্তরায়ণ—৮।২৪

ঋক্—১০।১৩; ১১।১৫; ১৩।৫;

ঋষি—১০।১৩; ১১।১৫; ১৩।৫; ১০।১৩, ২৬; ৯।৩৩; ১০।২, ৬; ৪।১

কপিল—৯।৭

কর্মফল—২।৪৭; ৪।১৪, ২০; ৫।১৪; ৬।১; ১২।১১

কুলধর্ম—১।৩৯, ৪২, ৪৩

কূটস্থ—৬।৮; ১২।৩; ১৫, ১৬

কৃৎস্ন—৪।১৮

গায়ত্রী—১০।৩৫

গুণাতীত—১৪।২৫

গ্রসিষ্ণু—১৩।১৭

চাতুর্বর্ণ্য—৪।১১

জাতিধর্ম—১।৪২

জাহ্নবী—১০।৩১

জিতেন্দ্রিয়—৫।৭; ৬।৮

জ্ঞান—১৪।১, ২; ৪।৪২; ৪।৩৭; ১৩।১৫; ১৫।১০; ৪।১০; ৪।২৭; ১০।১০; ৯।১৫; ১৮।৭০; ৩।৩; ১৬।১; ৪।৩৬; ১৪।৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্ব—২।১৬; ৪।৩৪; ৩।২৮; ৫।৮; ১৩।১২
দক্ষিণায়ন—৮।২৫
দেবব্রত—৯।২৫
দেহান্তর—২।১৩
দেহী—২।১২, ১৩, ৩০, ৪৯
দ্বন্দ্বাতীত—৪।২২
ধর্মসংস্থাপন—৪।৮
ধর্মক্ষেত্র—১।১
ধৃতরাষ্ট্র—১১।২৬
নরক—১।৪১, ৪৩: ১৬।১৬, ২১
নারদ—১০।১৩, ২৬
নির্বাণ—৬।১৫
নৈষ্কর্ম্য—৩।৪, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি—১৮।৪৯
পরমাত্মা—৬।৭; ১৩।২৩, ৩২: ১৫।১৭
পিতৃব্রত—৯।২৫
পুনর্জন্ম—৪।৯; ১৮।১৫, ১৬
পুরুষোত্তম—৮।১; ১০।১৫; ১১।৩; ১৫।১৮, ১৯
প্রকৃতি—৩।২৭, ২৯, ৩৩; ৭।৪, ৫ প্রকৃতিজ ৩।৫
প্রজাপতি—৩।১০ ব্রহ্মা—১১।১৫
প্রজ্ঞা—২।৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৮
প্রভবিষ্ণু—১৩।১৭
প্রহ্লাদ—১০।৩০
প্রাণায়াম—৪।২৯
বুদ্ধিযোগ—২।৩৯, ৪৯; ১০।১০, ১৮।৫৭ বুদ্ধিযুক্ত—২।৫০, ৫১
ব্রহ্ম—৩।১৫; ৪।২৪, ৩১, ৩২; ৫।৬, ১০; ১০।১২; ১৩।১৩ ব্রহ্মভুবন—৮।১৬ ব্রহ্মোদ্ভব—৩।১৫ ব্রহ্মকর্ম—১৮।৪২ ব্রহ্মকর্ম-সমাধি—৪।২৪ ব্রহ্মাগ্নি—৪।২৫ ব্রহ্মবাদী—১৭।২৪ ব্রহ্মচর্য—৮।১১; ১৭।১৪ ব্রহ্মচারিব্রত—৬।১৪ ব্রহ্মসংস্পর্শ—৬,২৮ ব্রহ্মযোগ—৫।২১ ব্রহ্মবিৎ—৫।২০; ৮।২৪ ব্রহ্মনির্বাণ—২।৭২; ৫।২৪, ২৫, ২৬ ব্রহ্মভূত—৫।২৪; ৬।২৭, ১৮।৫৪ ব্রহ্ম-ভূয়—১৪।২৬; ১৮।৫৩ ব্রহ্মসূত্র পদ—১৩।৫
ব্রাহ্মণ—৫।১৮; ৯।৩৩; ১৭।২৩
ব্রাহ্মী স্থিতি—২।৭২
ভরতর্ষভ—৩।৪১; ৭।১১, ১৬; ৮।২৩
ভূতেজ্য—৯।২৫
মনু—১০।৬; ৪।১
মানুষী তনু—৯।১১
মায়া—৭।১৪, ১৫ যোগমায়া—৭।২৫ আত্মমায়া—৪।৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুমুক্ষু—৪।১৫

মোক্ষপরায়ণ—৫।২৮

যজ্ঞ—৩।১৪, ১৫ ; ৪।২৩, ২৫ ; ৮।২৮ যজ্ঞভাবিত—৩।১২, যজ্ঞশিষ্ট—৩।১৩ ; ৪।৩১ যজ্ঞবিৎ যজ্ঞক্ষপিতকল্মষ—৪।৩০ যজ্ঞার্থ, —৩।৯ জ্ঞানযজ্ঞ—৪।২৮, ৩৩ তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ ৪।২৮

যজু—৯।১৭

যোগক্ষেম—৯।২২ যোগবিৎ ১২।১ যোগভ্রষ্ট ৬।৪১ যোগযুক্ত ৬।২৯ ; ৮।২৭ যোগসংসিদ্ধ ৪।৩৮ যোগসংসিদ্ধি ৬।৩৭ যোগারূঢ় ৬।৩, ৪ কর্মযোগ ৩।৩ ; ৫।২ সাংখ্যযোগ ৫।৪

রাজবিদ্যা—৯।২

লোক—৩।২১, ২২ ; ৩।২০, ২৫ ; ৪।১২ ; ৯।২১ ; ১১।২৮ ; ১৫।৭ ; ১১।৩৩ ; ১১।৩২

বর্ণসঙ্কর—১।৪০, ৪২

বাসুদেব—৭।১৯ ; ১০।৩৭ ; ১১।৫০

বিষ্ণু—১০।২১ ; ১১।২৪

বেদ—২।৪৫, ৪৬ ; ৭।৮ ; ৮।২৮ ; ১০।২২ ; ১১।৪৮, ৫৩ ; ১৫।১৫ ; ১৭।২৩ বেদবিৎ—৮।১১ ; ১৫।১, ১৫ বেদান্তকৃৎ ১৫।১৫

বৈরাগ্য—৮।৫২ ; ৬।৩৫

ব্যাস—১০।১৩ ; ১৮।৭৫

শান্তি—২।৬৬, ২।৭০, ৭১ শাশ্বচ্ছান্তি ৯।৩১

শাশ্বত—১।৪২ ; ২।১০

শাশ্বত ধর্ম—১৪।২৭, ১১।১৮

শাস্ত্র—১৬।২৪ শাস্ত্রবিধি ৬।২৩ ; ১৭।১

শূদ্র—৯।৩২

শ্রদ্ধা—৭।২১, ২১ শ্রদ্ধাবান্ ৩।৩১ ; ৪।৩৯ ; ৬।৩৬ শ্রদ্ধাময় ১৭।৩

শ্রেয়—৩।২, ১১, ৩৫ ; ৪।৩৩ ; ৫।১

সঙ্কর—৩।২৪

সত্ত্বসংশুদ্ধি—১৬।১

সংসার—১৬।১৯ সংসারবন্ধ ৯।৩ সংসারসাগর ১২।৭

সনাতন—১।৩৯ ; ২।২৪ ; ৪।৩১ ; ৭।১০ ; ১১।১৮ ; ১৫।৭

সন্ন্যাস—১৮।১, ২, ৭, ৪৯ ; ৫।১, ২, ৬ ; ৬।২ সন্ন্যাসী ১৮।২২ ; ৫।৩ ; ৬।১ সংকল্পসন্ন্যাসী ৬।২

সর্গ—৫।১৯ ; ৭।২৭ ভূতসর্গ ১৬।৬

সর্বভূতহিত—১২।৪ ১০।৯১

সাংখ্য—২।৩৯ ; ৫।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাত্ত্বিক—১৮।৯, ২০, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৩, ৩৭ ; ৭।১২
সাম—৯।১৭ বৃহৎসাম ১০।৩৫
সামবেদ—১০।২২
স্বধর্ম—২।৩৩ ; ৩।৩৫ ; ১৮।৪৭
স্বভাব—৫।১৪ ; ৮।৩
স্বর্গ—২।৩৭ স্বর্গদ্বার ২।৩০
স্বর্গপর—২।৪৩ স্বর্গলোক ৯।২১
স্বাধ্যায়—৪।২৮ ; ১৬।১ ; ১৭।১৫
স্থাণু—২।২৪
স্থিতধী—২।৫৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi